উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,০৬৭.৮১ (+৬৮৫.৩৪)

নিফটি : ২২,৭৭৬.১০ (+২২০.৩৫)

এক গোল খেয়ে আধ ডজনের মালা পরাল উরুগুয়ে ১২

ভূতুড়ে কণা ধরে নোবেল ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ২১° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২১° সর্বনিম্ন

শিলিগুড়ি ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 7 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 141

উত্তরের খোঁজে

বিজেপি সরকারে তৃণমূল ২.০ মডেল কেন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই তো সেদিন ব্রাজিল টিমের সঙ্গে আসা এক সাংবাদিকের চোখে ব্যাপারটা বেখাপ্পা ঠেকেছিল। সল্টলেক স্টেডিয়ামের চারদিকের পোস্টারে ভিনিসিয়াসদের ছোট ছোট ছবির পাশে রাজনৈতিক নেতার পেল্লাই ছবি নিয়ে টুইট করেছিলেন। বাংলার প্রশাসনিক পদমর্যাদার সাতসতেরো তাঁর জানার কথা নয়, তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তিনি গভর্নর বলেছিলেন। তবে তাঁর আসল প্রশ্নে গোলমাল ছিল না। ব্রাজিল খেলতে এসেছে, পোস্টারে ব্রাজিলিয়ান তারকারা যদি খুদে হয়ে নেতারা মহীরুহ হয়ে ওঠেন, তা হলে খেলাটা আসলে কার?

বাঙালির চোখে দৃশ্যটা অবশ্য আনকোরা নয়। বরং বড্ড চেনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় বড় অনুষ্ঠান মানেই শহরজুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সময়ও অরূপ বিশ্বাসরা তাঁদের নেত্রীর ছবি দিয়েছিলেন। তবে এরকম স্টেডিয়ামের চারপাশে নয়। ফিফার ভয় ছিল। এখন ভয় উধাও, সাহস ষোলোআনা। সরকার বদলেছে, রং বদলেছে, নেতা বদলেছেন। বিজেপি কি বাংলায় তৃণমূলকে হারিয়ে তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই ঘরজামাই করছে?

যাঁরা কাল তৃণমূলের সংস্কৃতির হাঁড়ির খবর জানতেন, তাঁদেরই অনেকে আজ বিজেপির নতুন সংস্কৃতির রাঁধুনি। কোয়েল মল্লিকে এসে কুহুতান থেমেছে আপাতত। তা হলে আদি বিজেপি কর্মীদের হাতে রইল কী? লজেনচুস?

এমন প্রশ্ন বিরোধীরা শুধু তুলছেন না। এতদিন ধরে আদি বিজেপির মধ্যে শুভেন্দুর জয়ধ্বনি তোলা একমাত্র নেতা তথাগত রায় মশাইও বলছেন। আমেরিকা থেকে টুইটারে তাঁর গোসা, দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মীদের ডিঙিয়ে সদ্য তৃণমূলত্যাগী নেতাদের রাজ্যসভায় পাঠানোয় দলেই তীব্র যন্ত্রণা। তথাগত আবার প্রথম থেকে এই অভিনেত্রীকুলের রাজনীতি নিয়ে চূড়ান্ত ব্যঙ্গ করেছেন। এখন তাঁকেই হজম করতে হচ্ছে কোয়েলের কুহু কুহু।

এরপর দশের পাতায়

শারদ-সুর

কাশবনে দুর্গা সেজে... ইসলামপুরের কাছে রাজু দাসের তোলা ছবি।

মর্জিমাফিক কাজের অভিযোগ

পুজোর মুখে রাস্তাজুড়ে জঞ্জাল

রণজিৎ ঘোষ ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর মুখে জঞ্জালে মুখ ঢাকছে শহর শিলিগুড়ি। বিভিন্ন রাস্তায় সকাল থেকে জঞ্জাল জমা করা হলেও সেগুলি সরিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যেতে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। যার জেরে পথের অর্ধেকের বেশি অংশজুড়ে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গবাদিপশু সেখান থেকে খাবার খুঁজতে গিয়ে রাস্তায় আবর্জনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। পুরবোর্ডের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী। অভিযোগ, আগে সকাল ন'টার মধ্যে ওয়ার্ড থেকে সমস্ত আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হত। কিন্তু এখন সেসব অতীত। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ মর্জিমাফিক কাজ করছে, দেখার কেউ নেই।

পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা সমস্যা খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দুপুর পর্যন্ত কোথাও আবর্জনা পড়ে থাকার কথা নয়। আমি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য পুরকর্মীদের শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে পাঠাচ্ছি।' তাঁর সংযোজন, 'জঞ্জাল অপসারণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত গাড়ির অভাব ছিল। আমরা ইতিমধ্যেই নতুন ১২টি গাড়ি কিনেছি। সেইসঙ্গে নতুন করে গাড়িচালক নিয়োগের কাজ চলছে। সেটা হয়ে গেলে আরও দ্রুত বিভিন্ন ওয়ার্ডের জঞ্জাল তুলে নেওয়া সম্ভব হবে।'

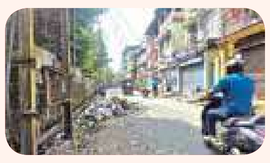

- শহরের বহু রাস্তায় দুপুর পর্যন্ত আবর্জনা পড়ে থাকছে
- গবাদিপশুরা খাবারের খোঁজে সেই আবর্জনা রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলছে
- জঞ্জাল অপসারণে আটটি ডাম্পার ও চারটি আর্থমুভার কিনেছে পুরসভা

শিলিগুড়ি শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডেই বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। সেই আবর্জনা ওয়ার্ডের এক বা একাধিক জায়গায় জড়ো করা হয়। পরে পুরনিগমের গাড়ি এসে সেই আবর্জনা তুলে সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যায়। অতীতে এই পুরো কাজটাই সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যে সেরে ফেলা হত। কিন্তু বর্তমানে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের জন্য পুরকর্মীদের বাঁশি বাজতেই সাড়ে ন'টা পেরিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরকর্মীরা প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে জড়ো করতেই দেরি করছেন। একটি ওয়ার্ডের জঞ্জাল অপসারণের কাজে যুক্ত পুরকর্মীর বক্তব্য, ওয়ার্ড থেকে জঞ্জাল নিতে দুপুর একটার পরে গাড়ি আসে। তাহলে আমরা সাতসকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবর্জনা তুলে কী করব? তাই একটু দেরিতেই বাড়ির দরজায় যাই।

এদিন স্বামীজি মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পিছনের রাস্তায় প্রচুর আবর্জনা দুপুর দেড়টা পর্যন্ত জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। পৌনে দুটো নাগাদ জঞ্জাল তোলার জন্য একটি আর্থমুভার সেখানে পৌঁছায়। কিন্তু আবর্জনাবাহী গাড়ি না পৌঁছানোয় সেই আর্থমুভার সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। একইভাবে নজরুল সরণির মতো ব্যস্ত রাস্তা, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোড এবং বিবেকানন্দ রোডেও দুপুরের পরে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকতে দেখা গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

প্রশান্তকে ৪৮ ঘণ্টা সময়

ধরা না দিলে সম্পত্তি ক্রোক

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : বারবার তিনবার। ফের আত্মসমর্পণের নির্দেশ ফেরার প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে। এবার সময় ৪৮ ঘণ্টা। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণের শেষ সময়সীমা। মঙ্গলবার এই চরমবার্তায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, সময়ে আত্মসমর্পণ না করলে প্রাক্তন বিডিও-র সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। সিআইডি'র উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এতদিন একজন সরকারি আধিকারিক পালিয়ে রয়েছেন। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছেন না কেন? একজন সরকারি আধিকারিক ফেরার হয়ে বেতন পেতে পারেন না।' তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 'এখনই বেতন বন্ধ করতে হবে।'

যদিও নির্দেশের কার্যকারিতা নিয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্যে সংশয় আছে। এর আগেও দু'বার আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একবার হাইকোর্ট, আরেকবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আত্মসমর্পণের জন্য জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের

বিচারপতিদের মন্তব্য

এতদিন একজন সরকারি আধিকারিক পালিয়ে রয়েছেন। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছেন না কেন?

উনি তো সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সুপ্রিম কোর্টকেই তোয়াক্কা করছেন না, হাইকোর্টকে কীভাবে পাত্তা দেবেন?

প্রাক্তন বিডিওকে ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও রেহাই পাননি প্রশান্ত। শীর্ষ আদালত তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল।

কিন্তু কোনওবারই তিনি নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করেননি। আদালতে মঙ্গলবার পেশ করা সিআইডি'র রিপোর্টেও তাঁকে ফেরার দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'উনি তো সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সুপ্রিম কোর্টকেই তোয়াক্কা করছেন না, হাইকোর্টকে কীভাবে পাত্তা দেবেন? সুপ্রিম কোর্টের প্রতি কোনও সম্মান নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও কীভাবে লঙ্ঘন করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।'

সংশয় আছে প্রশান্তর বিরুদ্ধে যাঁকে খুন করার অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তাবাদের সেই স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার পরিবারেরও। প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের কড়া অবস্থান সত্ত্বেও আশার আলো দেখছে না নিহত স্বপনের শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা। তিনি বলেন, 'আদালতের ওপর ভরসা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু এর আগেও আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল, প্রাক্তন বিডিও কি তাতে মান্যতা দিয়েছেন? এবারও কি আদালতের নির্দেশ মানবেন?'

নিহতের শ্যালকের প্রশ্ন, 'প্রশাসনের হাত মাথায় না থাকলে এভাবে কেউ চলতে পারে?' গত বছরের অক্টোবর মাসে নিজের নিউটাউনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল প্রশান্তর বিরুদ্ধে।

এরপর দশের পাতায়

নির্বিঘ্নে কি? প্রশ্ন দুই উপনির্বাচনে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : অধীর চৌধুরীর ভাষায়, 'বোমা পড়েনি, গুলি চলেনি, মানুষের প্রাণ যায়নি। কিন্তু নির্বিঘ্নে সন্ত্রাস করেছে পুলিশ। ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। নীরব সন্ত্রাস চলেছে।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি নেতারা বিরোধীদের উদ্দেশে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'প্লেয়ারই নেই, খেলবেন কী করে?' খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বিরোধীদের অস্তিত্বই নেই। লোক নেই, এজেন্ট নেই, প্রচারের সময় বাইরে থেকে লোক এনে প্রচারে ভিড় বাড়িয়েছিল কংগ্রেস।'

বাস্তবে রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে মঙ্গলবার দিনভর শাসকদলের বিরুদ্ধে ব্যাপক রিগিং, ভোট লুট, ভোটদানে বাধাদান ও পুলিশি জুলুমের অভিযোগ উঠল।

ভোট লুট, পুলিশি জুলুমের অভিযোগ

নন্দীগ্রামে কংগ্রেসের এজেন্টদের বুথ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় প্রার্থী মিলন প্রধান অভিযোগ করেন। পুলিশ রেজিনগরে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের ভোট দিতে দেয়নি বলে অভিযোগ। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীরকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় পুলিশ।

রেজিনগরের মির্জাপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি অবাধে ছাপ্পা মেরেছে বলে অভিযোগ করেন সিপিএমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা। ভোট লুটের প্রতিবাদে বিকালে জেলা শাসকের দপ্তরের বাইরে ধর্নায় বসে কংগ্রেস। এক মাঘে শীত যায় না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন অধীর। ভোট চুরি ও ছাপ্পা ভোটের একটি ভিডিও সামনে আনেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর দশের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ব্যারিকেড টপকাচ্ছেন রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার এই ছবিই দেখল নয়াদিল্লি। -পিটিআই

নেতৃত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত

চণ্ডীগড়, ৬ অক্টোবর : গত সেপ্টেম্বরেই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে হরমনপ্রীত কাউরের নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা দল এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছে। জাতীয় দলের হয়ে অধিনায়ক হিসেবে সেটাই ছিল তাঁর শেষ ম্যাচ। মঙ্গলবার হঠাৎ করেই তিনি তিন ধরনের ক্রিকেটে জাতীয় দলের নেতৃত্ব ছেড়েছেন। রাতের দিকে তাঁর ডেপুটি স্মৃতি মান্ধানার নাম পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হঠাৎ করেই মহিলা দলের অধিনায়ক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উঠে আসছে সোমবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পারফরমেন্স পর্যালোচনার সময় তাঁকে দেওয়া প্রস্তাব। গুয়াহাটিতে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ও কোচ অমল মুজুমদারের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে পুরুষ দলের উদাহরণ টেনে ৩৭ বছরের হরমনপ্রীতকে টি২০ দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে বলা হয়। সেই সঙ্গে তাঁকে টেস্ট ও ওডিআই দলের নেতৃত্ব চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। যদিও এদিন সেই প্রস্তাব খারিজ করে তিনি টেস্ট, ওডিআই ও টি২০-র নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। সামাজিকমাধ্যমে হরমনপ্রীত লিখেছেন, 'আমি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এটা মোটেই সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু বছরের স্মৃতি, আবেগ, ত্যাগ এবং এমন কিছু মুহূর্ত যা জীবনের বাকি সময়টা আমার সঙ্গে থেকে যাবে। এই দল এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জন্য আমার যা দেওয়ার ছিল, তার সবটাই আমি দিয়েছি।' এরপর দশের পাতায়

আদিদের একাংশ আমন্ত্রিত নন

শমীক-সফরেও কাঁটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৬ অক্টোবর : রাজ্যে পালাবদলের পর জেলায় জেলায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় পুরোনোরা গুরুত্ব পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। পুজোর পরে শিলিগুড়ি পুরনিগম ছাড়াও এই অঞ্চলের কয়েকটি পুরসভার ভোট হওয়ার কথা। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সফরে এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি সরাসরি জলপাইগুড়ি যান। পুরভোটের আগে দলের কোন্দল মেটানোই শমীকের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে পদ্ম শিবিরের একাংশ।

যদিও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'বিজেপিতে কোন্দল নেই। সাংগঠনিক বিষয়ে কথা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি সরকারি প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আরও তৎপর হওয়ায় কথা বলেছেন।'

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির বৈঠক হওয়ার কথা। অভিযোগ, সেই বৈঠকেও পুরোনোদের অনেকে ডাক পাননি। তাঁরা শমীকের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করার চেষ্টা করছেন। দলের অন্দরের এই অসন্তোষের সঙ্গে যোগ হয়েছে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ বিতর্ক। শিলিগুড়ি শহরে পায়ের তলার মাটি আরও শক্ত করতে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করা হলেও তাঁদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এরপরই মহকুমা থেকে ওয়ার্ড ইনচার্জদের নিয়োগ করতে হয়।

কোঅর্ডিনেটরদের ওপর নজরদারির দায়িত্ব পাওয়া ইনচার্জদের নিয়োগ নিয়েও অবশ্য বিতর্ক থামেনি। জেলা বিজেপির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিজেদের ঘনিষ্ঠদেরই দায়িত্বে বসিয়েছে

- পুরভোটের আগে পুরোনো-বিক্ষুব্ধদের ক্ষোভ
- প্রার্থীপদের দাবিদার বাড়ায় চাপ বাড়ছে দলে
- ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর ও ইনচার্জ নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক
- জেলা সভাপতি বদলের জল্পনা, চর্চায় রদবদল

বলে অভিযোগ। ফলে পুরোনো ও বিক্ষুব্ধরা সংগঠনে নিজেদের গুরুত্ব আরও কমার আশঙ্কা করছেন। দলের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হলেও কাজ হচ্ছে না বলে দাবি তাঁদের।

এরইমধ্যে রাজ্যজুড়ে বিজেপির একাধিক জেলা সভাপতি বদলের জল্পনা রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ব্যারিকেডে রাহুল, ধর্নায় ধুন্ধুমার দিল্লিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : নির্বাচন সদন পর্যন্ত মিছিলের কর্মসূচি ছিল। কিন্তু বিরোধী সাংসদদের মিছিল মাঝরাস্তাতেই আটকে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। অন্য বিরোধী সাংসদদের আটক করে পুলিশ বাসে তুললেও রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা কয়েকজন কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে আচমকা আকাশবাণী ভবনে ঢুকে পড়েন পুলিশকে বিড়ম্বনায় ফেলে। একটি গাছের নীচে ধর্নায় বসেন তাঁরা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ছিল এই কর্মসূচি। জ্ঞানেশ দেখা না করা পর্যন্ত ধর্না চলবে বলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়। আকাশবাণী ভবন চত্বরেই শুরু হয় সত্যাগ্রহ। ভোট চুরির অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে একসূত্রে বেঁধে বিষোদগার করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

তাঁর ভাষায়, 'নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা ও মোহন ভাগবত ভোট চুরি করে দেশটাকে হাইজ্যাক করেছেন। জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের সাহায্য করছেন।' এরপর রাহুল হুংকার দেন, 'এঁদের সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। তাঁরা দেশের

ইন্ডিয়া জোটের মিছিল

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ওঁরা কেউ পার পাবেন না। এঁরা দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন।' আকাশবাণী ভবনে ধর্নারত অবস্থায় তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'এটা আকাশবাণী। আজ মনের কথা নয়, জনতার কথা হবে। ভোট চোরেরা আকাশবাণী শুনুন।'

বিজেপি পালটা কড়া ভাষায় নিশানা করেছে ইন্ডিয়া জোটকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'বিদেশি এবং ভারত বিরোধী শক্তিগুলির ন্যারেটিভের প্রতিধ্বনি করা বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের। একটি পরিবারের সদস্য হলেই কেউ যেন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে না ভাবেন।' সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, 'যে ১৩ কোটির নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের মধ্যে মৃত, ডুপ্লিকেট ভোটারও রয়েছে। তাঁদের নাম ঢোকাতে চাইছে কংগ্রেস।' সম্বিত পাত্র বলেন, 'বিরোধীরা চায় না দেশ এগিয়ে যাক। বিদেশি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিরোধীরা। অনেক বড় চক্রান্ত হচ্ছে।'

৯ ঘণ্টা ধরে অচলবস্থা চলার পর রাত আটটার নাগাদ পুলিশ আকাশবাণী ভবন খালি করতে গেলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাঁজাকোলা করে রাহুলকে ঠেলেঠুলে তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। মঙ্গলবার সকালে সংসদের মকরদ্বার থেকে 'ইন্ডিয়া' জোটের মিছিলের সামনে সারিতে রাহুল ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াংকার পাশাপাশি ছিলেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র প্রমুখ।

এরপর দশের পাতায়

এআই কন্ট্রোল রুম ডুয়ার্সে

জঙ্গলপথে ছবি তুললেই জরিমানা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর : জঙ্গলের রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে ছবি তুললে বা রিলস বানাতে গেলে এবার গুনতে হবে ১২৫০ টাকার জরিমানা। জঙ্গলের রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চালালেই বাড়ি পৌঁছে যাবেন বনকর্মী বা পুলিশ। জেল, জরিমানা দুটিই তখন মাথায় চাপতে পারে। এর সঙ্গে পরিবহণ দপ্তর ও পুলিশের মামলাও থাকবে। এ জন্য নজরদারিতে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, চালসা-খুনিয়া মোড়, মূর্তি থেকে খুনিয়া মোড়ের রাস্তায় ২০টি এআই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই ক্যামেরাতেই জঙ্গলে অনুপ্রবেশকারী থেকে সাধারণ মানুষের কীর্তিকলাপের যাবতীয় তথ্য ধরা পড়বে। মহালয়ার আগেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ থেকে ২০টি এআই ক্যামেরা বসানোর কাজ শেষ করা হচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগেই জঙ্গল এলাকায় চালু হচ্ছে এআই ক্যামেরার উত্তরবঙ্গের প্রথম কন্ট্রোল রুম।

রবিবার সন্ধ্যায় ডুয়ার্সের নাগরাকাটার কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় একটি গর্ভবতী চিতাবাঘের মৃত্যু হয়। তার আগে দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে অন্য বাইকে ধাক্কার মারার কারণে দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছিল। তাছাড়া হামেশাই লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যাওয়া রাস্তা, আবার মহাকাল মন্দিরের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মোবাইলে ছবি তোলেন অনেকে। ছবি তোলা হচ্ছে মূর্তি সেতু খোলার পর খুনিয়া যাওয়ার রাস্তা থেকে খুনিয়া মোড় ও নাগরাকাটা মোড় থেকে চালসা যাওয়ার রাস্তাতেও। এই জঙ্গলের রাস্তা বন্যপ্রাণীর করিডর বলে বন্যপ্রাণী ক্রসিং জোন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে সতর্ক করার পরেও রিলস তৈরি করতে ছবি তোলা হচ্ছে বাইক বা গাড়ি থামিয়ে। তাছাড়া দ্রুতগতিতে বাইক ও চার চাকার যানবাহন চলছে বলেও অভিযোগ এসেছে বন দপ্তরের কাছে। তাই এবার এআই কন্ট্রোল রুমের সূচনা করে নজরদারি চালু করা হচ্ছে দুর্গাপুজোর আগেই।

কিন্তু কেন এআই ক্যামেরায় নজরদারি? গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলছেন, 'প্রাণহানি ঠেকাতে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রিলস বানানো আটকাতে হবে। জঙ্গলে কে ঢুকছে, তাও ধরা পড়বে। কে কী করছেন জঙ্গলের রাস্তায়, চোরাশিকারিরাই বা ঢুকছে কি না, কোন ধরনের যানবাহন দ্রুতগতিতে চলছে, এইসব এআই ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি ও গাড়ির নম্বর প্লেট সমেত আমরা কন্ট্রোল রুমে বসে চটজলদি পেয়ে যাব। এছাড়া চালসা রেঞ্জের মধ্যে এআই কন্ট্রোল রুম দ্রুত চালু করা হচ্ছে। কন্ট্রোল রুমে ২০টি এআই ক্যামেরার পাঠানো ছবি ২০টি টিভি প্যানেলে দেখা যাবে। তৎক্ষণাৎ

- জঙ্গলের রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে ছবি তুললে বা রিলস বানাতে গেলে গুনতে হবে ১২৫০ টাকা
- এ জন্য নজরদারিতে মোড়ের রাস্তায় ২০টি এআই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে
- দুর্গাপুজোর আগেই জঙ্গল এলাকায় চালু হচ্ছে এআই ক্যামেরার উত্তরবঙ্গের প্রথম কন্ট্রোল রুম

কন্ট্রোল রুম থেকে নিকটবর্তী ফরেস্ট রেঞ্জ, বিট অফিস, স্কোয়াড এবং পুলিশের কাছে খবর যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে সেই ব্যক্তিকে ধরে জরিমানা করা হবে।' আপাতত জঙ্গলের বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত রাস্তায় ছবি তুললেই ১২৫০ টাকা জরিমানা করা হবে। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে ডিএফও জানিয়েছেন।

ডিএফও আরও জানিয়েছেন, ২০টি এআই ক্যামেরা বসানো হচ্ছে পাইলট প্রকল্প হিসেবে। আগামী ৬ মাসে কার্যকারিতা দেখে অন্য বনাঞ্চল এলাকায় এই প্রকল্প রূপায়িত হবে।

মুখোশশিল্পীদের আমন্ত্রণ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৬ অক্টোবর : মহালয়ার দিন সকালে রেড রোড এবং দুপুরে ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠান করবেন উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখোশশিল্পীরা। মহালয়ার অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে খুশি দুই দিনাজপুরের মুখোশশিল্পীরা। অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকদিন ধরে লাগাতার মহড়া হয়েছে। সোমবার রাতে শেষ হয়েছে মহড়া।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের কৃষ্ণবাটি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের খাগাইল এলাকার মুখোশশিল্পীরা। খাগাইলের মুখোশ দলের দলপতি মাধব সরকার বলেন, 'শুনেছি মহালয়ার দিন দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকবেন। পুজোর আগে এ ধরনের অনুষ্ঠানে ডাক পাওয়া খুবই আনন্দের ব্যাপার।' একই কথা জানিয়েছেন কৃষ্ণবাটি গ্রামের মুখোশ দলের দলপতি শচীন সরকার।

রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং লোকসংস্কৃতি বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন সকালে রেড রোডে রাজ্যের ২৩টি জেলার লোকশিল্পী এবং কলকাতার ক্রিয়েটিভ ডান্স শিল্পীদের সঙ্গে দুই দিনাজপুরের ৩০ জন মুখোশশিল্পী জেলার জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চে অনুষ্ঠান করবেন। দুপুরে ইডেন গার্ডেন্সের অনুষ্ঠানে ৫৯০০ জন লোকশিল্পীর সঙ্গে দুই জেলার আরও ৩০ জন মুখোশশিল্পী অনুষ্ঠান করবেন। দুই জেলার দুটি দল মিলিয়ে মোট ৬০ জন মুখোশশিল্পী মহালয়ার দিন কলকাতায় অনুষ্ঠান করবেন বলে জানা গিয়েছে।

শচীন বলেন, 'পুজোর সময় তো কোনও অনুষ্ঠানে আমরা সেভাবে ডাক পাই না। কিন্তু এবছরটা একটু আলাদা। এবার মহালয়ার দিন দুটি অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করব। শুনেছি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন। তাঁর সামনে অনুষ্ঠান করতে পারাটা খুবই আনন্দের বিষয়। অনুষ্ঠানের ক'দিন আগেই কলকাতা চলে যাচ্ছি। ওখানে মহড়া হবে।'

ওরিয়েন্টেশন সেরিমনি

নিউজ ব্যুরো

৬ অক্টোবর : জেআইএস গ্রুপের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেআইএস স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ, হাওড়া, ওরিয়েন্টেশন সেরিমনির মাধ্যমে তাদের এমবিবিএস-এর ২০২৬-এর ব্যাচকে স্বাগত জানাল। অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল 'হোয়াইট কোট সেরিমনি'। এই অনুষ্ঠানে নতুন ব্যাচের পড়ুয়াদের হাতে সাদা অ্যাপ্রন তুলে দেওয়া হয়। এরপর 'হোয়াইট কোট প্লেজ' অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নতুন ব্যাচের পড়ুয়াদের জন্য চরক শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসার মতো মহান পেশার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেবা, মানবিকতা এবং দায়িত্ববোধের বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

বিক্রয়

ময়নাগুড়ি উত্তর মৌয়ামারিতে মা-লবাজার রোডে রাস্তার পাশে Don Bosco স্কুলের বিপরীতে 4 দেওয়াল ঘেরা 4 বিঘা জমি বিক্রয় হবে। যার খতিয়ান নং 1225, দাগ নং 4118, 4119, 4120. (M) 8944884979. (C/123193)

খেলাঘর মোড়ে জমি বিক্রয় (২.৫ কাঠা) আছে। M-7864064917, শিলিগুড়ি। (C/124117)

অ্যাফিডেভিট

তুফানগঞ্জ জেএম কোর্টে 1/10/26 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Salma Khatun ও আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমি Salma Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (T/A)

আমি, নাসরিন বানু (Nasrin Banu), পিতা ঃ নওসাদ সেখ (Nowsad Sk), সাং+পোঃ মাধাইপুর, থানা ও জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১৪২, পশ্চিমবঙ্গ। আমার আধার কার্ডে (441868159568) ভুলবশত নামটি Mst Nasrin Banu লেখা হয়েছিল। মালদা ১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের গত ০৮/০৮/২০২৪ তারিখের অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম পরিবর্তন করে Nasrin Banu করা হল। (M-114114)

কর্মখালি

JOIN OUR TEAM
VK SHAH GROUP, SILIGURI
Building Excellence in Real Estate
•CA •Sr Accountant •Sr Legal Officer •HR Executive •CRM •AutoCAD* •Jr MIS Executive •Receptionist •Office Boys. Apply within 7 days.
Email CV:hr@vkshahgroup.com, Ph: 9046306214, Office: 5th Floor, Capital One, Burdwan Road, Siliguri.

NIT
The office of undersigned invites Tender for E- NOTICE INVITING TENDER NO-02/BDO/MNG/JAL/2026-27, Dated-06/10/2026. Last Date of Bid submission is 31/10/2026 within 6.00 P.M. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.
Sd/-
Block Dev. Officer
Maynaguri Dev, Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Sub:- 1st CORRIGENDUM TO e-N.I.T. No. WBIW/EE/MED/e-NIT-2/2026-27 [Sl. No. 1 & 2]
Due to unavoidable circumstances the following changes have been made under this corrigendum.

In Place of		To be read as	
Document Download end date	05.10.2026 up to 17.00 Hrs.	Document Download end date	13.10.2026 up to 17.00 Hrs
Bid submission end date	05.10.2026 up to 17.00 Hrs.	Bid submission end date	13.10.2026 up to 17.00 Hrs
Technical Bid opening date with preliminary result (TBO Sheet)	06.10.2026 after 14.00 Hrs.	Technical Bid opening date with preliminary result (TBO Sheet)	14.10.2026 after 14.00 Hrs.

All other terms and conditions of the said e-NIT will remain unchanged.
Sd/- Executive Engineer, Mahananda Embankment Division, Green Park, Malda.
ICA-T18697(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 11 OF 2026-27 of A.E./P.W.D./SCSD-I 2nd Call
Tender ID: 2026_WBPWD_5075176_2
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid submission start Date: 06.10.2026 from 11.00 Hrs. Bid submission end Date: 14.10.2026 upto 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Islam Assistant Engineer, P.W.D., Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra
ICA-T18722(1)/2026

সংশোধনী নং. ০১
টেন্ডার নোটিশ নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি/৪২ অফ ২০২৬, তারিখ ঃ ০৭-০৯-২০২৬-এর জন্য সংশোধনী নং ০১ জারি করা হয়েছে।
বন্ধের তারিখ এখন ০৫-১০-২০২৬-এর পরিবর্তে ১২-১০-২০২৬ হিসেবে পড়তে হবে।
www.ireps.gov.in
ডিআরএম (ইঞ্জি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D e-QUOTATIONS NOTICE
Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 25e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5077076_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work and Operation of 1 no. DG set by engaging manpower for the site of Maynaguri Rural Hospital, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 30-Oct-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website-https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours.
Sd/- K Deb, EE/JED/JALPAIGURI.
ICA-T18720(3)/2026

অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ এবং ২৮-১০-২০২৬

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 14 OF 2026-27 of A.E./P.W.D./SCSD I
[Tender ID: 2026_WBPWD_5077488_1 2026_WBPWD_5077488_2]
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid submission start Date: 05.10.2026 from 18.55 Hrs. Bid submission end Date: 14.10.2026 upto 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Islam Assistant Engineer, P.W.D., Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra
ICA-T18723(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division-II, P.W.D. invites NIeT NO. 08 of 2026-27 for the Work: 1. "Repair, renovation and allied works of Grp D & Nursing quarters at Balurghat District Hospital in the District of Dakshin Dinajpur." 2. "Repairing and modification of road side garden near Balurghat Sub-Division No-II, PWD under Dakshin Dinajpur Division, PWD during 2026-27." Tender ID: 2026_WBPWD_5077628_1 to 2. Last date of Submission of Tender 29.10.2026. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No-II, PWD.
ICA-T18724(1)/2026

NOTICE INVITING TENDER
Name of work : Bituminous Road Repairing under – Tufanganj Municipality Area.-NIT No. TUFANGANJ/02/2026-27 (2nd Call) Sl No-03, 07, 08, & 09) Id : 2026_MAD_5077589_1, 2026_MAD_5077589_2, 2026_MAD_5077589_3, 2026_MAD_5077589_4, Start Date of dropping tender- 5th October at 6.00 PM. Last date of dropping tender Date-12th October at 2.00 P.M., Tender Opening Date-14th October at 2.00 P.M. on 02.10.2026.
Sd/- Executive Officer
Tufanganj Municipality
Po- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PRINCIPAL
NORTH BENGAL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
e-Tender Notice
Memo No. 1059/NBDC&H dt. 05.10.2026
e-Tender invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dist.- Darjeeling, Pin – 734012 from Reputed Food Suppliers for "Supply of food for the Canteen of Ladies Hostel of North Bengal Dental College & Hospital Campus." Necessary information is also available from the office of the undersigned from 05.10.2026 Details can be downloaded from www.tenders.wb.gov.in www.wbhealth.gov.in www.nbdch.ac.in Sd/- Principal.
ICA-T18700(3)/2026

এক্সপ্লেন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-এর ব্যাপক এএমসি ও পরিচালনা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. 141-SGUD-CAMC-ETP-2026; তারিখ 30-09-2026
www.ireps.gov.in
সিনি. ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লোকো শেড, মালদায় টার্ণ কী আধারে বিদ্যমান এল.আর. বের আপডেটিং
ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরএস-এমএলডিটি-০৯-২৬-২৭ তারিখঃ ০১-১০-২০২৬। কাজের নাম সহিত ইহার স্থানঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে "লোকো শেড, মালদায় টার্ণ কীর" আধারে এলআর. বের আপডেটিং এর ঠিকা প্রদানের জন্যে যোগ্য ঠিকাদারগণ থেকে টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এলওএ প্রাপ্তির তিন (০৩) মাসের ভেতরে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-১০-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 07 (2026-27)(MGNREGA) Memo No-3937/BDO, dated-06.10.2026 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 14.10.2026.upto 11:00 AM. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://tenders.wb.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
BDO Balurghat

ইপোক্সি হেভি ফ্লোরিং-এর স্থাপন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. TRS-MLDT-10-26-27, তারিখঃ 01-10-2026
www.ireps.gov.in
সিনি. ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ কাজের জন্যে আরএফপি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি প্রজেক্ট, মালিগাঁও
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (RRBs)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (CEN) সংখ্যা - 06/2026
নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (স্নাতক) বিভিন্ন পদে নিয়োগ
নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি
নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (স্নাতক) বিভিন্ন পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ আবেদনগুলি শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা দিতে হবে (https://www.rrbapply.gov.in)।
আবেদন দাখিল করার তারিখ : 08/10/2026 (সম্ভাব্য)
আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : 06/11/2026 রাত 23.59ঘন্টা (সম্ভাব্য)

পদের নাম	7ম CPC অনুযায়ী পে-লেভেল	মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড	01.01.2027 অনুসারে বয়স	আনুমানিক শূন্যপদ (সকল RRBs)
নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (স্নাতক) বিভিন্ন পদ	লেভেল-5 এবং লেভেল-6	বিস্তারিত CEN অনুযায়ী	বিস্তারিত CEN অনুযায়ী	3477

দ্রষ্টব্য:
1. প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় তাদের প্রাথমিক তথ্য আধার ব্যবহার করে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং বিলম্ব এড়ানো যায়।
2. আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য আধারের নাম এবং জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণী পাশ করা সার্টিফিকেটে থাকা পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। একইভাবে, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারভিত্তিক নতুন ছবি এবং নতুন বায়োমেট্রিক্স (আঙুলের ছাপ এবং আইরিস) আপডেট করতে হবে।
3. এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ নির্দেশক প্রকৃতির (indicative), যা শুধুমাত্র সম্ভাব্য প্রার্থীদের আসন্ন বিস্তারিত CEN সম্পর্কে অবহিত রাখতে এবং আবেদনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত CEN নং 06/2026 আরআরবি-এর সাধারণ ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://rrb.indianrailways.gov.in-এ প্রকাশিত হবে। প্রার্থীরা এই সাধারণ ওয়েবসাইট থেকে পৃথক আরআরবি-এর ওয়েবপেজগুলোতে যেতে পারবেন।
নং- RRB/PRYJ/Advt./CEN/06/2026
তারিখ- 07.10.2026
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'

স্টোর ই-প্রোকিউরমেন্ট
টেন্ডার নোটিস নং.: ০৬/২০২৬, তারিখ ঃ ০১-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৩৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

কে তুমি নন্দিনী রাত ৯.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ হিম্মত, ১০.৩০ বহুরূপী, দুপুর ১.৪৫ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৫.০০ রকি, রাত ৯.৩০ শুধু একবার বলো

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আমাদের সংসার, দুপুর ২.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.৪৫ সুদ আসল, রাত ৯.৩০ কে তুমি নন্দিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ হাতিয়ার, বেলা ১১.৩০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ২.৩০ রাখাল রাজা, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ৮.০০ তোমায় পাব বলে, ১১.০০ আমার শপথ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলঙ্কিনী বধূ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৩ চক্র, দুপুর ১.৩৬ কঙ্গুওয়া, বিকেল ৪.৩০ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.২৯ দিল মদ্রাসী, রাত ১০.৪৮ ভূতা কালা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৯ কচ্চে ধাগে, বিকেল ৩.০৫ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ পেয়ার তো হোনা হি থা, রাত ১০.১৫ ডরনা মানা হ্যায়

বেরিং সি গোল্ড রাত ১০.০০ ডিসকভারি সায়েন্স

কচ্চে ধাগে দুপুর ১২.০৯ অ্যান্ড পিকচার্স

লাইফ আফটার পিপল বিকেল ৫.১৫ হিস্ট্রি টিভি এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমের সঙ্গীকে অযথা সন্দেহ করতে গেলেই সমস্যায় পড়বেন। পেটের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। ব্যবসার ভার কাউকে দেবেন না। মিথুন : অল্পেই খুশি থাকুন। পুরোনো দিনের কোনও কাজের সুফল পাবেন। কর্কট : আজ খুব সাবধানে গাড়ি, বাইক চালান। অভিনয় শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কন্যা : সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে বড় ঝামেলা হতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। তুলা : হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। অফিসে বিরোধীরা আজ আপনার প্রশংসা করবে। বৃশ্চিক : রাজনীতিকরা আজ সংযত থাকবেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। ধনু : পেটের অসুখে ভোগান্তি বাড়বে। মায়ের চাকরি পাওয়ার খবরে আনন্দ। মকর : বিদেশে যাওয়ার কাগজপত্র হাতে আসবে। পরিবার নিয়ে ভালো সময় কাটবে। কুম্ভ : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মায়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। মীন : নতুন ব্যবসার সূত্রপাত। প্রেমের ঝামেলা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ১৫ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর ২০২৬, ১৯ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৭। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ১১।১৩। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১০।৪৩। সাধ্যযোগ দিবা ৭।১২ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।৪৬। কৌলবকরণ দিবা ১২।৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।১৩ গতে গরকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১০।৪৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী – নৈর্ঋতে, রাত্রি ১১।১৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।২৬ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৭।৫৯ মধ্যে ও ১০।১৩ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং ৫।৪৭ গতে ৬।৪৮ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩০ গতে ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেষমুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর সফর বাতিল

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সমস্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতি সারা হয়ে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দার্জিলিং সফর শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হল। বুধবার দার্জিলিংয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজেও একাধিকবার বিজেপির জোটসঙ্গী মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আসবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই মতো মোর্চার তরফে দার্জিলিংয়ের নর্থ পয়েন্ট স্কুলের ময়দানে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ও মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বলে জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলা প্রশাসনেও জোর তৎপরতা ছিল। মঙ্গলবার দুপুরে দার্জিলিংয়ে অ্যাডভান্স সিকিউরিটি লিয়াজো বৈঠকও হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে নির্বিঘ্ন করতে জেলা প্রশাসন দার্জিলিং থেকে সমতলে যাতায়াতের রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করেছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে দার্জিলিংয়ের লেবং যাবেন, এমনটাই স্থির হয়েছিল। সেই মতো লেবং থেকে সিংমারি পর্যন্ত রাস্তাঘাটও মেরামত করা হয়। মঙ্গলবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সফর বাতিল বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বুধবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় সফর বাতিল হয়েছে বলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা মনে করছেন।

তিন মাসে ৫৪টি অভিযান শিলিগুড়ি জিআরপি-র

রেলপথে মাদক কারবার

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সড়কপথে ঝক্কি বেশি। খরচও নেহাত কম নয়। সেক্ষেত্রে খরচে কাটছাঁট করতে মাদক পাচারের ক্ষেত্রে কারবারিদের একাংশ রেলপথেই ঝোঁক বাড়াচ্ছে। শেষ তিন মাসে শিলিগুড়ি জিআরপি-র তরফে চলা অভিযানেই তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, শেষ তিন মাসে ৫৪টি অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই পরিস্থিতিতে মাদক কারবারে নজরদারি চালাতে রেল পুলিশের কর্তারা কড়া সতর্কতা নিচ্ছেন। শিলিগুড়ির রেল পুলিশ সুপার ইন্দ্রবদন ঝা বলেন, 'মাদক পাচার রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। তাতে সাফল্যও মিলছে। আগামীতেও এই অভিযান জারি থাকবে।'

জিআরপি-র তরফে জানা গিয়েছে, পাচারের ক্ষেত্রে মাদক কারবারিরা মূলত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলিতেই সফর করে। তারা মূলত ট্রেনের জেনারেল কামরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। এমনকি ঝক্কি এড়াতে মাদকও নিজেদের কাছে রাখে না। এই পরিস্থিতিতে মাদক কারবারিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা চ্যালেঞ্জের বিষয়। যদিও বিশ্বস্ত সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রেল পুলিশ লাগাতার অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে। শেষ তিন

- শেষ তিন মাসে রেল পুলিশ প্রায় ৭০৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে
- জিআরপি-র তরফে জানা গিয়েছে, মাদক কারবারিরা মূলত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলিতেই সফর করে
- তারা মূলত ট্রেনের জেনারেল কামরায় থাকে

> মাদক পাচার রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। তাতে সাফল্যও মিলছে। আগামীতেও এই অভিযান জারি থাকবে।
>
> **ইন্দ্রবদন ঝা** *রেল পুলিশ সুপার, শিলিগুড়ি*

মাসে রেল পুলিশ প্রায় ৭০৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। সেইসঙ্গে প্রায় ৬ কেজি ৪০০ গ্রাম ইয়াবা ও আনুমানিক ৬ কেজি ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারও বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়াও কয়েক হাজার বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গত তিন মাসে রেল পুলিশের জালে ৬১ জন ধরা পড়েছে। ধৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভিনরাজ্যের বাসিন্দাও রয়েছে।

রেল পুলিশের কর্তারা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ মাদকই নিউ জলপাইগুড়ি ও মালদা রেলস্টেশন চত্বর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তের জাল গোটানোর জন্য ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রেল পুলিশ তদন্ত জারি রেখেছে।

সূত্রের খবর, সড়কপথে মাদক পাচারের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি খরচের অঙ্ক যথেষ্ট বেশি। সেইসঙ্গে লোকবলেরও প্রয়োজন হয়। সেদিক থেকে রেলপথে খরচ নেই বললেই চলে। এছাড়াও একজনের পক্ষেই একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে মাদক পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ভিড়ে ঠাসা জেনারেল কামরায় মাদক কারবারিদের শনাক্ত করাটাও খুব শক্ত হয়ে ওঠে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মাদক কারবারিরা দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে চেপে বসছে। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে মাদকবোঝাই ব্যাগ বা বস্তা নিজেদের থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রাখে। কখনও আবার ট্রেনের বাথরুমেও তা লুকিয়ে রাখা হয়।

রেল পুলিশকর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, রানি কমলাপতি কিংবা হামসফর এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলি পাচারকারীদের বিশেষ পছন্দের হয়ে উঠেছে। ওই ট্রেনে চেপেই সরাসরি শিলিগুড়ির উপর দিয়ে বিহার বা নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে তারা। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাদক পাচারকারীদের সেই ছক বানচাল করা গিয়েছে বলে রেল পুলিশের কর্তাদের দাবি।

স্কুলে সচেতনতা

চাকুলিয়া, ৬ অক্টোবর : চাকুলিয়া হাইস্কুলে বুধবার নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হল। কর্মসূচিতে অংশ নেয় দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শতাধিক পড়ুয়া। শিবিরে উপস্থিত রিসোর্স পার্সন নুরুল হোদা জানান, নারী পাচার ও বাল্যবিবাহ এই অঞ্চলের বড় সমস্যা। যদিও বাল্যবিবাহ রুখতে বর্তমান রাজ্য সরকার একাধিক কঠোর পদক্ষেপ করেছে। কিছুদিন আগেই পাঞ্জিপাড়া যৌনপল্লি থেকে দুই তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। এখনও চাকুলিয়া এলাকার বহু নাবালিকা নিখোঁজ রয়েছে। তাদের উদ্ধারে প্রশাসনকে আরও তৎপর হতে হবে বলে দাবি ওঠে।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রফিকুল আলম পড়ুয়াদের সাম্প্রতিক নানা সামাজিক বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, 'বহু স্কুল পড়ুয়া বিভিন্ন ক্ষতিকর মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়া মাদক খাইয়ে সর্বস্ব লুঠ করা এবং মাদক প্রয়োগ করে তরুণীদের অপহরণের মতো ঘটনাও ঘটছে।'

ধৃত এক

বাগডোগরা, ৬ অক্টোবর : গোরুচোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে রাহুল শৈব নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে তিনদিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার বাগডোগরা থানার তারাবাড়ি এলাকায় গোরুচুরির অভিযোগে স্থানীয়রা কয়েকজনকে আটক করেন।

কোচবিহার থেকে ধৃত চার পাচারকারী

বেল্টে সোনা লুকিয়ে পাচারের ছক পণ্ড

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : কোমরে বিশেষভাবে তৈরি বেল্টের চেম্বারে লুকিয়ে সোনার বিস্কুট পাচারের ছক কষেছিলেন চার পাচারকারী। তবে সেই পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের (ডিআরআই) শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা।

ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা থেকেই কোচবিহারের নিউটাউন আশ্রম রোড এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। তাঁদের কাছে খবর ছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে সোনার বিস্কুট এদেশে আনা হয়েছে। কোচবিহারের চৌধুরীহাট হয়ে সেই সোনা চার ব্যক্তি বাইকে করে কোচবিহার শহরের দিকে নিয়ে আসছেন। সোমবার রাতে সন্দেহভাজন দুটি বাইক কোচবিহার শহরে পৌঁছাতেই চারজনকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই চারজন সোনা পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে নেন বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর তাঁদের কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে ডিআরআইয়ের দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে সোনা পাচারের অভিনব কৌশল।

কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতায় বিপুল পরিমাণ বিদেশি সোনার বিস্কুট পাচারের আগেই ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৭২টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা হলেন কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা রশিদুল শেখ, মনওয়ার রহমান,

- সোনার বিস্কুটগুলির গায়ে আরব আমিরশাহির লোগো খোদাই করা রয়েছে
- উদ্ধার করা সোনার বাজারমূল্য ১২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৬০ টাকা
- একাধিকবার পাচারকারীরা ধরা পড়ায় এবার রুট ও পরিবহণের পদ্ধতিতে বদল আনা হয়েছিল

মবিদুল শেখ ও মিজানুর রহমান। ৭২টি সোনার বিস্কুটের ওজন ৮ কেজি ৩৫২ গ্রাম, যার বাজারমূল্য ১২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৬০ টাকা। মঙ্গলবার চার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। যেখানে শিলিগুড়ি আদালতের এসিজেএম কোর্টের বিচারক চারজনের সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ডিআরআইয়ের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদে চারজনই শিলিগুড়ির কয়েকজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর নাম বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে অভিযুক্তদের কী ধরনের যোগাযোগ ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তল্লাশির সময় রশিদুল শেখের কোমরে থাকা বিশেষভাবে তৈরি বেল্টের চেম্বার থেকে ৪৩টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। একইভাবে মবিদুল শেখের কোমরে থাকা বেল্ট থেকে আরও ২৯টি সোনার বিস্কুট পাওয়া যায়। দুজনের কাছ থেকেই মোট ৭২টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলির গায়ে আরব আমিরশাহির লোগো খোদাই করা রয়েছে। তবে ধৃতরা ওই সোনার বৈধ মালিকানা বা আমদানির সমর্থনে কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। গোয়েন্দাদের অনুমান, এর আগে বাস ও ট্রেনে সোনা পাচারের সময় একাধিকবার পাচারকারীরা ধরা পড়ায় এবার রুট ও পরিবহণের পদ্ধতিতে বদল আনা হয়েছিল। প্রথমে বাইকে করে কিছুটা পথ এবং পরবর্তীতে বাসে করে সোনা শিলিগুড়িতে নিয়ে আসার ছক করা হয়েছিল। সেখান থেকে ওই সোনা কলকাতায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।

আলোকসন্ধান।। *শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রিপনের খোঁজে মরিয়া পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ওপার বাংলা থেকে এপারে আসার পর কার মাধ্যমে রিপন রায়ের শিশাবাড়ি বাজার সংলগ্ন বাড়িতে আসতেন বাংলাদেশিরা? সেই এজেন্টের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি, ওই বাড়ি থেকে বিভিন্ন এসডিও অফিস থেকে জাতিগত শংসাপত্র উদ্ধার হওয়া নিয়েও পুলিশের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এই চক্রের হাতে জাল সিল এল কোথা থেকে?

মাটিগাড়া থানা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অভিনব পদ্ধতিতে চলা জাল আধার কার্ড তৈরির চক্র ফাঁস করেছে পুলিশ। এরপর থেকেই নানা প্রশ্ন পুলিশের অন্দরে ঘুরতে শুরু করেছে। এদিকে, ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও বাড়ির মালিক রিপনকে পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ। রিপন কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়েছেন, সেই সূত্র বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে এলাকায় সিসিটিভি না থাকায় তা নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে।

অন্যদিকে, রিপনের স্ত্রী পবিত্রাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি দোকানে রাজমিস্ত্রির কাজের সূত্র ধরেই নাকি বাড়িতে ল্যাপটপ ও প্রিন্টার এনে এই কাজ শুরু করেছিলেন রিপন। যদিও, এই কাজের সঙ্গে তিনি কোনওভাবেই জড়িত নন বলেই নাকি বারবার দাবি করেছেন পবিত্রা। বাড়িতে এত কিছু হলেও কীভাবে তিনি কিছুই জানতেন না, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন করতে ছাড়ছেন না তদন্তকারীরা। রিপন বছর ছয়েক ধরেই এই কাজ চালাচ্ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। এত দিনে কতজন বাংলাদেশি তাঁর কাছ থেকে ভুয়ো আধার কার্ড নিয়েছেন, আধার কার্ড নিয়ে তাঁরা কোথায় গিয়েছেন— সবই তদন্ত করছে পুলিশ। এদিন যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সুকনা রেঞ্জের একটি দল অভিযান চালিয়ে একটি এসবিবিএল বন্দুক, তিন রাউন্ড তাজা গুলি এবং প্রায় আড়াই কেজি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করেছে। সোমবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ শিলিগুড়ির খাপরাইল এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দিলীপ দোরজি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বন দপ্তর। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি মাটিগাড়া থানার ফুলবাড়িতে। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে কার্সিয়াং মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তকারী বন আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অস্ত্র পাচার এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সংগ্রহের পেছনে কোনও বড় চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বকেয়া দাবি

খড়িবাড়ি, ৬ অক্টোবর : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে চার চাকার গাড়ি ভাড়া নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোট শেষ হওয়ার পর প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেলেও এখনও মেলেনি গাড়িভাড়ার টাকা! প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে গাড়ির চালক ও মালিকরা খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বকেয়া ভাড়া পুজোর আগে মেটানোর দাবিতে বিডিওকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। চালকদের মধ্যে পাপ্পু শা বলেন, 'এক মাস ধরে জেলাজুড়ে আমাদের গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। এতদিনেও টাকা না মেলায় আমরা হতাশ।' আরেক চালক বিপ্লব ওরাওঁয়ের মন্তব্য, 'আমরা দিন আনি দিন খাই।' বিডিও দীপ্তি সাউ জানান, পুজোর আগে ভাড়া মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

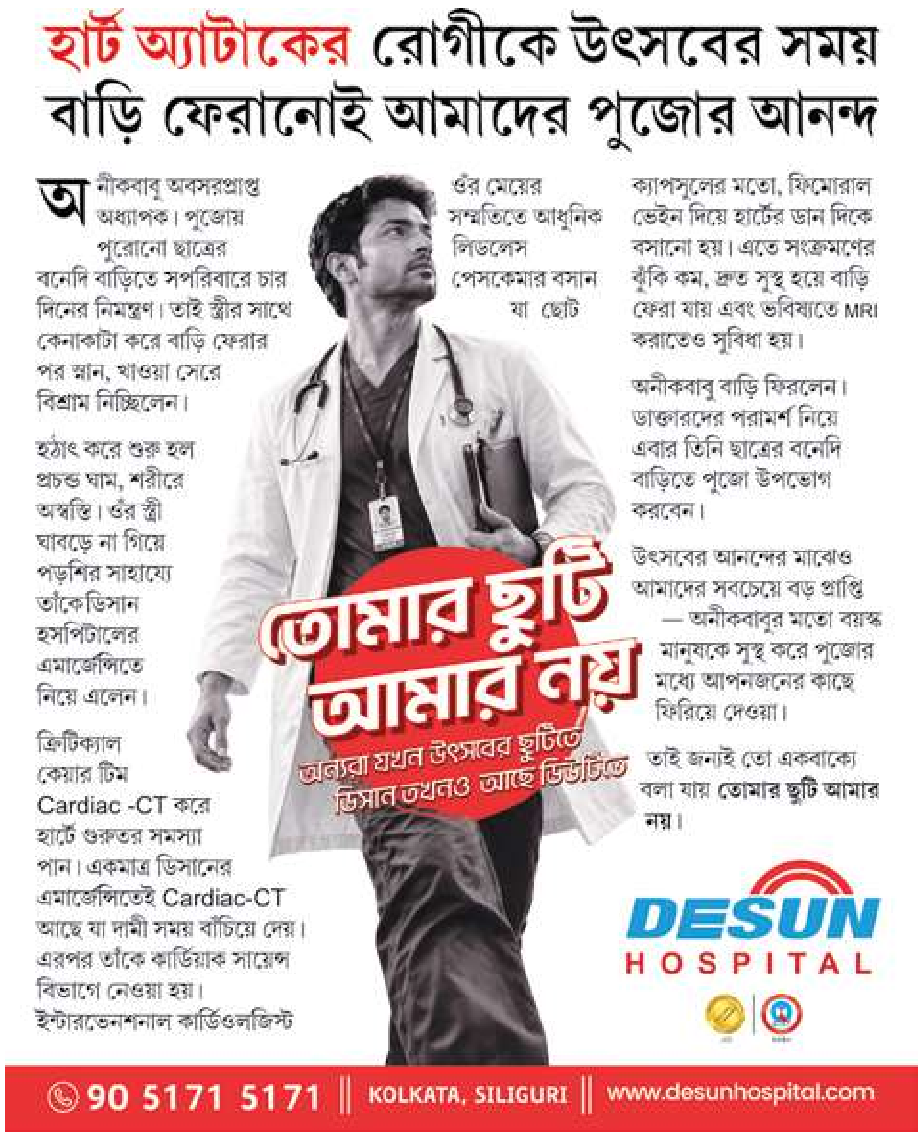

জমানো জলে ডেঙ্গির আঁতুড়

পিএইচই-কে দুষছেন বাগান শ্রমিকরা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ অক্টোবর : একদিকে বোনাস আর একদিকে ডেঙ্গি নিয়ে জেরবার নকশালবাড়ি চা বাগান। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে নকশালবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা দফায় দফায় বিক্ষোভে নেমেছেন। ঘেরাও করা হচ্ছে বিডিও অফিস থেকে নকশালবাড়ি থানা। পুজোর আগে বোনাস মিলবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে নকশালবাড়ি চা বাগানের প্রায় হাজার দুয়েক শ্রমিক পরিবার। এদিকে, এই চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় একের পর এক ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মেলায় আতঙ্কে রয়েছেন শ্রমিকরা। পুজোর মুখে ডেঙ্গি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য দিনরাত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছেন গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম এলাকায় প্রতিদিন ডেঙ্গির লার্ভা খুঁজে তা নষ্ট করার কাজ চালাচ্ছে। তারপরেও কমছে না ডেঙ্গির প্রকোপ। গত এক মাসের মধ্যে নকশালবাড়ি চা বাগানের অন্তত ৬ জন শ্রমিক ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিদর্শনকারী টিম নকশালবাড়ি চা বাগান এলাকায় যায়। সেখানে তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় জমে থাকা জল এবং শ্রমিকদের ঘরের ড্রামে জমা জলের মধ্যে বিপুল পরিমাণে এডিস মশার লার্ভা পেয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। জমে থাকা জলই যে মশার আঁতুড়, তা স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিদর্শনেই স্পষ্ট।

এদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা নকশালবাড়ি চা বাগানের গোডাউন লাইন এলাকায় ড্রামে জল জমিয়ে রাখা হচ্ছে কেন, তা প্রশ্ন করতেই গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। রোগ ছড়ানোর পেছনে স্বাস্থ্যবিধির পাশাপাশি সামনে আসে পানীয় জলের মারাত্মক সমস্যার বিষয়টি। শ্রমিকদের অভিযোগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বসানো কল বা পাইপলাইনে সময়মতো জল আসে না। ফলে যখনই জল সরবরাহ করা হয়, বাধ্য হয়ে ঘরের ড্রাম ও পাত্রে দুই থেকে তিন দিনের জন্য জল জমিয়ে রাখতে হয় তাঁদের। সেই জমিয়ে রাখা জলেই ডেঙ্গির মশা লার্ভা পাড়ছে এবং সেখান থেকেই দ্রুত বাড়ছে মশার বংশ। জেলার এক স্বাস্থ্যকর্তা জানাচ্ছেন, জল সংরক্ষণের

- গত এক মাসে নকশালবাড়ি চা বাগানের ৬ শ্রমিক ডেঙ্গি আক্রান্ত
- স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম ডেঙ্গির লার্ভা খুঁজে তা নষ্ট করার কাজ চালাচ্ছে
- জল জমানোর পাত্রে ক্লোরিনেশন কিংবা হেলাজন ট্যাবলেট দিলে মশার লার্ভা জন্মানোর সম্ভাবনা কম বলে দাবি

জন্য ক্লোরিনেশন ট্যাবলেট কিংবা হেলাজন ট্যাবলেট কার্যকরী। জল জমানোর পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণে এই ট্যাবলেট দিলে মশার লার্ভা জন্মানোর সম্ভাবনা কম। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বললেন, 'নকশালবাড়িকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেখানে বেশ কয়েকজন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল নিয়মিত সেখানে নজর রাখছে। নতুন করে লার্ভাও পাওয়া গিয়েছে।'

মঙ্গলবার নকশালবাড়ি চা বাগানের গোডাউন লাইনের বাসিন্দা টুলটুলি নাগেশিয়াকে স্বাস্থ্যকর্মীরা নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। গত এক সপ্তাহ ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা রক্ত পরীক্ষা করার পর বোঝা যায় তিনি ডেঙ্গি পজিটিভ। গোডাউন লাইনের বাসিন্দা মহম্মদ সামসের বলছেন, 'পিএইচইর অনিয়মিত জল সরবরাহের কারণে শ্রমিকদের জল জমিয়ে রাখতে হচ্ছে। কখনও সারাদিনে একবারও জল আসে না। আবার যেদিন জল আসে, সেদিন ড্রামে জল জমিয়ে রাখতে হয়। সেই জলই পরে খাবার জন্য এবং অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়।' বাগানের কিরণ নাগেশিয়ার কথায়, 'দুই কিলোমিটার দূরে পাম্পহাউস আছে। বাগান উঁচু জায়গায় থাকার কারণে এখানে জলের উৎস অনেকটাই গভীরে রয়েছে। পিএইচই-র জলও ঠিকমতো আসে না। আমরা কী করব, রোগ তো হবেই।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর কথায়, 'পিএইচইর ইঞ্জিনিয়াররা এলাকা পরিদর্শন করেছেন।'

এলাকার ভালভ অপারেটার দিনু নায়েক বলছেন, 'নকশালবাড়ি চা বাগানের ডাক লাইন, গোডাউন লাইন, খালবস্তিতে জল পৌঁছাতে পারছি না ভালভের অভাবে। কারণ ওই এলাকায় আরও দুই জায়গায় ভালভ বসাতে হবে। কয়েকদিন আগেই ইঞ্জিনিয়ার বিষয়টি দেখে গিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই ওই দুই কাজ শুরু হবে।' শিলিগুড়ি মহকুমা পিএইচই দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গৌড় মণ্ডলকে রাত ১০ টা ২ মিনিট, ১০ টা ৬ মিনিট এবং ১০টা ১৩ মিনিটে ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি। হোয়াটঅ্যাপে মেসেজ করা হলেও উত্তর মেলেনি।

পিস্তল পরিষ্কার করতে গিয়ে জখম ছাত্র

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র পরিষ্কার করতে জখম হল দশম শ্রেণির এক ছাত্র। মঙ্গলবার দুপুরে চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুরের দীঘলগাঁও গ্রামে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জখম ওই ছাত্রকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশি ওয়ান শটার পিস্তল ও কার্তুজের খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। জখম ছাত্রের বাবা ও দাদাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'গুলি চালানোর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি পুরোনো আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে থাকতে দেখে। আগ্নেয়াস্ত্রে তেল লাগানো ছিল। সম্ভবত দেশলাই দিয়ে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হলে তা থেকেই বিপত্তি ঘটে। তাছাড়া গুলি চালানোর ব্যাপার নেই। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

চিকিৎসাধীন ওই পড়ুয়া বলে, 'ধানখেত থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সেটিতে মরচে পড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে সেটি নাড়াচাড়া করার সময় আচমকাই গুলি ছুটে যায়। শরীরের দু'জায়গায় আঘাত লেগেছে। গুলির শব্দে অনেকে ছুটে আসে। ঘটনার পরেই বাড়ির লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।' জখম ছাত্রের বাবা বলেন, 'আমি লক্ষ্মীপুর বাজারে ফলের দোকান করি। ছেলে মাঝেমধ্যে দোকানে থাকে। বাড়িতে কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে, তা বলতে পারব না।' খবর পেয়ে চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

উট উদ্ধার

চাকুলিয়া, ৬ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাকুলিয়া থানার পুয়ার এলাকা থেকে দুটি উট উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা করণদিঘির বাসিন্দা। বুধবার পুয়ার এলাকায় সন্দেহভাজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানেই দুটি উট সহ হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় তাদের।

আর ক'দিন বাদেই দুর্গাপুজো। এখনও বোনাস পাননি বিভিন্ন চা বাগানের হাজার হাজার শ্রমিক। ফলে উৎসবের দিনগুলি কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে শ্রমিকদের।

বোনাস অমিল, ক্ষোভ ২ বাগানে

মহম্মদ হাসিম ও মনজুর আলম

নকশালবাড়ি ও চোপড়া, ৬ অক্টোবর : বোনাস ইস্যুতে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নকশালবাড়ি ও চোপড়ার দুই চা বাগান। নকশালবাড়িতে গত দুইদিন কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভের জেরে বুধবার বৈঠক ডাকল শ্রম দপ্তর। চোপড়ার দেবীঝোরা চা বাগানে বোনাসের দাবিতে মঙ্গলবার গেট মিটিং শুরু করেন শ্রমিকরা। সেখানেও বুধবার বৈঠক ডাকা হয়েছে।

নকশালবাড়ি চা বাগানের বোনাস নিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি শ্রমিক ভবনে ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তরে সকাল সাড়ে ১১টায় বৈঠক ডাকা হয়েছে। প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন থেকে দুজন প্রতিনিধি বৈঠকে থাকতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও বোনাস না মেলায় মঙ্গলবার সিটুর এবং বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়। শ্রমিকরা বিডিও ও পুলিশকে স্মারকলিপি দেন। গত বছরের ৩ শতাংশ বোনাস এখনও বকেয়া। এর পাশাপাশি এ বছর ২০ শতাংশ বোনাস দিতেও টালবাহানার অভিযোগ উঠেছে। ৫৫০ শ্রমিকের ওই বাগানে বকেয়া ৩ শতাংশ এবং চলতি বছরের ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাস্তায় নামেন।

সিটু নেতা গৌতম ঘোষ বলেন, 'ব্লক প্রশাসন মারফত পুরো বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারে কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আমরা চাই শ্রমিকরা খুব শীঘ্রই তাদের প্রাপ্য বোনাস পান।' বিজেপি নেতা রামাশংকর চৌধুরী বললেন, 'এই চা বাগানের মালিকপক্ষ হিটলারি শাসন চালাচ্ছে। বকেয়া বোনাস নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করেছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে শ্রমমন্ত্রী ও সাংসদকে জানাব।' বাগানের ম্যানেজার প্যাট্রিক তামাং সেভাবে কিছু বলতে চাননি।

চোপড়ার দেবীঝোরা চা বাগানের সীমান্ত এলাকার একটি ডিভিশনে জমি জট নিয়ে সমস্যা চলছে। ওই জট না মেটা পর্যন্ত বোনাস দিতে মালিকপক্ষ আপত্তি জানাচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই মঙ্গলবার গেট মিটিং করেন শ্রমিকরা। বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘের জেলা সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় বলেন, '৫ তারিখের মধ্যে

- নকশালবাড়ি চা বাগানে বকেয়া তিন শতাংশ সহ ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি
- দেবীঝোরা বাগানে জমিজটের জেরে বোনাস আটকে থাকার অভিযোগ
- দুই বাগানের পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছে

বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু এখানে মালিকপক্ষ জমিজটের অজুহাতে টালবাহানা শুরু করেছে। মালিকপক্ষ বোনাসের দিন ঘোষণা না করা পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চলবে।' বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছেন ইসলামপুরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'সীমান্ত এলাকার ওই জমি নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষের সমস্যা রয়েছে।' বাগান ম্যানেজার অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী বোনাস প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বেঁকে বসেছে চা মজদুর সংঘ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : বোনাস নিয়ে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলির দ্বিমুখী সিদ্ধান্তে ফের জটিলতা বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে উত্তরবঙ্গের ছোট চা বাগানগুলিতে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর সাম্প্রতিক বোনাস ঘোষণার সিদ্ধান্তকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘ।

রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা উপেক্ষা করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার অভিযোগে তারা এবার বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। মঙ্গলবার বাগডোগরায় শিলিগুড়ির বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। বৈঠক সূত্রে খবর, আইটিপিএ-র নিয়ন্ত্রণাধীন বাগানগুলিতে দুই স্তরে বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ক্যাটিগোরিতে অর্থাৎ ৫০ একরের বেশি জমিতে থাকা বাগানগুলির শ্রমিকদের জন্য ১৩.৮০ শতাংশ বোনাস এবং বি ক্যাটিগোরি অর্থাৎ ৫০ একরের কম জমিতে থাকা বাগানগুলির শ্রমিকদের জন্য ১২.৫ শতাংশ বোনাস ঘোষণা হয়েছে। সিটু, ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ আরও কয়েকটি প্রধান চা শ্রমিক সংগঠন এই প্রস্তাবে সায় দেয়। কিন্তু এই হারে বোনাস নিয়ে বেঁকে বসেছে বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ গুহ শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এদিনের বৈঠকে ছিলেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই বোনাস চুক্তিতে শ্রমিক স্বার্থকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানা হয়নি। কিছু বিকিয়ে যাওয়া শ্রমিক সংগঠন মালিকপক্ষের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে এই চরম অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। চা শ্রমিকদের হকের পাওনা আদায় করতে আমরা মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রীকে জানাব।'

এদিকে, বিটিডব্লিউইউ বিজেপির শ্রমিক সংগঠন। তার চেয়ারম্যান বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সংগঠনের সভাপতি যুগল ঝা জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় ০.০৫ শতাংশ বোনাস বৃদ্ধি পেয়েছে। মালিকপক্ষের পাতা কম উৎপাদন, চা শিল্পের নানা সমস্যার কথা বিচার করে সহমত হয়েছেন তাঁরা।

যদিও আইটিপিএ-র তরফে দাবি করা হয়েছে, এ বছর উৎপাদন কমেছে ৩০ শতাংশ। মাঝে টানা সাতদিনের ধর্মঘটে বাগানের ক্ষতি হয়েছিল। বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'সমস্ত শ্রমিক সংগঠনই বোনাসের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।'

মালিকপক্ষের হয়ে অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন স্মল টি গ্রোয়ার্সের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিক। বেশিরভাগ সংগঠন সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে বলে দাবি করে তিনি জানান, বাধ্য হয়েই এই পদক্ষেপ করতে হয়েছে। জয়ন্ত বণিকের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার প্রতি বছরই বোনাসের হার নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু চা শিল্পের বর্তমান সংকট চলায় তা মেনে চলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এবার চা পাতার উৎপাদন একধাক্কায় প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গিয়েছে। বাগান বাঁচানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।' আইটিপিএ-র অধীনে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলাজুড়ে প্রায় ১২০টি প্রোজেক্ট গার্ডেন রয়েছে, যেগুলি মূলত কাঁচা চা পাতা বিক্রি করে। এই বাগানগুলির সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিকের বোনাস এখন মালিকপক্ষ আর শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনের দড়ি টানাটানিতে অনিশ্চয়তায় পড়বে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'।

আগমনী

মমতা, স্বপ্নার নকশায় কামাল

দুর্গাপুজোর দশভুজা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ৬ অক্টোবর : পুজোর আগে খাওয়া-ঘুম ভুলে অনবরত ফোম ও থার্মোকল কাটার কাজে ব্যস্ত মমতা, সুষমা, স্বপ্না ও সুমিত্রারা। তাঁদের তৈরি বিভিন্ন নকশা, কলকা, দেবী দুর্গার মুখমণ্ডল ও নানা মডেল সঠিক সময়ে পুজোমণ্ডপে না পৌঁছালে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মণ্ডপের সাজসজ্জা। তাই ছুরি, রং, তুলি ও আঠা নিয়ে দিনরাত কাজ করে চলেছেন তাঁরা।

ইসলামপুর ব্লকের গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্নাবাড়ি এলাকায় মমতা সরকারের বাড়িতে চলছে এই কাজ। পুজোর মরশুম এলেই তাঁদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সংসারের যাবতীয় কাজ সামলে অবসর

নকশা, কলকার কাজ করছেন গেন্নাবাড়ির শিল্পীরা।

সময়টুকুতে ফোম ও থার্মোকল দিয়ে তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের কলকা, মডেল ও দেবী দুর্গার মুখমণ্ডল। তাঁদের তৈরি সামগ্রীর চাহিদা রয়েছে ইসলামপুর সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার ডেকোরেটারদের কাছে।

মমতা সরকার প্রায় দু'বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের কলকা ও মডেল তৈরি করছেন। তাঁর হাতেখড়ি স্বামী রমেশ সরকারের কাছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী সুষমা সরকার, স্বপ্না ব্যাপারী ও সুমিত্রা দাসকেও এই কাজ শেখান। ধীরে ধীরে তাঁরাও এই পেশায় যুক্ত হয়ে বর্তমানে মমতার সঙ্গে কাজ করছেন এবং স্বাবলম্বী হয়েছেন।

একদিকে রান্নাবান্না ও সংসারের অন্য দায়িত্ব, অন্যদিকে ছুরি, রং, তুলি ও আঠা নিয়ে মডেল তৈরির কাজ, দুই দিকই সামলাতে হয় তাঁদের। মমতা বলছেন, 'পুজোর মরশুমে স্বামী রাত জেগে কাজ করতেন। তা দেখে খারাপ লাগত। পরে স্বামীর কাছ থেকে কাজটা শিখে নিই। এরপর দু'বছর আগে নিজেই ব্যবসা শুরু করি।' বিডিও অফিস থেকে ঋণ পাওয়ার পর সেই কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। এরপর আশপাশের মহিলাদেরও কাজে যুক্ত করেন। বর্তমানে সেই কাজই তাঁদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়েছে।

গত বছরের তুলনায় এবার তাঁদের কাছে পুজোর ১৭টিরও বেশি অর্ডার রয়েছে। ইসলামপুর সহ রামগঞ্জ, সোনাপুর, ডালখোলা এবং বিহারের কিশনগঞ্জ ও ঠাকুরগঞ্জের ডেকোরেটাররা তাঁদের কাজের বরাত দেন। মমতার কথায়, 'দু'বছর আগে বিডিও অফিস থেকে ঋণ পাই। তারপরেই ব্যবসা শুরু করি এবং অন্যদেরও আমার সঙ্গে যুক্ত করি। এখন আমরা বেশ ভালোই আছি।'

স্বপ্না ব্যাপারী বলেন, 'মমতা সরকারের কাছ থেকেই আমি এই কাজ শিখেছি। আগে শুধু স্বামী উপার্জন করতেন। তাতে সংসারে টানাটানি ছিল। কিন্তু এখন আমিও উপার্জন করি। এখন সকলে মিলেই কাজ করি। আমাদের কাজের মান দেখে ডেকোরেটাররাও ভরসা করেন।'

পিতলের দুর্গা প্রতিমা পরিষ্কার করা হচ্ছে। মঙ্গলবার বিধান মার্কেটে। ছবি : সুশান্ত পাল

পড়াশোনার চাপ সামলে হাতে রংতুলি

দুগ্গা এলো

দ্বাদশের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী প্রাপ্তির এখন প্রবল ব্যস্ততা। কুমোরটুলিতে গেলেই দেখা যাবে, রতন পালের কারখানায় এক মনে কাজ করছে সে।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালোবাসে হায়দরপাড়ার প্রাপ্তি সাহা। সেই থেকেই মাটি আর রংতুলির প্রতি টান। যে কোনও পুজোর আগের সময়টায় স্কুল থেকে ফিরেই সে সোজা পৌঁছে যায় কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পী রতন পালের কারখানায়। তারপর সেখানেই প্রতিমায় রংয়ের প্রলেপ দিতে মজে যায় দ্বাদশ শ্রেণির এই ছাত্রী।

সামনের বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে প্রাপ্তি। পড়াশোনার চাপ সামলে এই স্কুল পড়ুয়ার তুলির টানে কুমোরটুলিতে সেজে উঠছে দুর্গা প্রতিমা। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই আঁকার শিক্ষিকার হাত ধরে মাটির কাজে প্রবেশ। প্রতি রবিবার করে ওই শিক্ষিকার কাছে গিয়েই মাটির কাজ শিখেছে, ঠাকুরের মূর্তি তৈরি শিখেছে। প্রতিমা তৈরির পর সেই মূর্তিতে তুলির টানে রং ভরে পূর্ণ রূপ দেয় প্রাপ্তি। এই কাজে শিক্ষিকা ছাড়াও তার আরেক ভরসার জায়গা ইউটিউবের ভিডিও। যেখানে কাজ আটকেছে, সেখানে খানিকটা ভিডিও দেখে কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এখন সেই কাজ ধীরে ধীরে প্রাপ্তির প্যাশনে পরিণত হয়েছে। অর্ডার পেলেই মাটি, বাঁশ, খড়, বাঁশের কাঠামো এনে শুরু হয়ে যায় প্রতিমা গড়ার কাজ।

প্রাপ্তি বলছিল, 'বছর তিনেক আগে বাড়িতে প্রথম মূর্তি গড়েছিলাম। সেবার সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। এক দাদা আমাকে সমস্ত কাজে সাহায্য করেছিল। সরস্বতীপুজোয় বাড়িতে সেই মূর্তিতেই পুজো হয়েছিল ওই বছর। প্রতি পুজোর আগে এখন কুমোরটুলিতে এসে মূর্তিতে রংয়ের কাজ করি। এটা না করতে পারলে যেন আমার ভালোই লাগে না।'

দুর্গা প্রতিমায় রংয়ের প্রলেপ দিচ্ছে প্রাপ্তি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

প্রাপ্তির বাবা নেই, বাড়িতে মা ও দাদা রয়েছে। প্রতিমার কাজে যা উপার্জন হয়, তা দিয়ে নিজের খরচটা চালিয়ে নেয় প্রাপ্তি। অল্প বয়স থেকেই বাড়িতে ছোটদের আঁকাও শেখায় প্রাপ্তি। এখন কুমোরটুলিতে গেলেই দেখা যাবে, রতন পালের কারখানায় খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে সে। তুলির টানে দুর্গার হাত কিংবা অসুরের মুখে রং করতে করতে তার সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

দ্বাদশের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রীর দুই চোখে এখন অনেক স্বপ্ন। প্রাপ্তি বলছিল, 'ছোটবেলা থেকেই যে আঁকার প্রতি আমার কী মারাত্মক ঝোঁক তা বাড়ির সবাই জানে। তাই এখন আর কেউ কিছু বলে না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আসবে, পড়াশোনার চাপও থাকবে। তবুও তার মাঝে আমি আঁকা, রং করার সময়টা ঠিক বের করে নেব।'

জানলায় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা যেন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : মণ্ডপে পা রাখতেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে অপু-দুর্গার সেই চেনা দৃশ্য। একটু এগোলেই 'আগন্তুক', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'জলসাঘর', 'গণশত্রু', 'গুপী বাঘা ফিরে এল', 'হীরক রাজার দেশে'— এক এক করে খুলে যাবে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার জানলা। মনে হবে, পুজোর মণ্ডপ নয়, ঢুকে পড়েছেন রুপোলি পর্দার দুনিয়ায়।

৫৭তম বর্ষে ক্ষণিক সংঘের পুজোর থিম 'রে-এর লেন্সে দুগ্গা এল'। বাঙালির নস্টালজিয়া, শিল্পবোধ আর বাংলা সিনেমার এক সোনালি অধ্যায়কে এক সুতোয় বাঁধার চেষ্টা এ বারের আয়োজনে। সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিশীল সিনেমার বিভিন্ন পোস্টার দিয়ে সাজানো হবে মণ্ডপের অন্দরমহল। থিমটি দর্শনার্থীদের কাছে আরও স্পষ্ট করে তুলতে থাকবে ধ্বনিসংযোগও। সিনেমাপ্রেমীদের জন্য সেই আয়োজন যে আলাদা অনুভূতি তৈরি করবে, তা বলাই যায়। এই ভাবনা পুজোর যুগ্ম সম্পাদক অভিরূপ ঘোষ এবং পার্থ পালের। এ বছর থিম বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল তাঁদের কাঁধে। পুজোর থিমের ভাবনা নিয়ে অভিরূপ ঘোষ বলেন, 'সত্যজিৎ রায়ের অবদান অনেক। কিন্তু তাঁকে নিয়ে পুজোর থিমে শিলিগুড়িতে সেভাবে কাজ হয়নি। আমাদের পুজোর থিমকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাভাবনা, লেখালেখি ফুটিয়ে তোলা হবে।'

মণ্ডপে ঢুকতেই দেখা যাবে 'পথের পাঁচালী'-র অপু-দুর্গার ট্রেন দেখার সেই কালজয়ী দৃশ্য। শুধু ছবি নয়, মণ্ডপের ভেতরে রাখা থাকবে সত্যজিৎ রায় সিনেমা তৈরির কাজে যে ক্যামেরা ব্যবহার করতেন, তার একটি মডেলও। সেই ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখলেই দেখা যাবে দেবী দুর্গার মুখ। সিনেমার ফ্রেম আর পুজোর আবেগ— মিলবে দুই জগৎ।

শুধু মণ্ডপসজ্জাতেই থেমে থাকছে না রায়ের ছোঁয়া। প্রতিমাতেও থাকবে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সিনেমায় যে দুর্গাঠাকুর দেখানো হয়েছিল, সেই আদলেই তৈরি হচ্ছে এবারের প্রতিমা। মায়ের মৃন্ময়ী রূপ গড়েছেন মৃৎশিল্পী গণেশ পাল। এরই মধ্যে দিনরাত এক করে কাজ করছেন মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। সত্যজিতের মাস্টারপিসগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পোস্টারের পাশাপাশি রংতুলিতেও সিনেমার দৃশ্য আঁকছেন চিত্রশিল্পী সাধন হালদার। ক্ষণিক সংঘের মণ্ডপের প্রতিটি কোণেই দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষা করছে রায়ের কোনও না কোনও গল্প।

প্রায় ছয় লক্ষ টাকার বাজেটে এবারের পুজোর আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। ক্লাব সম্পাদক অঙ্কুর দত্ত বলেন, 'শুধু মণ্ডপ নয়, দর্শনার্থীদের কাছে যাতে একটা ভাবনা তুলে ধরা যায় সেই চেষ্টা আমরা প্রতি বছর করে থাকি।'

দক্ষিণ ভারতনগরের ক্ষণিক সংঘের এই পুজোয় তাই এবার শুধু দেবীদর্শন নয়। মণ্ডপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হাঁটতে হাঁটতে দর্শনার্থীরা ফিরে পাবেন চেনা কিছু দৃশ্য, চেনা কিছু চরিত্র, পুরোনো দিনের সিনেমার গন্ধ।

প্রয়াত গায়িকা

বর্ষীয়ান রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী বিভা সেনগুপ্তের প্রয়াণে শোকের ছায়া সংগীত মহলে। বেশ কিছুদিন ধরে বয়সজনিত সমস্যা নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

স্টলে হামলা

বামেদের দুর্গাপুজোর বইয়ের স্টলে হামলার অভিযোগ উঠল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে। বনগাঁর যশোর রোডের কাছে এই ঘটনায় বাম সমর্থকরা স্টল ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ অস্বীকার করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

কৃষিযন্ত্রে ভরতুকি

কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কেনায় কৃষকদের ৮০ শতাংশ ভরতুকি দেবে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার থেকেই অনলাইনে আবেদন করা যাবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে চালু হচ্ছে লটারি ব্যবস্থা।

মণ্ডপে পুলিশ

মঙ্গলবার শহরের বড় পুজোগুলির প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দ। মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের যাতায়াত, ঢোকা ও বেরোনোর পথ, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি নজরদারি ও ট্রাফিক ব্যবস্থায় গুরুত্ব দেন তিনি।

অভিষেকের নিরাপত্তা প্রত্যাহারে প্রশ্ন আদালতের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। নিরাপত্তা কাটছাঁটের পর ইতিমধ্যে একাধিকবার হামলার মুখে পড়েছেন অভিষেক। এরপর তাঁর ওপর হামলা হলে দায় কে নেবে, সেই নিয়ে মঙ্গলবার প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। এই নিয়ে রাজ্যের ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি। অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়ে কী পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার তা জানাতে হবে। বর্তমানে অভিষেকের নিরাপত্তায় শুধুমাত্র কয়েকজন হাউস গার্ড রয়েছেন। নিরাপত্তা ফেরত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এদিন মামলার শুনানিতে নিরাপত্তা প্রত্যাহারের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

অভিষেকের আইনজীবী এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, ১০ মে নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর সোনারপুর এলাকায় অভিষেককে আক্রমণ করা হয়। জুন মাসে এয়ারপোর্টে এক ব্যক্তি রিভলভার নিয়ে গিয়েছিলেন। জুলাই মাসে দু-বার আমতলায় গিয়ে হামলার মুখে পড়েন তিনি। ১০ বছর ধরে তিনি যে নিরাপত্তা পেতেন, তা অন্তত পুনর্বহাল করা হোক।

বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'রাজ্যে পালাবদলের পরেই কেন নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হল? এত তাড়াহুড়োর কী দরকার ছিল? ২৯ মে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকের পর কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স ক্যাটিগোরি নিরাপত্তা হলেই চলবে? তিনি নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যে আবেদন করেছিলেন, তাতে কি কোনও পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন?' রাজ্যের আইনজীবী অবস্থান জানানোর সময় চান। তবে বিচারপতি বলেন, 'এর মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? এর আগেও একাধিক ঘটনা ঘটেছে।'

সমস্ত সওয়ালজবাবের পর রাজ্যের বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন বিচারপতি। ১৩ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

'সেবার রংয়ে দেশের সঙ্গে' অনুষ্ঠানে। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। -পিটিআই

ইসিআইনেটে নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতিদের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : নির্বাচন কমিশনের গলদ যেন সারার নামই নিচ্ছে না। প্রথমে বিরোধী শিবির, তারপর দুই নির্বাচন কমিশনার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। সেই নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভের মধ্যেই এবার ইসিআইনেট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি এসআইআর ট্রাইবিউনালের বিচারপতি। ১১ অগাস্ট একটি বৈঠকে ওই বিচারপতিদের অধিকাংশই ইসিআইনেটের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ইতিমধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেছেন তাঁরা। এর আগেও বিচারপতিরা ট্রাইবিউনালের শুনানির গতি মন্থর হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

ইসিআইনেটে নিয়ে বিচারপতিদের অভিযোগ, যাঁরা আপিল দায়ের করেছেন, তাঁদের নোটিশ পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা কমিশনের ওই পোর্টালে নেই। একাধিকবার এই ব্যবস্থা চালু করার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও এই গলদ থেকেই গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিচারপতিরা। ভার্চুয়াল শুনানির বন্দোবস্তও ওই পোর্টালে নেই বলে অভিযোগ

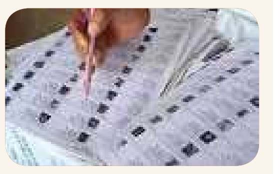

- যাঁরা আপিল দায়ের করেছেন, তাঁদের নোটিশ পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা ইসিআইনেটে নেই
- একাধিকবার এই ব্যবস্থা চালু করার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও এই গলদ থেকেই গিয়েছে
- ভার্চুয়াল শুনানির বন্দোবস্তও ওই পোর্টালে নেই বলে অভিযোগ

করা হয়েছে। ট্রাইবিউনালের নির্দেশের সার্টিফায়েড কপি পেতেও আবেদনকারীদের সমস্যা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জেলা শাসক বা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে সরাসরি যে আবেদন দায়ের করা হয়েছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণেরও কোনও যথাযথ বন্দোবস্ত ইসিআইনেটে নেই বলে বিচারপতিরা ক্ষোভ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'যদি আবেদনগুলি সঠিক পদ্ধতি মেনে দায়ের না করা হয় তাহলে যাঁরা আবেদনগুলি করেছেন সেই সমস্ত নাগরিকদের প্রতি অবিচার করা হবে।'

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ২৩ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনেও জানানো হয়েছিল, দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশিও ভোটার তালিকার লাগাতার কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। ইসিআইনেট নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন ওঠার পর নির্বাচন কমিশন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার এবং একজন আইআইটি বা আইআইআইটির বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টকে কমিশন জানিয়েছিল, ৩৮.২ লক্ষ আপিল দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে ১.২ লক্ষ আবেদন অর্থাৎ ৩.১ শতাংশ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।

১০ তারিখে সিজেপি'র আন্দোলনে যোগ

বৃহত্তর ঐক্যের ডাক নেহার

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ অক্টোবর ফের দিল্লিতে প্রতিবাদে নামছে ককরোচ জনতা পার্টি। সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন আইসা-র সর্বভারতীয় সভাপতি নেহা বোরা। মঙ্গলবার সারা ভারত কিষানসভার দলীয় অফিস থেকে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এবং নেহা। সেখান থেকেই ১০ অক্টোবরের কর্মসূচিকে আরও বৃহত্তরভাবে সংগঠিত করার বার্তা দেন দুজনে। নেহা বলেন, '১০ তারিখ সিজেপি'র তরফে যে প্রতিবাদের আহ্বান করা হয়েছে, তাতে আমরা যুক্ত হব। যাঁরা গত কয়েকদিন ধরে এই ইস্যুতে দিল্লিতে লড়াই করছেন, তাঁরাও থাকবেন।'

দিল্লিতে জেন জেড আন্দোলনের অন্যতম মুখ নেহা এদিন সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ওই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আবেদন, 'যত রাজনৈতিক সংগঠন আছে, সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজের মানুষ আছেন, তাঁরা ১০ তারিখের আন্দোলনে যুক্ত হন। শিক্ষার প্রশ্নে দেশজুড়ে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ইস্যু গড়ে তুলতে হবে। শুধু কলকাতা বা দিল্লিতে নয়, দেশজুড়ে আন্দোলন তৈরি করতে হবে।' এসআইআর বিরোধী আন্দোলনকে নাগরিক আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়ে নেহার বক্তব্য, 'একটি চুরি করা জনমত নিয়ে সরকার তৈরি হয়েছে। এই ইস্যুকে যদি আমরা শক্ত হাতে লড়াই করে জিতে নিতে পারি, তাহলে বিজেপি সরকারের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত নেমে আসবে। ১০ তারিখ যত শক্তি দেওয়ার প্রয়োজন, তা দেওয়া হবে।' পাশাপাশি বিজেপির সরকারকে 'পিতৃতান্ত্রিক' বলে বিঁধে নেহার কটাক্ষ, '১৩ কোটির ভোটার তালিকায় যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই মহিলা। তাই তাঁরা তাঁদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছেন। নারীদের গণজাগরণ হয়েছে। তাঁরা রাজপথে নামার সাহস দেখাচ্ছে। পিতৃতন্ত্রকে নির্মূল করতে হবে।'

> একটি চুরি করা জনমত নিয়ে সরকার তৈরি হয়েছে। এই ইস্যুকে যদি আমরা শক্ত হাতে লড়াই করে জিতে নিতে পারি, তাহলে বিজেপি সরকারের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত নেমে আসবে।
>
> নেহা বোরা

এদিন দীপঙ্কর ভট্টাচার্যও বলেন, '১০ তারিখ যেখানে আন্দোলনকারীদের আটকানো হবে সেখানেই যন্তরমন্তরে পরিণত হবে।' বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দুই রাজ্যে নতুন করে নির্বাচনের দাবি করেছেন দীপঙ্কর। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের সিদ্ধান্ত তুলে আগামী কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, '২-৮ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী জেলায় জেলায় প্রতিবাদ কর্মসূচীর পর ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে সমাবেশ করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরা হবে।'

আইন মেনে ব্যবসা, নির্দেশ কোর্টের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির হাট বসবে, তবে মানতে হবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন। বৈধ নথি ছাড়া কোনও পশুপাখি বিক্রি করা যাবে না। মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, শহরের ফুটপাথ দখল নিয়েও এই দিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, 'ফুটপাথ পথচারীদের জন্য। সেখানে দোকান বসানো বা গাড়ি রাখা মেনে নেওয়া যায় না। গ্যালিফ স্ট্রিটে বৈধ ব্যবসার দাবি যাঁরা করছেন, তাঁদের পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নথি দেখাতে হবে। নিষিদ্ধ পশুপাখির বিক্রি কোনও ভাবেই চলবে না।'

লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের আইনজীবীর দাবি, 'পুরসভার নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সপ্তাহে এক দিন তাঁরা বসেন। রঙিন মাছ, কুকুর এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছও বিক্রি হয়। সব বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ।' আদালত জানায়, 'কুকুর-বিড়ালের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।' আগামী ১৪ অক্টোবর ফের শুনানি। তার আগে প্রকৃত বৈধ ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করতে পুলিশকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে।

গ্যালিফ স্ট্রিটের রবিবারের হাটে টিয়া, পাহাড়ি ময়না, চন্দনার মতো সংরক্ষিত পাখি বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। গত ১৬ সেপ্টেম্বরের শুনানির পর পুলিশকে তা বন্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণী ও পাখির চোরা কারবার রুখতে রাজ্য পুলিশ কী কী পদক্ষেপ করেছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল হাইকোর্ট। এ দিনের শুনানিতে প্রধান মুখ্য বনপাল, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও কলকাতা পুলিশ সেই রিপোর্টও জমা দেয়।

পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি হুমায়ুনের। মঙ্গলবার রেজিনগরে। -পিটিআই

ছোট লালবাড়ি অভিযানে পুলিশের বাধা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : এসআইআরে বাদ পড়া লক্ষাধিক বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় তোলার আগে পুরসভা নির্বাচন নয়, কলকাতার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসও বাতিল করতে হবে সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় কমিটি। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিও ছিল তাদের। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে ছোট লালবাড়ির দিকে যাওয়ার কথা থাকলেও অভিযোগ, পুজোর ভিড়ের অজুহাতে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়। লালবাজারের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের আটকানো হল, প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। শেষপর্যন্ত সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারেই সভা করে ফিরে যেতে হয় তাঁদের।

৩২ বছরে বার্ধক্য ভাতা

গলসি, ৬ অক্টোবর : বয়স মাত্র ৩২। অথচ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকল বার্ধক্য ভাতার টাকা! গলসি-২ ব্লকের কুরকুবা গ্রামের বাসিন্দা অনন্যা আশের ঘটনায় এমনই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছিলেন অনন্যা। কয়েক মাস অ্যাকাউন্টে সেই টাকাও ঢুকেছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। নিজের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতা বাবদ ঢুকেছে দেড় হাজার টাকা। ঘটনায় হতবাক অনন্যা। নিজের সমস্ত তথ্য নিয়ে সোমবার বিডিও-র কাছে অভিযোগ জানান তিনি। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় তৃণমূলকে নিশানা করেছেন গলসির বিজেপি বিধায়ক রাজু পাত্র। তাঁর দাবি, 'তৃণমূলের অনুগামী স্থানীয় স্তরের আধিকারিকদের ভুলের জন্যই রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।'

পুরভোট নিয়ে আজ নবান্ন-কমিশন বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : বুধবারই কি কলকাতা, হাওড়া সহ সাত পুরসভার ভোটের দিন ঘোষণা হতে চলেছে? নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন মিটতেই পুরভোটই এখন পাখির চোখ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার নগরপাল সহ শীর্ষ আধিকারিকরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখ্য অফিসার কৃষ্ণ গুপ্তার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পর্যায়ের ওই বৈঠক হবে কলকাতার বিবাদী বাগ এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে। সেখানেই কলকাতা, হাওড়া সহ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সাতটি পুরসভার ভোটের দিন চূড়ান্ত হবে। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে রাজ্য সরকার ২৫ থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে পুরভোট করাতে চায়।

পুলিশি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহমত হলে নভেম্বরের শেষেই ভোটের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে। তবে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশকে দিয়েই পুরভোট হবে কি না, তা নির্ভর করছে রাজ্য প্রশাসনের ওপর। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুরভোট করার দাবি তুললে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কি হবে, তাও পুরোপুরি নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের পর। এখনও সেই বৈঠকের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে নভেম্বরের শেষেই পুরভোট হবে ধরে নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে তৎপরতা তুঙ্গে। চাহিদামতো ইভিএম মেশিন না থাকায় এই ব্যাপারে প্রস্তুতিতে বেগ পেতে হচ্ছে কমিশনকে। রাজ্যে পূর্ববর্তী বিধানসভা ভোট থেকে

শুরু করে অন্যান্য ভোটে আদালতে মামলা চলায় কমিশন প্রয়োজনমতো ইভিএম সংগ্রহ করতে পারছে না। এই নিয়ে কমিশন আদালতের দ্বারস্থও হয়েছে। তবু পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে ইভিএম মেশিন পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছে কমিশন।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৪১ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩

তারুণ্যের চ্যালেঞ্জ

ভোট নিয়ে প্রশ্ন। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও সর্বভারতীয় শাসকদল ঠিকই। তবে বিরোধীরাও এই প্রশ্নের মুখে। প্রশ্নটি করছে জেন জেড। শুধু নতুন প্রজন্মের দল ককরোচ জনতা পার্টি নয়। মূল ধারার দলের ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা) এক সুরে প্রশ্নটি তুলছে। তাদের কথায়, নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে। ভোটার তালিকা তৈরি থেকে সেই কারচুপির সূত্রপাত।

সেই প্রক্রিয়ায় সরকার, শাসকদল ও নির্বাচন কমিশন হাত মিলিয়ে চলছে বলে এদের অভিযোগ। নতুন করে কথাটা একইদিনে বললেন আইসা'র সভাপতি নেহা বোরা ও ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। কলকাতায় এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ভাষণে নেহার বক্তৃতার মোদ্দা কথাটি ছিল, বাংলায় ২০২৬-এর জনাদেশটিই ভুয়ো ছিল। যে জনাদেশের বলে শাসকদল হিংসার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে। ভোটের নাম করে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শাসক শিবির।

সেদিনই অভিজিতের বক্তব্য ছিল, বিজয়ী কে হবে, তা ভোটের আগে ঠিক করা হয়ে থাকছে। ফলে এই ভোটের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। একধাপ এগিয়ে তাঁর মতে, এমন 'প্রহসন'-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ অর্থহীন। ভোট নিয়ে প্রশ্ন বিরোধী দলও তুলে থাকে। হেরে গেলে নির্বাচনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো বহুদিন ধরে বিরোধীদের বহুদিনের দস্তুর। গত বিধানসভা ভোটে পরাজিত হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনি ফলাফলকে মানতেই চাননি।

কিন্তু এতদিন বিরোধীদের তোলা অভিযোগের সঙ্গে জেন জেড-এর তোলা বক্তব্যের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। সেটা নেহা তেমনভাবে না স্পষ্ট করলেও চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কথায়, স্বচ্ছতা না থাকলে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনও মানে হয় না। এটাই হতে পারে শাসক শিবিরের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। পরবর্তী নির্বাচনগুলি যদি তরুণ প্রজন্ম বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেটা শাসকের কাছে বড় বিপদ হয়ে উঠবে।

মূল ধারার বিরোধীরাও এতে বিপন্ন বোধ করে। কেননা, এদেশের সমস্ত বিরোধী মূলত ভোটের কারবারে অভ্যস্ত। দলগুলির সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয় ভোটের লক্ষ্যে। জেন জেড ভোট বয়কটের পথে গেলে বিরোধীরাও তাই প্যাঁচে পড়তে পারে। ইতিমধ্যে অভিজিতের বক্তব্য বিরোধীদের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'প্রহসন'এর ভোটে অংশগ্রহণ মানে সেই 'মিথ্যাচার'কে স্বীকৃতি দেওয়া।

ককরোচ জনতা পার্টি যে ভোট বয়কটের পথে যেতে পারে, তার আভাস ইতিমধ্যে মিলেছে। দলের প্রতিষ্ঠাতার কথায়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ অর্থহীন। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন, এসআইআর ফ্রিজ করে দিলে বোঝা যাবে আসলে কত আসনে বিজেপি জিতেছে। ভারতে ভোট বয়কটের ডাক নতুন নয়। ছয় ও সাতের দশক থেকে এই ডাক দিয়ে এসেছে নকশালপন্থীদের একাংশ। যদিও তাতে কখনও বিপুল সাড়া পড়েনি।

কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে। তরুণ প্রজন্ম সার্বিকভাবে ভোটের কারবারে প্রতি বীতশ্রদ্ধ। নৈতিক আগ্রহে কোনও দলে জেন জেড-এর যোগদান খুব কম। নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ ও হতাশা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভোট বয়কটের ডাক নবীন প্রজন্মকে বিপুলভাবে আলোড়িত করতে পারে। এসআইআর সম্পর্কে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বক্তব্য নিয়ে এখন জনপরিসরে জোর চর্চা চলছে।

তিনি বলেছেন, কারও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া সংবিধানের হৃদয়ে আঘাতের শামিল। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ছাড়া ৬ নম্বর ফর্মে পরিবর্তনের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টও সামনে নিয়ে এসেছে। দলীয় তকমা সরিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভোটকে নস্যাৎ করতে এগিয়ে আসা তাই বৃহৎ পরিসরে চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে ভোটের মোড়কে মিথ্যাচার ঢাকা যাবে না। তেমন হলে শুধু শাসক নয়, বিরোধীদেরও সর্বনাশ।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

- শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

ছেলেখেলার ছড়ায় যুদ্ধযাত্রার বিস্মৃত ইতিহাস

অর্থহীন মনে হওয়া ছন্দের ভিতরেই লুকিয়ে থাকতে পারে বাংলার পুরোনো ইতিহাসের টুকরো।

সৌভিক পাঁজা

লড়াই করে বেঁচে থাকার আর এক নাম জীবন। অরণ্যচারী, গৃহবাসী, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, এই পালাবদলেও ছিল সংগ্রাম। সাম্রাজ্য থেকে দেশ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে যুদ্ধের জয় ও পরাজয়ের কাহিনী। যার অন্তরালে থেকে যায় কত ইতিহাস। আমরা দিনে-দিনে সেই ইতিহাস ভুলে যাই। কিন্তু সাহিত্য তার সাক্ষ্য বহন করে। এমনই এক লুপ্ত যুদ্ধযাত্রার সন্ধান মেলে ছেলেখেলার ছড়ায়। শিশুর মনোরঞ্জনে রচিত সেই আপন ছড়াতেই শিশুশিক্ষার হাতেখড়ি। ছড়ার ছত্রে ছত্রে উঠে আসে সমাজ ও মানুষের কথা। একসময় আমরা সেই সব কথা ভুলে যাই। লোকসাহিত্যের ধর্ম মেনে ছড়া পেতে থাকে নবরূপ। ইতিহাসের পলি সরিয়ে গভীরে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায় বিস্মৃত ইতিহাসকে।

এমনই এক প্রচলিত ছড়া 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।' ছড়াটি নিয়ে গবেষকদের আলোচনার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' প্রবন্ধে প্রথম ছত্রটির কোনও পরিষ্কার অর্থ খুঁজে না পেলেও পরের ছত্রগুলিতে বিবাহযাত্রার বর্ণনা আছে বলে অনুমান করেছেন। এই মতের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'পৌরাণিক উপাখ্যান' বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে, লোকসাহিত্য গবেষক নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে করেন, 'আগডুম বাগডুম' অর্থ যুক্তিহীন কথা বা বাক্য। তারই অনুকরণে 'আগড় বাগড়' ও 'আগড়ম বাগড়ম' শব্দবন্ধের ব্যবহার হয়েছে। এই ব্যাখ্যা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই অর্থহীন শব্দ এত জনপ্রিয় হল কী করে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। জনপ্রিয়তার নিরিখেই শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অতীতের কোনও ইতিহাসের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'আগ' অগ্র বা সামনে এবং 'বাগ' পাশ বা দিক বোঝাতে পারে, এমন ব্যাখ্যা রয়েছে। শিশুমনের আদরের টানে ডোম 'ডুম' হয়ে থাকতে পারে বলেও কেউ কেউ মনে করেন। যেমন জুতো শিশুর মুখে 'জুতুয়া' হয়, তেমনই শব্দ বদলাতে পারে ছন্দে। তবে 'আগডুম বাগডুম'-এর শব্দ ব্যুৎপত্তি নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেই।

আমরা আমাদের জীবনের অনুকরণ করি শিশুখেলার মধ্য দিয়ে। শৈশবে পুতুল খেলা যেন সংসার জীবনের সহজপাঠ। ছেলেরা কোদাল হাতে মাটি খোঁড়ে, অজান্তেই অনুশীলন করে কৃষিকাজের। প্রাগৈতিহাসিক মানবজীবনের অনুকরণেই খেলায়, বিশেষত ছেলেদের খেলায়, পৌরুষের ভাব লক্ষ করা যায়। 'আগডুম বাগডুম' খেলার একটি প্রচলিত ভঙ্গিতে গোল হয়ে বসে ছড়া কাটতে কাটতে প্রত্যেকে হাঁটুতে হাত ছোঁয়। যে হাঁটুর ওপর ছড়া শেষ হয়, সেই হাঁটু মুড়ে দেওয়া হয়। সবার হাঁটু মুড়ে গেলে খেলা শেষ হয়। এই কারণেই অনেকে 'আগডুম বাগডুম' বলতে দুই হাঁটুর কথাও মনে করেন। কিন্তু খেলার সময় তাদের বসার ভঙ্গি অনেকের চোখে যুদ্ধের ভঙ্গির মতো মনে হয়েছে।

'আগডুম বাগডুম' ছড়াটি যে মেয়ে ও ছেলে উভয়ের খেলার ছড়া ছিল, পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। তাই ছড়ার শুরুতে যে বর্ণনা, তাকে শুধু আবোলতাবোল কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছড়ার প্রথম ছত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য একে ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা বলে মনে করেছেন। তাঁর

প্রতীকী।

ব্যাখ্যায় আগডুম অর্থ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, বাগডুম অর্থ পার্শ্ববর্তী ডোম সৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল। এই ব্যাখ্যায় ছড়ার প্রথম অংশে একটি সমর অভিযানের ছবি ফুটে ওঠে।

ছড়ার বিভিন্ন পাঠ পাশাপাশি রাখলে সেই ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়। কোথাও ঢাক, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝর বা অন্য বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে, কোথাও সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে হাটে বিশ্রাম নেওয়া, কোথাও পান বা গুয়া কেনার কথা আছে। খেলার এই ছড়ায় সমর অভিযানের একটি সামগ্রিক ছবি খুঁজে পাওয়া যায় বলে গবেষকদের একাংশ মনে করেন। অনেকে শেষের অংশটিকে বিবাহযাত্রার বর্ণনা বলেছেন। বিবাহযাত্রাও অনেক সময় যুদ্ধযাত্রার অনুরূপ ছিল। জোর করে কন্যাকে নিয়ে আসার মতো প্রাচীন সামাজিক প্রথার ছায়া বরযাত্রার আড়ম্বরেও এসে পড়েছিল বলে ব্যাখ্যা রয়েছে। ফলে সময় ও সভ্যতার পরিবর্তনে ছড়ার অর্থের স্তর বদলালেও এর মধ্যে যুদ্ধযাত্রার স্মৃতি থাকার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে এই ছড়ার একটি অন্য পাঠ পাওয়া যায়। সেখানে আছে, 'আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম সাজে। ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে, বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া, সাড়া গেল বামনপাড়া।' একাদশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে রূপা রাজার বাহিনীতে বাগদি ও ডোম সৈন্যের উল্লেখ আছে। রূপা রাজার পাঁচ হাজার ডোম সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে রাস্তা তৈরি করে এবং শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর নজর রাখে বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। ফলে লোকছড়ার কয়েকটি শব্দের সঙ্গে সেই সামরিক সংগঠনের যোগসূত্রের প্রশ্নটি একেবারে কল্পনাপ্রসূত নয়।

ছড়াটির মোট বারোটি পাঠান্তরের কথা গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ণপাঠগুলিতে ডোম, সূর্যমামা, হাট ও পান খাওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত দুটি পাঠে ডোম শব্দটি না থাকলেও একটিতে ডুলির উল্লেখ আছে। সেই ডুলিকেও কোনও কোনও ব্যাখ্যায় ডোমের বিকল্প পাঠ হিসেবে দেখা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত আর একটি পাঠে শব্দগত সাদৃশ্য কম হলেও সুরের মিল থেকে অনুমান করা হয়েছে যে তা আমাদের দেশ থেকেই ওই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকসাহিত্যের মুখে মুখে চলার ধর্মেই ছড়া এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে শব্দ বদলায়।

শিশুর খেলার ছড়া শুধু মনোরঞ্জনের উপাদান নয়, তার ছন্দে কখনও লুকিয়ে থাকে সমাজ, ইতিহাস ও বিস্মৃত মানুষের স্মৃতি। বহুল প্রচলিত 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্য পর্যন্ত গবেষকদের নানা ব্যাখ্যা রয়েছে। কোথাও বিবাহযাত্রা, কোথাও ডোম সৈন্যের সমরযাত্রার ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। ছড়ার বিভিন্ন পাঠ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা এবং মল্লভূমের সামরিক ইতিহাস মিলিয়ে উঠে আসে এক বিস্মৃত যুদ্ধজীবনের আভাস, যা আজও লোকসাহিত্যে টিকে রয়েছে এবং প্রজন্মের মুখে মুখে ফিরছে। তার ছন্দে সেই পুরোনো পদশব্দ এখনও শোনা যায়।

'আগডুম বাগডুম'-এর ছন্দের সঙ্গে বিশ্বের নানা প্রান্তের শিশুদের গণনার ছড়ার তালগত সাদৃশ্যও কৌতূহল জাগায়। ইংরেজি ভাষার বহুল প্রচলিত 'ইনি, মিনি, মাইনি, মো'-তে একইভাবে অর্থহীন ধ্বনি ও ছন্দের ওপর খেলার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। তবে এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে দুই ছড়ার প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সম্পর্ক দাবি করা যায় না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পথসঞ্চালনের ছন্দের সঙ্গেও 'আগডুম বাগডুম'-এর তালের মিল মনে হতে পারে। সেটিও ঐতিহাসিক যোগের প্রমাণ নয়। ছড়ার শরীরে শব্দের পাশাপাশি ছন্দও পুরোনো স্মৃতি বহন করে।

ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, মল্লরাজাদের সেনাবাহিনীতে পদাতিক ও অশ্বারোহী ডোম সৈন্য থাকার কথা বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে। মাণিকলাল সিংহ তাঁদের 'আঁকুড়ে ডোম' বলে উল্লেখ করেছেন বলে উদ্ধৃত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে যুদ্ধযাত্রার ভাস্কর্য দেখে ডোমদের যুদ্ধকৌশল নিয়েও নানা অনুমান করা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রের ডোম্বিনী দেবীর প্রভাব ও গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের সঙ্গে তাঁদের যোগের কথাও বলা হয়েছে। তবে এগুলি গবেষণার ব্যাখ্যা ও অনুমান, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়।

ধর্মঠাকুরের উপাসনার সঙ্গেও ডোমদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কালু ডোমের বীরত্বের কথা রয়েছে। বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামানের নামের সঙ্গেও ধর্মশিলার 'দলমাদল' নামের যোগের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে। দলমর্দন থেকে 'দলমাদল' নামের উৎপত্তির কথাও বলা হয়। একসময় ডোম সৈন্যরা বাংলার বিভিন্ন রাজ্য ও সামন্তশক্তির সামরিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কালের পরিবর্তনে তাদের সেই প্রয়োজন কমে যায়। পেশা বদলাতে বাধ্য হন অনেকে। কেউ বাঁশের কাজে নিজেকে অভ্যস্ত করেন, কেউ যুদ্ধ ভুলে বাজনাকেই জীবিকার পথ করে নেন।

তবু ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁদের স্মৃতি একেবারে মুছে যায়নি। রাঢ়ের লোক ঐতিহ্যে ধর্মমঙ্গল, সীমান্তবঙ্গের লোকনাট্য 'ডোমিনী' এবং নানা প্রবাদে তাঁদের বীরত্বের প্রতিধ্বনি রয়ে গিয়েছে। কালু ডোমের কথা, ডোমদের যুদ্ধযাত্রার কথা কিংবা শিশুর মুখে মুখে ফিরতে থাকা 'আগডুম বাগডুম' একই সূত্রে আমাদের সামনে এনে দেয় এক বিস্মৃত সময়কে। হয়তো ছড়ার শরীরে আজ অর্থহীন মনে হওয়া শব্দগুলির ভিতরেই চাপা পড়ে আছে কোনও একসময়ের মানুষের জীবন, যুদ্ধ ও যাত্রার পদশব্দ।

(লেখক গবেষণামূলক কাজে যুক্ত।)

আজ

১৯২৯

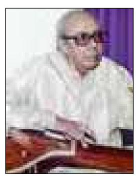

বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী চণ্ডীদাস মাল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

২০১৫

বাংলাদেশের প্রখ্যাত গীতিকার নঈম গহর প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

চার ঘণ্টায় বিজেপি হওয়া যায় না। বিজেপির দরজা এখন বন্ধ। মানুষ পোশাক পরিবর্তনের জন্য ভোট দেননি। পোশাকের ভেতরে থাকা মানুষটিকে পরিবর্তনের জন্য ভোট দিয়েছেন। পঞ্চায়েত স্তরে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তৃণমূলের কিছু মানুষ মনে করছেন, তাঁরা অভুক্ত আছেন। তাঁদের কেউ কেউ বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে নিজেদের বিজেপি বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। আমাদের নজরদারি আছে। কোথাও বিচ্যুতি হলে দল ব্যবস্থা নেবে। মাত্রা ছাড়ালে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

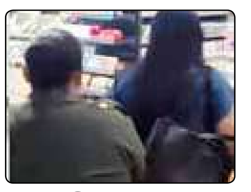

নয়ডার নামী মলের এক দোকানে ঘি ও রান্নার তেল চুরির অভিযোগে এক মহিলাকে আটকের ভিডিও ভাইরাল। সিসিটিভিতে তাঁকে ব্যাগে এক কেজি ঘি ও এক কেজি রিফাইন্ড অয়েল পুরতে দেখা যায় বলে দাবি। পরে দোকানের কর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় দাম মিটিয়ে দেন মহিলা।

ভাইরাল/২

ছত্তিশগড়ের কোরবার একটি নামকরা মিষ্টির দোকানে শৌচাগারের মেঝেতে বাসন মাজা হচ্ছে, এমন ভিডিও ভাইরাল। জল সরবরাহে সমস্যা হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর দাবি। পরে খাদ্য দপ্তর দোকানটি পরিদর্শন করে পরিস্থিতি ঠিক করতে বলে। দু'তিন দিনের মধ্যে সমস্যা না মেটালে লাইসেন্স নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্কতা।

জনমন
জনমত

প্যান্ডেলের বদলে স্থায়ী সম্পদ

উৎসব মানেই বাঙালির প্রাণ। কিন্তু আজ উৎসব মানেই যেন আর এক প্রতিযোগিতা— কার প্যান্ডেল কত বড়, কার আলো কত ঝলমলে। পাঁচ দিনের জাঁকজমকের জন্য অনেক পুজো কমিটিই বড় অঙ্কের টাকা খরচ করে। পুজো শেষ হলে সেই আয়োজনের বড় অংশ খুলে ফেলা হয়। তখন মনে প্রশ্ন জাগে, প্রতি বছর যদি এর একটা অংশ এমন কোনও কাজে খরচ করা যায়, যা উৎসব শেষ হওয়ার পরেও মানুষের কাজে লাগে, কেমন হয়?

প্যান্ডেল স্বপ্নের মতো— আসে, চমক দেয়, চলে যায়। মন্দির ঘরের মতো, থেকে যায়। বাবা-মা পুজো করেছেন, ছেলে করবে, নাতিও করবে। প্যান্ডেল দেখতে মানুষ আসেন আনন্দ করতে, ছবি তুলতে। মন্দিরে আসে মাথা নত করতে। তাই পাড়ার জায়গা ও বিধি অনুযায়ী সুযোগ থাকলে প্রতি বছর বিপুল খরচের পাশাপাশি একটি স্থায়ী ধর্মীয় ও সামাজিক পরিসর গড়ে তোলার কথাও ভাবা যেতে পারে।

ধরা যাক, একটি পাড়ার দুর্গাপুজোয় প্যান্ডেল ও আনুষঙ্গিক সাজসজ্জায় খরচ হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। দশ বছরে সেই খরচ দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ টাকা। এই পুরো অর্থ মন্দির তৈরিতে লাগানো সম্ভব না হলেও, তার একটি অংশ দিয়ে মন্দিরের সঙ্গে পাঠাগার, প্রসাদের ঘর বা বসার জায়গা তৈরি করা যায়। অর্থাৎ প্রতি বছর শুধু খরচ না করে ধীরে ধীরে একটি স্থায়ী সম্পদও গড়ে উঠতে পারে।

আর আছে পরিবেশের প্রশ্ন। পুজোর আয়োজন ও ভিড় সামলানোর পরে প্লাস্টিক, থার্মোকল, খাবারের উচ্ছিষ্ট সহ নানা ধরনের বর্জ্য জমে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও দুর্গাপুজোয় একবার ব্যবহারযোগ্য নিষিদ্ধ প্লাস্টিক এবং সজ্জায় থার্মোকল ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে। ২০২২ সালে কলকাতার একাধিক পুজোমণ্ডপে পুজোর পর ব্যাপক প্লাস্টিক বর্জ্য জমে থাকার ছবিও সামনে এসেছিল।

মন্দির মানে শুধু ইট, পাথর বা চুন-সুরকি নয়। একটি স্থায়ী পরিসরকে ঘিরে সামাজিক জীবনও গড়ে উঠতে পারে। সকালে প্রবীণরা পাঠ করতে পারেন, বিকেলে শিশুরা বই পড়তে পারে, প্রয়োজনে মানুষ বসতে বা আশ্রয় নিতে পারেন। আলোর রোশনাই একদিন নিভে যাবে, মাইকের শব্দও থেমে যাবে, কিন্তু স্থায়ী কোনও উদ্যোগ থেকে যাবে। তাই প্রতি বছর সবটা নতুন করে সাজানোর পাশাপাশি, চাঁদার একটি অংশ দিয়ে ধীরে ধীরে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার কথাও কি আমরা ভাবতে পারি না?

কৃষ্ণকান্ত মল্লিক
সমাজকর্মী, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

চাকচিক্যের আড়ালে ব্রাত্য আসল মা

থিমের চাকচিক্যের মাঝে পুজোর আসল দেবী হারিয়ে যান নীরব এক আড়ালে।

শ্রেয়সী পোদ্দার

পুজো কাছে এলেই আগমনী গান শুনতে ভালো লাগে। পুজোর আমেজ তৈরি হয়। কিছুদিন আগে দুপুরে এমনই গান শুনছিলাম, 'এত আয়োজন তোমারই কারণে...' তা কানে আসতেই মাথায় অন্য ধরনের একটা ভাবনার আনাগোনা।

বিগত অনেক বছর হল, পুজো মানেই থিমের মেলা। জুলাই-অগাস্ট মাস থেকেই বড় বাজেটের ক্লাবগুলো অনুষ্ঠান করে তাদের থিম প্রকাশ করে। এখন ছোট বাজেটের পুজোও সেই পথেই হাঁটছে। অতীতে এমনটা ছিল না। মায়ের মুখে পুজোর গল্প শুনি। তখন প্রতিমাই ছিল মূল আকর্ষণ। কোন ঠাকুরের মুখ বেশি সুন্দর, কার উচ্চতা বেশি, কোন শিল্পীর হাত নিখুঁত, এই নিয়ে আলোচনা চলত। মণ্ডপসজ্জা ছিল ছিমছাম, কোনও মন্দিরের আদলে বা পেছনে দৃশ্যপট আঁকা। দর্শক তাকিয়ে থাকতেন মায়ের মুখের দিকে।

এখন পুজোর কেন্দ্র থিম। প্রতিটি মণ্ডপ যেন আর্ট গ্যালারি। থিমের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে শৈল্পিক দুর্গা। কোথাও দশ হাত নেই, কোথাও তিনি আদিবাসী নারীর রূপে, কোথাও মুখে মাস্ক। লোহা, পাট, সাইকেলের টায়ার, বাদামের খোসা, কী দিয়ে না ঠাকুর তৈরি হচ্ছে! কিন্তু এই মূর্তি অনেক সময় শৈল্পিক প্রদর্শনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, এখনকার ভাষায় 'শো স্টপার'। এখানেই প্রশ্ন। শাস্ত্রীয় দুর্গা প্রতিমার নির্দিষ্ট লক্ষণ রয়েছে। দশ হাত, অস্ত্র, সিংহ ও মহিষাসুরের মতো পরিচিত চিহ্ন বাঙালির দুর্গার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে। আবার মূর্তির রূপ নিয়ে বাংলায় বহু বৈচিত্র্যও রয়েছে। ফলে থিমের ভাবনায় প্রতিমার প্রচলিত রূপ বদলালেই তা যে পুজোর উপযুক্ত নয়, এমন কথা সর্বত্র বলা যায় না। কোথাও

অবশ্য থিমের শৈল্পিক মূর্তির পাশে শাস্ত্র মেনে তৈরি পৃথক প্রতিমাতেই মূল আচার পালিত হয়।

তাহলে পুজোটা হবে কোথায়? এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে দ্বিতীয় প্রতিমার। মূল মণ্ডপের পাশে ছোট মণ্ডপে শোলার সাজে, শাস্ত্র মেনে তৈরি ছোট প্রতিমায় ঘটস্থাপন, চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, ভক্তের অঞ্জলি পড়ে সেখানেই। একই প্রাঙ্গণে দুই দুর্গা, কিছু পুজোয় এটাই এখন চোখে পড়ার মতো বাস্তবতা। সবচেয়ে কষ্টের দৃশ্যটাও এখানেই। শৈল্পিক মূর্তিকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, সেলফি তোলার হুড়োহুড়ি, রিল বানানোর ভিড়, ভলান্টিয়ারদের হাঁকডাক। আর প্রাণপ্রতিষ্ঠিত সেই প্রতিমা পড়ে থাকে পাশের ছোট মণ্ডপে, প্রায় নিভৃতে। তাকে পাহারা দেন একজন নিরাপত্তারক্ষী। দর্শক প্যান্ডেলের ভিড় ঠেলে বেরোনোর সময় আড়চোখে একটা প্রণাম ঠুকে যান। সেই মাকে ঘিরে কোনও কৌতূহল নেই, কোনও ক্যামেরা তাক করা নেই। অনেককে বলতে শোনা যায়, 'একই তো ঠাকুর, আলাদা কই, সময় নষ্ট করব না, অন্য মণ্ডপে লাইনে দাঁড়াতে হবে।'

এই দৃশ্য আসলে আজকের বাঙালির দ্বৈত সত্তার প্রতীক। আমরা একদিকে বিশ্বমানের শিল্প চাই, পুরস্কার চাই, ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হতে চাই। অন্যদিকে ভেতরের সেই চিরন্তন বাঙালিকে তো আর দশমীর জলে বিসর্জন দেওয়া যায় না। অষ্টমীতে অঞ্জলি না দিলে যে পুজোটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এক মণ্ডপে দুই দুর্গা কোনও বিরোধ নয়, এ এক আপস। শিল্পের সঙ্গে ভক্তির আপস, আবার ভক্তির সঙ্গে শিল্পেরও আপস। থিমের প্রতিমা অনেক সময় দর্শক টানে, পুজোর প্রতিমা টানে ভক্তি। এই দুই টানের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে আজকের শারদোৎসব। প্রশ্ন শুধু একটাই, দেবীকে আমরা কতটা দেখছি, আর তাঁর চারপাশের আয়োজনকে কতটা?

মা দুর্গার আরাধনা শুধু চোখধাঁধানো দৃশ্যের উৎসব নয়। যে প্রতিমার সামনে অঞ্জলি পড়ে, ধূপ জ্বলে, মন্ত্র উচ্চারিত হয়, ভক্তির সেই নিরাভরণ মুহূর্তও পুজোর সমান সত্য। থিমের জাঁকজমক থাকুক, শিল্পীর স্বাধীনতাও থাকুক। শুধু সেই মাকে যেন ভুলে না যাই, যাঁকে ঘিরেই এত আয়োজন। কারণ শেষ পর্যন্ত আলো, মণ্ডপ, পুরস্কার, ছবি আর রিলের ভিড় পেরিয়ে ভক্তের মনে যে মা থেকে যান, তিনি কোনও শো স্টপার নন, তিনি যে আমাদেরই ঘরের মা।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬৯

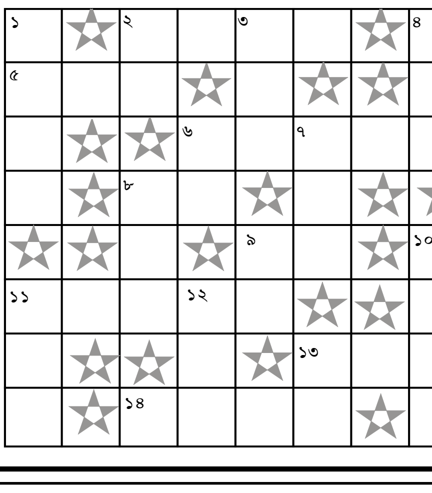

পাশাপাশি : ২। এক ধরনের অভিজাত দামি শাড়ি ৫। কবিগানে যে অংশ জোরে গাওয়া হয় ৬। পরস্পর সম্পর্কহীন দুটো একই রকম ঘটনা ৮। যে পাতা শুভদৃষ্টির সময় লাগে ৯। বউ, ধর্মপত্নী বা স্ত্রী ১১। ফুল অথবা দেবী দুর্গা ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়ি পাতা বা কারও কথা লুকিয়ে শোনা।

উপর-নীচ : ১। ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কে বাতিক ২। সংগীতের রাগ বিস্তার ৩। যে বহন করে আনে ৪। পাখির বাসা ৬। গুজব রটলে চিল যা নিয়ে পালায় ৭। আদানপ্রদান ৮। পাখির নাম ৯। যিনি দান করেন ১০। কৃষ্ণের সেনাবাহিনী ১১। যে মহিলার স্বামী ও পুত্র নেই ১২। সাময়িক বিশ্রাম ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে

সমাধান ■ ৪৫৬৮

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। অন্তিম ৫। দানখয়রাত ৬। জায়গা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। মলিন ৩। অভয় ৪। মদত ৫। দাগা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৫৭২২/৯০৬৪৮৯১০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মমতার দৌত্যে মিছিলে বিজেডি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার ইন্ডিয়া জোটের মিছিলে শামিল হল নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিও। সংসদ ভবনের মকরদ্বার থেকে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত ওই মিছিলে যোগ দেন বিজেডির দুই রাজ্যসভার সাংসদ মানস মঙ্গরাজ ও সুলতা দেও।

বরাবর বিজেপি এবং কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার অবস্থান নিয়ে চললেও ওডিশার প্রাক্তন শাসক দলের মতবদলের নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌত্য। এসআইআর বিতর্কে বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েকও জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি তুলেছেন। তিনি দলের সমস্ত রাজ্যসভার সাংসদকে মিছিলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদিন ইন্ডিয়া জোটের মিছিলে যোগ দিয়ে রাজ্যসভায় বিজেডির নেতা মানস মঙ্গরাজ বলেন, 'এসআইআরের নামে ওডিশায় ২০ লক্ষেরও বেশি এবং সারাদেশে ১৩ কোটিরও বেশি ভোটারেরও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা সাংঘাতিক বিষয়। এটা যে ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি।' তবে বিজেডি স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই মিছিলে অংশ নেওয়ার অর্থ ইন্ডিয়া জোটে যোগ দেওয়া নয়। দলের সাংসদ সুলতা দেও বলেন, 'নবীন পট্টনায়কের অবস্থান স্পষ্ট, বিজেডি না ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে, না এনডিএ-র সঙ্গে। দল নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রেখেই এই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছে।'

রাহুলকে ডিএমকে'র নিন্দায় প্রশ্নে জোট

কিন্তু আপ-ডিএমকের মতো গোড়া থেকে ইন্ডিয়ার শরিক দলগুলি এদিনের মিছিলে শামিল না হওয়া এবং বিজেডির যোগ দেওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য যথেষ্ট। বেশ কিছুদিন ধরেই ইন্ডিয়ার পরিধি বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোশেফ বিজয়ের দল টিভিকে ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন তিনি ইতিমধ্যে নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন নির্বাচন কমিশন অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য। তারপরেই প্রথমবারের জন্য ইন্ডিয়া জোটের কোনও কর্মসূচিতে শামিল হল বিজেডি।

এদিকে ডিএমকে এবং আপ ইন্ডিয়ার মিছিলে যোগ না দেওয়ায় বিরোধী শিবিরের ঐক্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বস্তুত এদিন রাহুল গান্ধির এসআইআর অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেছে ডিএমকে। দলের মুখপাত্র সর্বানন আন্নাদুরাই রাহুল গান্ধির অবস্থানকে ভন্ডামি বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তামিলনাড়ুতে এসআইআরের মাধ্যমে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে রাহুলের অবস্থান কী? মল্লিকার্জুন খাড়গে এসআইআরের পর সমস্ত নির্বাচিত রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। রাহুল গান্ধি কেন সেই মন্তব্যের সমর্থন করছেন না? মুখ্যমন্ত্রী সি জোশেফ বিজয়ের ভয়ে?'

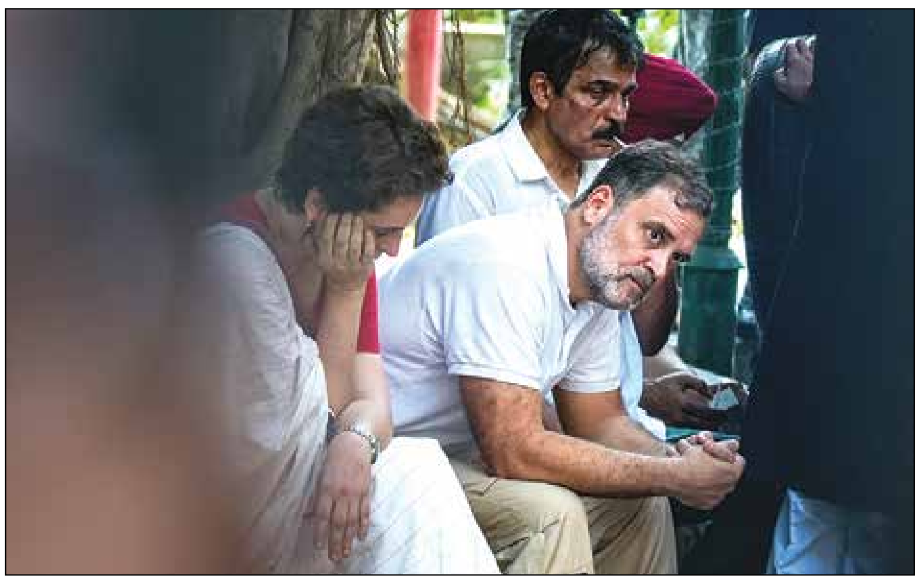

হোক কলরব... জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের বিক্ষোভে রাহুল, প্রিয়াংকা ও অখিলেশ। মঙ্গলবার।

এবার লাঠি চললে শা'র ইস্তফা চাইব

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : অনুমতি না মিললেও যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ হবেই। আর এবারের বিক্ষোভে লাঠি চললে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ইস্তফা চাওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)।

১০ অক্টোবর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ফের পথে নামছে ককরোচরা। তারা এর নাম দিয়েছে যন্তরমন্তর ২.০। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিজেপি-র কো-কনভেনর আশুতোষ রাঙ্কা মঙ্গলবার বলেন, 'মিছিল করব। যেখানে আটকাবে, সেখানেই বসে পড়ব। সেটাই যন্তরমন্তর হয়ে যাবে। গ্রেপ্তার করুক, মারুক, আন্দোলন হবে যন্তরমন্তরেই।'

হুঁশিয়ারি ককরোচদের

রাঙ্কার হুঁশিয়ারি, 'ইস বার লাঠি চার্জ হুয়া, তো সিধা অমিত শা পর বাত জায়েগি। এবার সরাসরি অমিত শা-র ইস্তফা চাইব। দিল্লি পুলিশ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তাঁর সম্মতি ছাড়া লাঠি চলে না।' তিনি দাবি করেন, বিক্ষোভের আগে গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছেন, প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

জুলাইয়ে নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যন্তরমন্তরে এক মাসের বেশি ধর্না দিয়েছিল সিজেপি। পরে প্রধান ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। এবার সিজেপি-র অভিযোগ, 'ভোটে কারচুপি হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন আর স্বাধীন নয়। তাই আইন অমান্যই পথ।'

> ১০ অক্টোবর মিছিল করব। যেখানে আটকাবে, সেখানেই বসে পড়ব। সেটাই যন্তরমন্তর হয়ে যাবে। গ্রেপ্তার করুক, মারুক, আন্দোলন হবে যন্তরমন্তরেই।
>
> -আশুতোষ রাঙ্কা

অন্যদিকে, যন্তরমন্তরে বিক্ষোভের আগেই চাপ বাড়ছে পুলিশেরও। ১০ অক্টোবর বিক্ষোভ কর্মসূচি বানচাল করতে সদস্য-কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন দীপকে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, মহারাষ্ট্র পুলিশ সিজেপি কর্মীদের নোটিশ পাঠাচ্ছে, দিল্লি যাওয়ার খরচের হিসাব চাইছে এবং বলছে বিক্ষোভ হিংসাত্মক হতে পারে, সেখানে যাবেন না।

এক্স হ্যান্ডেলে দীপকে লেখেন, 'কীভাবে এমন দাবি করতে পারে? আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ভেস্তে দেওয়ার পরিকল্পনা কি আগেই হয়ে গিয়েছে? গ্যানুকে বাঁচানো কি নাগরিকদের নিরাপত্তার চেয়ে বড় হয়ে গেল?'

চাপে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বও। মহালয়ার দিন কলকাতার ইডেন উদ্যানে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজো সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে থাকছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইভাবে নিজের ব্যস্ত কর্মসূচির কারণে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও। ১০ অক্টোবর ককরোচদের আন্দোলনের জন্যই মোদি-শা-কে তাঁদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করতে হল কি না, সেই জল্পনা চলছে। তবে জেন-জেড, জেন-আলফাদের বিজেপি যে আর হালকাভাবে নিচ্ছে না, সেটা স্পষ্ট।

ভূতুড়ে কণা ধরে নোবেল

স্টকহোম, ৬ অক্টোবর : সার্থক নাম তাঁর। পদার্থবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হল হ্যালজেনের আলোতেই!

মহাবিশ্বের সবচেয়ে লাজুক অতিথিকে ধরতে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হ্যালজেন বেছে নিয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন কোনা। দক্ষিণ মেরুর বরফের নীচে পেতেছিলেন এক অদৃশ্য ফাঁদ। তিন দশকের অপেক্ষার পর সেই ফাঁদেই ধরা দিল ভূতুড়ে কণা, আর তাঁর হাতে এল নোবেল পুরস্কার।

২০২৬ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন বেলজিয়ামে জন্মানো অশীতিপর বিজ্ঞানী হ্যালজেন। ৮২ বছরের এই অধ্যাপক এখন উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, অ্যান্টার্কটিকার বুকে গড়ে তোলা 'আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি' গঠনে তাঁর যুগান্তকারী অবদান এবং মহাজাগতিক উচ্চশক্তির নিউট্রিনো আবিষ্কারের জন্যই এই সম্মান।

গল্পটা হলিউড থ্রিলারের চেয়ে কম নয়। নিউট্রিনোকে বলা হয় ভূতুড়ে কণা। এর চার্জ নেই, ভরও নেই বললেই চলে। গোটা পৃথিবী, এমনকি আমাদের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। ১৯৮৮ সালে হ্যালজেন প্রস্তাব দিলেন, এই কণাকে ধরতে টেলিস্কোপ বানাতে হবে বরফ দিয়ে। অনেকেই হেসেছিলেন।

কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। প্রায় দেড় কিলোমিটার গভীরে, একঘন কিলোমিটার বরফজুড়ে বসানো হল পাঁচ হাজারের বেশি আলোক সেন্সর। কোটি কোটি নিউট্রিনোর মধ্যে একটি যদি ভুল করে বরফের পরমাণুতে ধাক্কা খায়, তবে একচিলতে নীল আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোই ধরে ফেলে আইসকিউব।

২০১৩ সালে প্রথম ধরা পড়ল সুদূর মহাকাশ থেকে আসা সেই কণা। প্রমাণ হল, মহাবিশ্বে এমন ভয়ংকর শক্তির কারখানা আছে, যা আমাদের ল্যাবরেটরির চেয়ে কোটি গুণ শক্তিশালী।

এর গুরুত্ব বিরাট। এতদিন আমরা মহাবিশ্বকে দেখেছি আলো দিয়ে। এবার দেখব নিউট্রিনো দিয়ে। আলো পথে বাধা পায়, নিউট্রিনো পায় না। তাই ব্ল্যাক হোল বা সুপারনোভা ঠিক কোথায় জন্ম নিচ্ছে, তার নির্ভুল মানচিত্র আঁকবে এই কণা।

পুরস্কার ঘোষণার পর ইতালি থেকে ফোনে হ্যালজেন বললেন, 'দারুণ চমক! যখন শুরু করি, অনেকেই পাশে ছিলেন না। তবে গুটিকয়েক যাঁরা ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ।' নোবেল কমিটির মতে, তাঁর এই দূরদর্শী ভাবনাই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে মহাবিশ্বকে দেখার এক নতুন চোখ।

নতুন বায়ুসেনা প্রধান আশুতোষ দীক্ষিত

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : ভারতীয় বায়ুসেনার পরবর্তী প্রধান হচ্ছেন এয়ার মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। বর্তমান প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং আগামী ৩১ অক্টোবর অবসর নেবেন। ২৯তম ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হবেন আশুতোষ।

১৯৮৬-এর ৬ ডিসেম্বর তিনি বায়ুসেনায় যোগ দেন। তাঁর প্রায় ৩৫০০ ঘণ্টা যুদ্ধ বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। মিরাজ-২০০, মিগ, জাগুয়ার, তেজস- সব বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। অপারেশন সফেদ সাগর, অপারেশন রক্ষক এবং অপারেশন সিঁদুরে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ভারতীয় বায়ুসেনায় দেশে নির্মিত তেজস অন্তর্ভুক্তিতে আশুতোষ দীক্ষিতের বড় ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে তিনি বায়ুসেনার ভাইস চিফ অফ দ্য এয়ার স্টাফ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

তিপ্রা, এনডিএ'র জয় ত্রিপুরায়

আগরতলা, ৬ অক্টোবর : ত্রিপুরার ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে তিপ্রা মথা এবং এনডিএ বড় জয় পেয়েছে। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা টিটিএএডিসি-র ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির ৪ হাজার ৫৯৭টি আসনে নির্বাচন হয়েছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তিনটি আসন শূন্য থাকায় ৪৫৯৪টি আসনের ফল ঘোষণা হয়েছে। তিপ্রা মথা পেয়েছে ৩৪২৮টি আসন। বিজেপি জিতেছে ৮৫৯টি আসন। অবশ্য তিপ্রা মথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৪৮টি আসনে জিতেছিল। বিজেপি ৮২টি আসনে বিনা লড়াইয়ে জয়ী হয়।

নিমিষা হত্যায় ধৃত অভিযুক্ত

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর : অসমের গুয়াহাটির হোম স্টে-তে নিমিষা ঠাকুরিয়া হত্যা কাণ্ডে আশিক আলিকে আটক করেছিল পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তার পায়ে গুলি করা হয়। আশিক এখন গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।

২৬ সেপ্টেম্বর গরাল-ধারাপুর এলাকার একটি হোম স্টে থেকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ২২ বছরের নিমিষাকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ নিমিষার বন্ধু আশিককে ওই হোম স্টে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। নিমিষার বাবার বন্ধু গৌতম দাস জানিয়েছেন, বিকালে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল নিমিষা। রাত ২টো নাগাদ মাকে ফোন করে নিমিষা বলেছিল, 'মা ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' এরপর ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। আতঙ্কিত পরিবার থানায় অভিযোগ জানায়।

মাথার খুলিতে চিড়, অস্ত্রোপচার জখম স্মিতের

ফ্লাই দুবাই হামলার পিছনে ইরান : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৬ অক্টোবর : ফ্লাই দুবাই বিমানে ওমানি কো-পাইলটের হামলা ও নাশকতার পিছনে ইরান রয়েছে বলে দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে 'স্পষ্ট প্রমাণ মেলেনি' জানিয়ে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স।

সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'হ্যাঁ, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ইরানই পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে।'

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে ইজরায়েলগামী ফ্লাইটে ওমানি কো-পাইলট হামাম আল-হাম্মামি ককপিটে কুঠার নিয়ে হামলা চালায়। সেই ঘটনার নেপথ্যে তেহরানের হাত থাকার বিষয়ে জোরালো সওয়াল করেন ট্রাম্প। অন্যদিকে, বিষয়টিকে গোয়েন্দা পর্যালোচনার ওপর ছেড়ে দিয়ে সতর্ক অবস্থান নেন ভান্স। তাঁর বক্তব্য, 'এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গোয়েন্দা আধিকারিকদের ওপরই ছাড়ছি। এখনও সুনির্দিষ্ট কিছু দেখেছি বলে মনে করি না।' একইসঙ্গে ৯/১১ হামলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিদেশিদের বিমান চালানোর ক্ষেত্রে কড়া নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে ফ্লাই দুবাইয়ে হামলার দিনে প্রায় ১৭০ জন যাত্রী বহনকারী বিমানটি ইজরায়েলের দিকে আসার সময় চরম সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ককপিটে হামলার পর বিমানটি হঠাৎ হাজার হাজার ফুট নীচে নেমে আসে। পরিস্থিতি সামলাতে ইজরায়েলের আকাশসীমা বন্ধ করে যুদ্ধবিমান পাঠানো হয়। গতিপথ পরিবর্তন না করলে জনবহুল এলাকায় বিপর্যয় এড়াতে বিমানটিকে গুলি করে নামানোর সিদ্ধান্তও তৈরি ছিল। শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের দিকে বিমান ঘুরতেই যুদ্ধবিমান ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে, জীবন বাজি রেখে ১৭০ জনের বেশি যাত্রীকে বাঁচানো ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্চর এখনও আবু ধাবির সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ককপিটে ওমানি সহ-পাইলটের কুঠারের আঘাতে তাঁর মাথার খুলি ভেঙে হাড়ের টুকরো মস্তিষ্কের গভীরে ঢুকে যায়।

নেপালে বন্ধ উদ্ধারকাজ, নিখোঁজ বহু

কাঠমান্ডু, ৬ অক্টোবর : নেপালে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ৪০ দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল উদ্ধারকাজ। সম্প্রতি কাঠমান্ডুতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উদ্ধার অভিযান স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ।

গত ২৬ অগাস্ট ভয়াবহ হড়পা বান ও ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১,৪৫৫। ১৩ হাজার ৭৯৫ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও প্রায় ৫,২৮৫ জন নিখোঁজ। প্রশাসন জানিয়েছে, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ), জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনকারী প্রতিনিধি দলগুলির সুপারিশের ভিত্তিতেই উদ্ধারকাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হড়পা বান ও ধসের জেরে অন্তত ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্গঠন এবং কয়েক হাজার বাস্তুহারা মানুষের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৫০০ কোটি ডলারের প্রয়োজন।

পদোন্নতি স্থগিত অভিযুক্ত পুলিশকর্তার

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : যৌন হেনস্তার গুরুতর অভিযোগ ওঠার পর পদোন্নতি আটকে গেল দিল্লি পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বিবেক ভগতের। যন্তরমন্তরের কাছে একটি বিক্ষোভ চলাকালীন মহিলা সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তা ও শ্লীলতাহানির মতো মারাত্মক অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই অভিযোগের তদন্ত করছে, আর সেই কারণেই তাঁর পদোন্নতির নির্দেশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

খোদ পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ছড়ায়। এরপর অভিযুক্তের পদোন্নতির খবরে সেটা আরও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সোমবার গভীর রাতে দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়, বিবেক ভগতের পদোন্নতির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে। এসিপি বিবেক নিজেও বলেন, 'এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত' তিনি নতুন পদে যোগ দিতে চান না। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে পদোন্নতি স্থগিত রাখা হলেও, তালিকায় থাকা বাকি ১১ জন আধিকারিকের পদোন্নতির নির্দেশ বহাল থাকে। আপাতত সম্পূর্ণ বিষয়টি পুলিশের অপরাধদমন শাখা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে।যন্তরমন্তরে বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ করার সময়ে মহিলা আন্দোলনকারীদের পুরুষ পুলিশকর্মীরা স্পর্শ করায় প্রশ্ন তুলেছিলেন এক মহিলা সাংবাদিক। কারণ সেখানে কোনও মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই এসিপি বিবেক ভগত আচমকা তাঁর ওপর চড়াও হন এবং যৌন নিগ্রহ করেন। যদিও এক বিবৃতিতে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দিল্লি পুলিশের দাবি, 'কিছু সমাজমাধ্যমে মহিলা বিক্ষোভকারীদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের যে দাবি করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর।'

মহিলা সাংবাদিককে যৌন নিগ্রহ

বিক্ষোভ দেখালেও ১৭ পড়ুয়ার জামিন

'অভিযোগ গুরুতর হলেও এরা পাকা অপরাধী নয়'

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া ১৭ জন পড়ুয়াকে জামিন দিল দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট। পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর আর্জি খারিজ করে তরুণদের ভবিষ্যৎ ও কেরিয়ারের দিকটি বিবেচনা করেছে আদালত।

মামলার শুনানিতে বিচারক অনিমেষ কুমার বলেন, 'অভিযুক্তরা শুধু যে কমবয়সি তা নয়, তাঁদের পাকা অপরাধীও বলা যায় না। যেহেতু তাঁরা ছাত্র এবং সামনে তাঁদের পুরো কেরিয়ার পড়ে রয়েছে, তাই তাঁদের জেলে আটকে রাখার কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই।' তবে সরকারি কর্মীদের ওপর হামলা ও পথ অবরোধের অভিযোগকে 'গুরুতর' আখ্যা দিয়ে বিচারক স্পষ্ট জানান, জামিনে থাকাকালীন নতুন কোনও অপরাধে জড়ানো বা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা চলবে না।

গত ৫ অক্টোবর যন্তরমন্তরে বিক্ষোভের সময় পুলিশ ওই আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে ১৪ দিনের হেপাজত চেয়েছিল। ১৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে বিচারক নির্দেশ দেন, আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়া যাবে না এবং নিজস্ব মোবাইল সচল রাখতে হবে। একই সঙ্গে ধৃত দুই ছাত্রের ওপর হেপাজতে নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ডিসিপির কাছে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত।

প্রধানমন্ত্রী মোদির ২৫ বছরের জনসেবা উপলক্ষ্যে স্কুল শিশুদের নিয়ে তৈরি হয়েছে অভিনব রঙ্গোলি। মঙ্গলবার।

বন্ধের চর্চা 'লাডলি বহনা যোজনা' নিয়ে

ভোপাল, ৬ অক্টোবর : নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মেনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের নাম বদলে অন্নপূর্ণা যোজনা করে মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। কিন্তু প্রথমে জটিল ফর্ম পূরণ, তারপর সবার অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে ওই প্রকল্প চালানোর আর্থিক সঙ্গতি আদৌ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। এরই মধ্যে আর্থিক বোঝার কারণে মধ্যপ্রদেশের 'লাডলি বহনা যোজনা' ঘিরেও জল্পনা শুরু হয়েছে। সোমবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ভোপালের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'লাডলি বহনা যোজনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি এই প্রকল্প রাজ্য সরকারের কোষাগারে আর্থিক বোঝায় পরিণত হবে।'

প্রকল্পটি বন্ধ হবে কি না সেটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেননি ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ওই প্রকল্পটি বন্ধের আর্জি জানিয়ে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনতে চেয়েছে হাইকোর্ট। মামলাকারীর বক্তব্য, মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরতা, কাজ অথবা স্থায়ী আয়ের সুযোগ হচ্ছে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ না দেখিয়েই সরকারি কোষাগারের বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারকে কত টাকা ঋণ করতে হচ্ছে, রাজ্যের অর্থনীতিতে আগামী দিনে তার কতটা প্রভাব পড়তে চলেছে, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের থেকে।

মধ্যপ্রদেশ

শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রেও 'মুখ্যমন্ত্রী লড়কি-বহিন যোজনা' ঘিরে আঁধার ঘনিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী ছগন ভুজবল গত ফেব্রুয়ারিতে জানিয়েছিলেন, ওই প্রকল্প রাজ্যের একাধিক দপ্তরের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে। তবে রাজ্য সরকার ওই প্রকল্প বন্ধ করতে চায় না।

২০২৩ সালে বিধানসভা ভোটের ৬ মাস আগে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের হাত ধরে ওই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। যে পরিবারগুলির বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম সেই পরিবারগুলির ২১ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। ভোটের ঠিক একমাস আগে ওই প্রকল্পে টাকা বাড়িয়ে ১২৫০ টাকা করা হয়। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এসে ওই টাকা ফের বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির জোয়ারে ভেসে মধ্যপ্রদেশে বিপুল ভোটে জয়ী হয় বিজেপি। ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব টাকার পরিমাণ ১২৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করেন। কিন্তু সেই কারণে রাজ্যের আর্থিক বোঝা যে হারে বেড়েছে তাতে চিন্তিত বিজেপি-শাসিত সরকার।

হরমুজে ফের আক্রান্ত ভারতীয়রা

নয়াদিল্লি ও বুখারেস্ট, ৬ অক্টোবর : বাণিজ্যিক জাহাজ ও অসামরিক নাবিকদের ওপর হামলা হয়েই চলেছে। বার বার আক্রান্ত হচ্ছেন ভারতীয়রা। সোমবার ওমান উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালীতে প্রোজেক্টাইল হানার শিকার হল পানামার পতাকাবাহী একটি জাহাজ। ঘটনায় ১১ জন ভারতীয় সহ ১২ জন নাবিক আহত হয়েছেন। জাহাজটিতে মোট ১৯ জন নাবিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয়। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক হামলার কড়া নিন্দা করে বলেছে, 'নাবিকদের ওপর হামলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।' বিবৃতিতে ভারত বলেছে, 'আন্তর্জাতিক জলসীমান্তে বাণিজ্যিক জাহাজে থাকা নাবিকদের ওপর হামলা বরদাস্ত করা যায় না।' পারস্য উপসাগর এবং ওমান ও আরব সাগরের সংযোগস্থল হরমুজ প্রণালীতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে অন্ততপক্ষে সাতটি ট্যাংকার আক্রান্ত হয়েছে। একই ঘটনা ঘটে চলেছে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সংঘাতকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণসাগর অঞ্চলেও। গতকাল কৃষ্ণসাগরে তুরস্কের মালিকানাধীন পণ্যবাহী জাহাজে রুশ ড্রোন হামলায় দুই বিদেশির মৃত্যু হয়। আহত হন এক ভারতীয় নাবিক। এই ঘটনার কড়া কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের হুঁশিয়ারি, 'বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাবিকদের ওপর হামলাকে কোনওভাবেই গ্রহণ করা যায় না।' রোমানিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত মনোজ মহাপাত্র জানিয়েছেন, আহত ভারতীয় নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।

পোর্শিয়ার 'ইলিশ চন্দনা'য় মজেছে বাঙালি

উত্তরের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ির মেয়ে পোর্শিয়া সেনের এবার আইটেম সং-এ হাতেখড়ি হল খোদ দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস-এর হাত ধরে। পুজোয় বাংলার নানা প্রান্তে শ্রোতাদের মন কাড়ছে তাঁর গাওয়া 'ইলিশ বলে চন্দনা খাওয়াইলি'

অনুষ্কা বর্মন

'সংগীতশিল্পী' শুনলেই চোখের সামনে ভাসে দিনে ছ'সাত ঘণ্টার কঠোর রেওয়াজ আর সাধনার ছবি। অথচ ছোটবেলায় এই রেওয়াজেই যাঁর ঘোর অনীহা ছিল, আজ তাঁর গলাই 'দেশু ৭' ছবির বহুচর্চিত আইটেম সং-এর মূল আকর্ষণ। উত্তরের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ির মেয়ে পোর্শিয়া সেনের এবার আইটেম সং-এ হাতেখড়ি হল খোদ দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস-এর হাত ধরে। পুজোয় বাংলার নানা প্রান্তে শ্রোতাদের মন কাড়ছে তাঁর গাওয়া 'ইলিশ বলে চন্দনা খাওয়াইলি'। ইউটিউবে ইতিমধ্যেই গানটি দু'মিলিয়ন ভিউ পার করেছে। উচ্ছ্বসিত পোর্শিয়ার কথায়, 'এই অভিজ্ঞতা প্রথমবার। সবচেয়ে ভালো লাগছে, যেখানেই প্রোমোশনে যাচ্ছি দর্শকরা আমার সঙ্গে গলা ছেড়ে গানটা গাইছেন, তাও আবার খুব মজা করে। এর জন্য সবার প্রথমেই দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস এবং গানের কম্পোজার নীলায়ন দা-কে (নীলায়ন চট্টোপাধ্যায়) একটা বড় থ্যাংক ইউ দিতে চাই আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য।'

গানের জগতে হাতেখড়ির গল্পটাও বেশ মজার। পোর্শিয়ার কথায়, ''ছোটবেলায় ভোরবেলা উঠে রেওয়াজ করতে আমার মোটে ভালো লাগত না। দিনে দু'ঘণ্টা রেওয়াজ হয়ে যাওয়া মানেই আমার কাছে ছিল 'যথেষ্ট হয়েছে'। তবে আমি যে সংগীতের সঙ্গেই জীবন কাটাব, তা বুঝেছিলেন আমার বাবা। একেবারে খুদে থাকাকালীন বাবা আবিষ্কার করেছিলেন, গান বা যে কোনও মিউজিকের আওয়াজ পেলেই খেলা ফেলে আমি সেটাই একমনে শুনতাম।'' শিলিগুড়িতে স্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত দেবপ্রতিম রায়ের কাছে তালিম নেওয়া এবং বাবার হাত ধরে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াই তাঁর গানের জার্নিটাকে সাবলীল করেছে। শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার এই তরুণীর কথায়, 'জীবনের মোড় ঘোরানোর ক্ষেত্রে কলকাতার একটি বিখ্যাত রিয়েলিটি শো-এর অবদান অনস্বীকার্য।' ওই শো-এর নিয়মানুবর্তিতা, বিখ্যাত বিচারক ও গ্রুমারদের সান্নিধ্য তাঁকে মিউজিককে অন্যভাবে দেখতে শিখিয়েছে। পাহাড় ও জঙ্গলের উপকণ্ঠে বড় হওয়ায় ছোট থেকেই নেপালি, কামতাপুরি, রাজবংশী ভাষার লোকগান ধীরে ধীরে নানা ব্যান্ডের গান ও জ্যাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগিয়েছে। এছাড়া, শিলিগুড়িতে থেকেই রক সংগীতের প্রতি এক অনাবিল ভালোবাসা তৈরি হয় মা-বাবার 'বিল্টু'র। পোর্শিয়া বলছিলেন, 'ছোটবেলায় মহীনের ঘোড়াগুলি আর ফসিলস-এর গান যেন সারাদিন লুপে শুনতাম।' এই শোনার মধ্যে দিয়েই গানকে ভালোবেসে ফেলা।

ইতিমধ্যেই কিংবদন্তি দেবজ্যোতি মিশ্রের সঙ্গে বছর পাঁচেক কাজ করার অভিজ্ঞতা ঝুলিতে জমেছে পোর্শিয়ার। এবার স্বপ্ন বাংলা ইন্ডাস্ট্রির 'আইডি' (ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত)-র সঙ্গে কাজ করার। 'দেশু ৭'-এর গানটি নিয়ে তিনি বলছিলেন, 'আইটেম সং হিসেবে এটি জমজমাট নাচের উদ্দাম গান হলেও, ভিতরে মানুষের বাস্তব জীবনের অনেক রূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে। একটু শান্ত হয়ে ভাবলেই তা মনে হবে। নীলায়নদা সেই জায়গাতেই রেখেছেন গানটাকে।' এই পুজোয় 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু'র 'ময়দামুখো' আইটেম সংটি গেয়েছেন তাঁর কাজের জগতের বন্ধু শ্রেষ্ঠা দাস। পুজোয় ময়দামুখো নাকি ইলিশ চন্দনা- বাঙালি কাকে আপন করে নেবে? একগাল হাসি নিয়ে পোর্শিয়ার উত্তর, 'শ্রেষ্ঠাকে আমি সত্যিই শুভেচ্ছা জানিয়েছি। কিন্তু এবার পুজোয় বাঙালির পাতে ইলিশটাই থাকবে।'

বাপ্পা মজুমদারের 'শহরের উপকথা' ছবিতে পোর্শিয়ার গলায় 'যে সভ্যতা খাদের ধারে, মূল্যবোধ ঝাঁপ দিতে পারে' গানটি শ্রোতাদের মনে গভীর জায়গা করেছিল। চারপাশে বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে সত্যিই কি মূল্যবোধ ঝাঁপ দিচ্ছে? এই সংগীতপ্রেমীর এককথায় উত্তর, 'শোনা শোনা লাগে আজ বিপ্লব নামটা, মেটানো কি সহজ বুদ্ধির দামটা, এ সমাজ তলানিতে, স্বার্থরা গেছে জিতে...'। এরপরই পোর্শিয়া বললেন, 'কিছু ক্ষেত্রে আশাবাদীও লাগে, কিছু খারাপকে মুছতে গিয়ে আবার কিছু ভালোও উঠে আসছে।' দেশু ৭-এ তাঁর আইটেম সংয়ে ধোঁকা দেওয়ার কথা উঠে এলেও, এবারের পুজোয় সিনেমার সাফল্য নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী। তাঁর কথায়, 'এটুকু বলতে পারি এই সিনেমা দেখে বেরোনোর সময় দর্শকদের গালে চওড়া হাসি থাকবে, আনন্দ পাবেন সকলে আর গলার গুনগুনে থাকবে ইলিশ চন্দনা।'

ঝড়ের বেগে

পুজোয় শিলিগুড়ি নাকি কলকাতা ?

-বিদেশে শো

অরিজিনালস নাকি প্লেব্যাক?

-দুটোই, আপাতত পুজোয় ইলিশ চন্দনা

বলিউড নাকি টলিউড?

-মিউজিক

পিঙ্ক ফ্লয়েড নাকি কোল্ড প্লে ?

-সকাল থেকে লাঞ্চ পিঙ্ক ফ্লয়েড, বিকেল থেকে কোল্ড প্লে

রূপম ইসলাম নাকি সিধু দা?

- রূপম ইসলাম

দেব নাকি অনির্বাণ?

- দেব

নুসরত এলে ঐন্দ্রিলার অপমান হবে?

ঐন্দ্রিলাকে অপমান করা হয়, এমন কোনো কাজ করতে চান না অঙ্কুশ। তাই নুসরত জাহানের সঙ্গে তাঁর ছবি হোক বা না হোক, তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। ঐন্দ্রিলার সম্মানটাই তাঁর কাছে আগে। কিন্তু কেন? নুসরতের সঙ্গে তাঁর কী হয়েছে? আর নুসরতের সঙ্গে ছবি করলেই বা ঐন্দ্রিলা অপমানিত হবেন কেন? সে বিষয়ে অবশ্য খোলসা করেননি অঙ্কুশ। তবে তিনি স্বীকার করেন যে কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাঁদের অনস্ক্রিন রসায়ন এবং অফস্ক্রিন মেলামেশা দেখে ইন্ডাস্ট্রিতে ও সংবাদমাধ্যমে তাঁদের নাম জড়িয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। দেব-শুভশ্রীর পথে হেঁটে অঙ্কুশ-নুসরতের হিট জুটি কি পর্দায় ফিরবে?

অভিনেতা জানান, 'আমার আর নুসরতের একটা আনকমফর্টেবল জোন আছে এখন। অনেকে ভাবতে পারে এটা প্রেমঘটিত ব্যাপার, সেটা নয়। আমি সেটা এক্সপ্লেন করতে চাই না, কিন্তু অবশ্যই প্রেমঘটিত নয়। তাই আমরা একসঙ্গে কাজ করি না, এড়িয়ে যাই। আমার সংবাদ শিরোনামে থাকতে ভালো লাগে, কিন্তু আমার পার্টনারকে অসম্মান করে নয়।'

একনজরে সেরা ৫

তৌকির আছেন

বিগ বস-এর ঘর থেকে কাজি তৌকির নাকি এলিমিনেটেড? তাঁর ডেঙ্গু হয়েছে? জল্পনা শুরু হতেই তাঁর টিম বিবৃতি দিয়েছে, কাজির জ্বর হয়েছে, দুর্বল, বিশ্রাম নিচ্ছেন। তার মাঝে বিভিন্ন টাস্কও করছেন। অনুরাগীরা যেন দুশ্চিন্তা না করেন। চিকিৎসক নিয়মিত তাঁকে দেখছেন। তবে তাঁর ডেঙ্গু হয়েছে কিনা, টিম জানায়নি।

ডিটেকটিভ সব্যসাচী

হই চই-এর গোয়েন্দা তারিণীচরণ সিরিজে গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা যাবে সব্যসাচী চৌধুরিকে। পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়। দার্জিলিঙের প্রেক্ষাপটে লেখা সিরিজের গল্প। শুটিং শুরু হয়নি। ছোটপর্দায় বামাক্ষ্যাপা হয়ে তিনি দারুণ জনপ্রিয়, এবার বড়পর্দাতেও বামাক্ষ্যাপা হচ্ছেন সব্যসাচী। এর সঙ্গে লিখছেন একাধিক চিত্রনাট্য। অনেকদিন পর দিতিপ্রিয়া আবার সিরিজে ফিরছেন।

সৌরভের ছবি

সৌরভ পালধি অঙ্ক কি কঠিন-এর পর করছেন 'শেষ অবধি'। ছবির বিষয় বাবা ও ছেলের সম্পর্ক। সৌরভের কথায়, দুই সৃষ্টিশীল মানুষের অহঙ্কার কীভাবে সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দু পক্ষকে মুখোমুখি বসতে বাধা দেয়, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে গৌতম ঘোষ, ইন্দ্রাশিষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর দেবনাথ প্রমুখ।

টোটার পুজো

পুজোয় টোটা রায়চৌধুরির 'শরৎচন্দ্র ও এম্পারার' এবং 'বহুরূপী, দ্য গোল্ডেন ডাকু' আসছে। তাঁর কথায়, 'সৃজিত বলল আমাকে শরৎচন্দ্রের মতো দেখতে, ...ভালো কাজ না হলে ও আমাকে ডাকবে না। বহুরূপীও ভালো ছবি হবে।' দেশু ৭-এর কথা মাথায় রেখে তিনি বলেন, 'সব ছবি ভালো, শুধু আমাদের ছবিদুটো শিকড়ে ফেরাবে বাঙালিকে।'

চিড়িয়াখানায় শুটিং

উমরাও জানের শুটিং হয়েছিল লক্ষ্ণৌ চিড়িয়াখানায় বা ওয়াজেদ আলি শাহ প্রাণী উদ্যানে। পরিচালক মুজাফফর আলি নকল সেটের বদলে অওয়াধের নবাব নাসিরুদ্দিন হায়দারের ১২টি খিলানবিশিষ্ট এই ব্যক্তিগত গ্রীষ্মকালীন আবাস বেছে নিয়েছিলেন উমরাও-এর মহফিলের জন্য। ১৯২০ সালে হারকোর্ট বাটলার একে প্রিন্স অফ ওয়েলস জুলজিকাল গার্ডনে পরিণত করেন।

১৫ বছর পর শাহরুখ ও করিনা একসঙ্গে

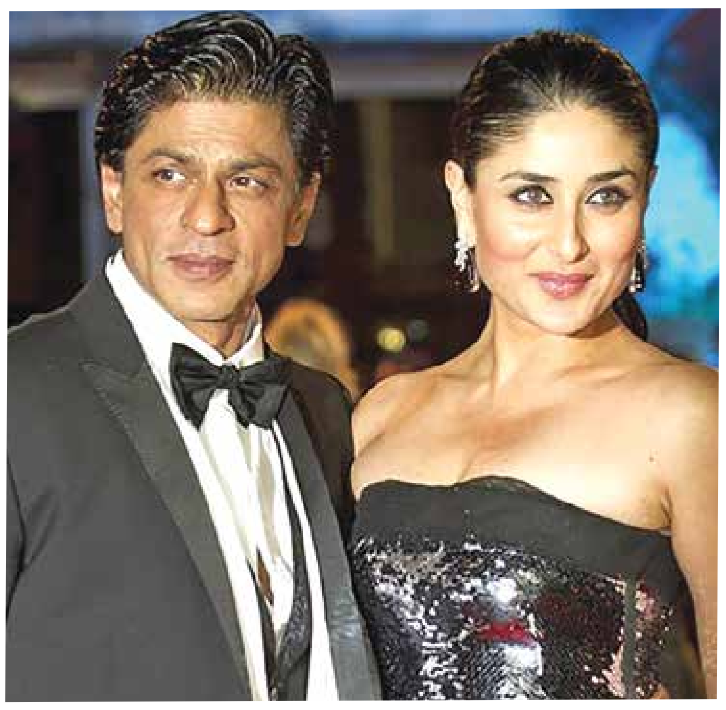

কিং ছবিতে শাহরুখ খান ও করিনা কাপুর খানকে দেখা যাবে। শচিন জিগরের কম্পোজিশন ড্যাডি কুল গান দুজনের ওপর পিকচারাইজ করা হবে। এর আগে ২০১১ সালে রা-ওয়ান-এ ছম্মোক ছলোঁ এবং ডন ২-এ ইয়ে মেরা দিল গানে দুজন পর্দায় এসেছিলেন। এবার অবশ্য আগের দুই গানের থেকেও বড় ক্যানভাসে ড্যাডি কুল-কে পাওয়া যাবে। অক্টোবরের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় গানের শুটিং হবে, করিনা এর জন্য পাঁচদিন সময় দিয়েছেন। গানে একজন জাতীয় ও এক আন্তর্জাতিক গায়ক থাকবেন, বলে বলা হচ্ছে। অনেকের মতে অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে এড শিরন থাকবেন, অনেকে বলছেন অরিজিতের বদলে কোনও আন্তর্জাতিক গায়িকা আসবেন। তবে এ বিষয়ে নির্মাতারা কোনও তথ্য দেননি। আগামী ২ নভেম্বর, শাহরুখের জন্মদিনে ছবি সম্পর্কে নতুন তথ্য দেবেন নির্মাতারা, ওইদিন থেকে ছবির প্রচারও শুরু হবে আনুষ্ঠানিকভাবে। ছবিতে শাহরুখ ছাড়া আছেন রানি মুখোপাধ্যায়, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, সুহানা খান, অভয় বর্মা, রাঘব জুয়াল, আরশাদ ওয়ার্সি, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখ। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ। মুক্তি ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৬।

পুজোয় নতুন বাংলা গান 'কাশফুলের গন্ধ'

দুর্গাপুজোর আবহে প্রকাশিত হল মেখলা দাশগুপ্তের নতুন আধুনিক বাংলা গান 'কাশফুলের গন্ধ'। কলকাতায় ৬ অক্টোবর গানটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা চন্দ। গানটির কথা ও সুর করেছেন শ্রীরাজ মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনায় রকেট মণ্ডল। শরতের নীল আকাশ, কাশফুল, পুজোর উৎসবের আমেজ ও প্রিয়জনের ফিরে আসার অনুভূতিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গানটি। আধুনিক সাউন্ডস্কেপের মধ্যেও সত্তর ও আশির দশকের বাংলা পুজোর গানের নস্ট্যালজিয়া তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে। গানটি প্রযোজনা করেছে সুরিন্দর মিউজিক। ইউটিউব ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গানটি পাওয়া যাবে।

মারাত্মক বিপদের মুখে সৃজলা?

বিগ বস বাংলার ঘরে বড় অঘটন। নন্দিনীর জন্যে নিজের মাতৃত্বের ক্ষমতাও হারাতে পারেন সৃজলা? এই তথ্য সামনে আসার পর থেকে উত্তাল হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। কদিন আগেই

দেখা যায় যে, বিগ বস বাংলার ঘরে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক চলাকালীন চোট পান সৃজলা গুহ। নন্দিনী তাঁকে ঘোড়া থেকে নামানোর সময় একটু বেশিই বলপ্রয়োগ করে ফেলেন। তার ফলে মাটিতে আছড়ে পড়েন সৃজলা। এরপর প্রায় ৫ দিন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসাও চলে।

তবে এখন ঘরের বহু সদস্যই মনে করছেন যে, সৃজলা 'ভিক্টিম কার্ড' খেলছেন। আর সৃজলার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ তোলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সোনামণি, তনুশ্রী, নিরঞ্জনও। এরপরই মেজাজ হারাতে দেখা যায় সৃজলাকে। তনুশ্রীর তোলা অভিযোগে চিৎকার করে বলেন যে, তিনি কোনও দিনই নন্দিনীকে ক্ষমা করবেন না। কারণ নন্দিনী তাঁকে ফেলে দেওয়ার কারণে তিনি সন্তানধারণের ক্ষমতা অবধি হারাতে পারতেন। প্রসঙ্গত, সৃজলা এর আগেও জানিয়েছিলেন যে, ওভারিতে চোট পেয়েছিলেন নন্দিনী তাঁকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়ার কারণে। এমনকী, বিগ বসের ঘরে এখনো চলছে তাঁর ফিজিওথেরাপি।

আর সৃজলার এই দাবি সামনে আসার পর, ফের ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

পথকুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাড়ছে উদ্বেগ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরজুড়ে পথকুকুরের দাপট বেড়ে চলেছে। অভিযোগ, পথকুকুররা বিভিন্ন সময় পথচলতি আমজনতা সহ বাইকের পিছু নেয়। আতঙ্কে অনেকে রাস্তা বদলে নেন। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পুরনিগম কেন দেরি করছে, এই প্রশ্ন উঠছে। কর্তৃপক্ষের অবশ্য সাফাই, স্টেরিলাইজেশনের কাজ থমকে নেই। তবে স্থায়ী চিকিৎসক না থাকা বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুর প্রশাসক আর বিমলা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রায় এক বছর আগে পুরনিগমের তরফে ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকায় 'হৃদয় স্পর্শ আরোগ্য কেন্দ্র' গড়ে তোলা হয়। নিয়মিতভাবে সেখানে পথকুকুরদের স্টেরিলাইজেশন প্রক্রিয়া চলার কথা। তবে সেখানে স্থায়ী চিকিৎসক না থাকায় সমস্যা খানিকটা বেড়েছে বলে সূত্রের খবর। পুর কর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, বর্তমানে কালিম্পং থেকে একজন চিকিৎসক মাসে দু'দিনের জন্য আসেন। ওই সময়কালে তিনি প্রায় ৬০টি কুকুরের স্টেরিলাইজেশন করেন। তবে স্থায়ী চিকিৎসক থাকলে সেই সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হত।

অন্যদিকে, নির্বাচিত পুর বোর্ড না থাকাও বড় একটা সমস্যা বলে মনে করছেন পুরকর্তাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, নির্বাচিত পুর বোর্ড থাকলে কাউন্সিলাররা নিয়মিত উপদ্রুত এলাকা চিহ্নিত করে দিতেন। তবে এখন সেই সুযোগ নেই। ফলে সাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে স্টেরিলাইজেশন করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে মাঝেমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় আচমকা অভিযান চালিয়ে কুকুর ধরা হয়। তবে কাজটা খুব একটা সহজ নয় বলেই দাবি।

২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি এলাকার বাসিন্দা টিঙ্কু গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে প্রায় সাতটি পথকুকুর ভিড় করে থাকে। তিনি বলেন, 'কুকুরগুলো যখন-তখন তেড়ে আসে। সেক্ষেত্রে পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তবে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।' এনটিএস মোড় হয়ে জাবরাভিটার উদ্দেশে রওনা হওয়া রাকেশ মণ্ডল বলেন, 'কাজের সুবাদে প্রতিদিন রাতে এনটিএস মোড় হয়ে যেতে হয়। মাঝেমধ্যে ওই এলাকায় কুকুর তেড়ে আসে। ফুলেশ্বরী মোড়েও একই ঘটনা ঘটে।'

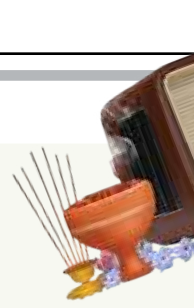

পালটানো সময়ে আবেগের মহালয়া

বাঙালির দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হাজারো স্মৃতি। অনেক অভ্যেস। মহালয়ার সকালে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহালয়া শোনা একসময় বাঙালির 'রিচুয়াল' ছিল। কিছু প্রবীণ আজও পরম যত্নে সেই 'রিচুয়াল' পালন করেন। মহালয়ার আগে রেডিও পরিষ্কার করেন, ব্যাটারি পালটান। নবীন প্রজন্মের অবশ্য সেই নস্টালজিয়া নেই। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে আসা ভিডিও ক্লিপে মহালয়ার বিভিন্ন অংশ শোনেন।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৬ অক্টোবর : সময় পালটেছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে গিয়ে পালটেছে বাঙালির দুর্গাপুজোও। কিন্তু সব কি আর পালটায়! যুগ পেরিয়েও কিছু জিনিস একই থেকে যায়। যেমন মহালয়া। একসময় বাঙালির পুজো শুরু হত রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে মহালয়া শুনে। পডকাস্ট আর ইনস্টাগ্রাম রিলের যুগে এখন সেই অভ্যেস খানিক ফিকে হয়েছে। তবে এখনও অনেক প্রবীণ মহালয়ার কয়েকদিন আগে রেডিও থেকে ধুলো সরান। ব্যাটারি পালটান। তাঁদের কাছে মহালয়ার ভোর আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলা সমার্থক। নবীন প্রজন্ম অবশ্য এই 'নস্টালজিয়া'য় বাঁচে না। ব্যস্ততার এই যুগে জেন জেড-রা সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে আসা ভিডিও ক্লিপে মহালয়ার বিভিন্ন অংশ শোনেন।

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা বছর সাতাত্তরের রবীন্দ্রনাথ সেন মাঝেমধ্যে রেডিওটা চালিয়ে গান এবং খবর শোনেন। পড়ে থেকে যাতে রেডিওটা নষ্ট না হয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা। মহালয়ার দিন চারেক আগে রেডিও থেকে ধুলোর আস্তরণ মুছে নেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মোবাইলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া শোনাই যায়, কিন্তু মহালয়ার ভোরে রেডিওর স্পিকার দিয়ে ওই কণ্ঠস্বর ঝরঝর শোনার আমেজ মোবাইলে কখনোই পাওয়া যাবে না। ওটা একটা ইমোশন।'

ইসলামপুর কলেজের সপ্তম সিমেস্টারের ছাত্র পার্থ ঘোষের রেডিওতে মহালয়া শোনার সময় হয় না। তিনি বলেন, 'ছোটবেলায় দিদি আর মায়ের সঙ্গে বসে টিভিতে মহালয়া দেখতাম। মা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলত। কিন্তু এখন আর সেভাবে মহালয়া দেখা হয় না। রেডিওতেও মহালয়া শোনা হয় না। রিলসে মহালয়ার যেটুকু ক্লিপ আসে সেটুকুই দেখি।'

শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির প্রতিমা সরকারের জীবনে রেডিওর গুরুত্ব অপরিসীম। একা থাকলে তিনি মাঝেমধ্যেই রেডিও চালিয়ে গান শোনেন। মহালয়ার আগে রেডিও পরিষ্কার করাটা তাঁর কাছে প্রায় 'ব্রত'-র মতো। একগাল হেসে প্রতিমা বলেন, 'ব্যাটারি, রেডিও সব রেডি। ঘড়ঘড় আওয়াজের পর যখন চেনা স্টেশন থেকে চেনা সুর ভেসে আসে, মনে হয় পুরোনো দিনগুলো যেন ফিরে এল। যান্ত্রিকতার এই যুগে রেডিও আমায় অদ্ভুত শান্তি দেয়।' একই কথা বলেছেন শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী বিশ্বজিৎ দে।

ইসলামপুর কলেজের সপ্তম সিমেস্টারের ছাত্রী রিংকি বিশ্বাসের রেডিও নিয়ে সেভাবে নস্টালজিয়া নেই। স্মৃতি আছে। তিনি বলেন, 'ছোটবেলায় মহালয়ার জন্য আলাদাই উদ্দীপনা ছিল। আগের দিন রাত থেকেই পরিকল্পনা করে রাখতাম, সকালবেলা উঠে মহালয়া দেখতেই হবে। বাবা যেহেতু কর্মসূত্রে বাইরে থাকত, তাই আমি, মা আর আমার বোন মল্লিকা একসঙ্গে টিভির পর্দায় মহালয়া দেখতাম। পাশের বাড়ির এক দাদুর রেডিও ছিল। সেই রেডিওতে মহালয়ার শব্দ ভেসে আসত, সেটাও শুনতাম। এখন মহালয়া নিয়ে সেরকম কোনও উদ্দীপনা নেই। এখন মহালয়া নিয়ে আলাদা কোনও প্ল্যানিংও নেই।'

শিলিগুড়ির রাজপথে মিছিল সিপিএমের। মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

হাসপাতালে লম্বা লাইন

জ্বর-সর্দি-কাশি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আবহে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় শিলিগুড়িতে বাড়ছে জ্বর, সর্দি ও কাশির প্রকোপ। ভাইরাল ফিভারের উপসর্গ নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভিড় করছে আট থেকে আশি- সব বয়সের মানুষ। আক্রান্তদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যাও যথেষ্ট বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসা রোগীদের বড় অংশেরই জ্বর, সর্দি ও কাশির উপসর্গ ছিল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন প্রায় দেড় হাজার রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁদের অনেকেই এই উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন।

দিনের তীব্র রোদ, আবার সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা কমে যাওয়া- আবহাওয়ার দ্রুত এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে শরীরে। পুজোর আগে বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

ঘোগোমালির বাসিন্দা তপতী দে পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে এদিন হাসপাতালে এসেছিলেন। জ্বর, সর্দির কারণে স্কুল থেকে মেয়েকে ছুটি করিয়ে আনেন তিনি। তপতীর কথায়, 'রাত থেকে জ্বর ছিল। স্কুলে গিয়ে আরও জ্বর আসে। সঙ্গে সর্দি, কাশি ছিল। তাই হাসপাতালে নিয়ে আসি।'

১০ বছরের ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন পালপাড়ার বাসিন্দা রজনী দাস। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে প্রায় সকলের জ্বর, সর্দি, কাশি লেগে রয়েছে। তা থেকে ছেলের শুরু হয়েছে। কাল সারারাত ঠিক করে ঘুমাতে পারেনি।'

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিতকুমার তিওয়ারি বলেন, 'আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন জায়গাতেই শিশুদের মধ্যে সর্দি, কাশি ও জ্বরের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।' কোনও শিশুর জ্বর, সর্দি বা কাশি হলে অন্তত দু'দিন তাকে স্কুলে না পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি গরম খাবার খাওয়ানো, পর্যাপ্ত জল ও ফল খাওয়ানোর মাধ্যমে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পরামর্শও দিয়েছেন।

এদিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, অ্যামোক্সিসিলিনের মতো অ্যান্টিবায়োটিকের সরবরাহে ঘাটতি থাকায় বহু রোগীকে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। কবে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে এবং ভাইরাল ফিভার থেকে বাঁচতে কী সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে, তা নিয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক সৈকত দত্তের পরামর্শ, 'জ্বর, সর্দি ও কাশি থেকে দূরে থাকতে এই সময়ে মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি।' তাঁর মতে, আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে বর্তমানে এই ধরনের ভাইরাল সংক্রমণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

পুজোর আগে আবহাওয়ার এই ভোল বদলে তাই সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে ভিড় এড়িয়ে চলা, পর্যাপ্ত জল পান করা এবং উপসর্গ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা।

- ভিড় এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে
- গরম খাবার খাওয়ান শিশুদের
- পর্যাপ্ত জল পান করতে হবে
- ফল খাওয়ানোর মাধ্যমে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা দরকার
- এই সময়ে মাস্ক ব্যবহার করুন
- জ্বর, সর্দি বা কাশির মতো উপসর্গ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

দু'হাজার ফর্ম ফিলআপ করে জমা এসডিও অফিসে

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, কিন্তু বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে নাম বাদ যাওয়ায় মিলছে না অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধে। কারও আবার ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় কর্মক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এবার সেই ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযান করল সিপিএম। এসআইআর-এ বাদ যাওয়া নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় তোলার জন্য নির্বাচন কমিশনের ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার মহানন্দা সেতুর সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়। এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া বৈধ ভোটারদের নাম তোলা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এই মিছিল হয়। এছাড়াও নাম বাদ যাওয়া প্রায় দু'হাজার মানুষের ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেওয়া হয়। এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক বিপ্লব চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী, দিলীপ সিং, গৌতম ঘোষ ও ঝরেন রায়।

এদিনের মিছিলে বিধাননগর থেকে আসা মর্জিনা খাতুন বলেন, 'এসআইআর-এ নাম বাতিল হওয়ায় সরকারি প্রকল্প অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাচ্ছি না। তবে র‍্যাশন মিলছে।' যোগ্য ভোটারদের নাম তোলার দাবিতে প্রথম থেকেই রাস্তায় নেমে দাবি জানিয়েছে সিপিএম। এদিনের মিছিলে নকশালবাড়ি থেকে আসা মহম্মদ মুস্তাজ বলেন, 'এসআইআর-এ আমার স্ত্রীর নাম বাদ গিয়েছে। ভোটার তালিকায় যাতে নাম ওঠে সেজন্য বাড়ি গিয়ে সিপিএমের প্রতিনিধিরা আমাদের ফর্ম ফিলআপ করেছেন।'

যোগ্যদের ভোটার তালিকায় নাম না উঠলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামা হবে বলে সমন পাঠক জানান। তিনি বলেন, 'ভোটাধিকার থেকে যাতে কোনও যোগ্য মানুষ বাদ না পড়েন সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। এসআইআর-এ নাম বাদ পড়ায় মানুষের বিভিন্ন কাজে সমস্যা হচ্ছে। আমরা প্রতিটি বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের কাছে তুলে ধরেছি।'

ঘাট পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : রাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিমা নিরঞ্জনে ক্রেন ব্যবহার করা হবে না। শিলিগুড়িতে বিকল্প পদ্ধতি চূড়ান্ত করতে মঙ্গলবার মহানন্দার লালমোহন নিরঞ্জন ঘাট পরিদর্শন করেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগম, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ, সেচ দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের আধিকারিক।

বড় প্রতিমা নিরঞ্জনে কনভেয়ার বেল্ট কিংবা ট্রলি ব্যবহার করা হতে পারে। ভিড় সামলাতে দুটি কনভেয়ার বেল্ট বা ট্রলি বসানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে ঘাটে বাড়তি লোকবল মোতায়েন করা হবে। তবে পুলিশের একাংশের দাবি, শিলিগুড়িতে কনভেয়ার চেইনের ব্যবস্থা নেই। তাই ট্রাক থেকে প্রতিমা নামাতে চেইন ব্যবহার করা হতে পারে।

আজ শহরে

- নৃত্য মল্লিকা ডান্স অ্যাকাডেমির আয়োজনে নৃত্যানুষ্ঠান 'আগমনী'। বিকাল ৫টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

আদালতে ফের পিটিশন দাখিল

নিয়োগ নিয়ে তদন্ত চায় ডাক বিভাগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : জাল নথি দেখিয়ে গ্রাম ডাক সেবকের চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের তদন্তে পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় ডাক বিভাগ। এবার গোটা ঘটনার নতুন করে তদন্তের দাবিতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হল তারা। মঙ্গলবার ডাক বিভাগের তরফে শিলিগুড়ি আদালতের এসিজেএম কোর্টে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

কোভিড পরিস্থিতির সময় ডাক বিভাগের তরফে গ্রাম ডাক সেবক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। পোস্ট মাস্টার জেনারেল, নর্থ বেঙ্গল রিজিওনের অধীনে এমন প্রায় ৪০ জনের নিয়োগ হয়। পরবর্তীতে তাঁদের নিয়োগের নথি নিয়ে ডাক বিভাগের অন্দরে তীব্র সন্দেহ তৈরি হয়। অভিযোগ ওঠে, ওই ৪০ জনেরই নিয়োগ হয়েছে ভুয়ো নথির ভিত্তিতে। অভ্যন্তরীণ তদন্তে পরবর্তীতে ৪০ জনের মধ্যে ১৬ জনের নথি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, তাঁরা উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ থেকে মাধ্যমিক পাশের শংসাপত্র দেখিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর পোস্ট মাস্টার জেনারেল, নর্থ বেঙ্গল রিজিওনের তরফে ২০২২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর ২০২৩ সালের ৫ অক্টোবর পুলিশ আদালতে ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেয়। পুলিশের রিপোর্টে অভিযোগের সত্যতা না থাকার কথা উল্লেখ করে 'মিসটেক অফ ফ্যাক্টস'-এর কথা বলা হয়। তবে পুলিশের সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়নি ডাক বিভাগ। অভিযোগ, পুলিশ যে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তার সমর্থনে পর্যাপ্ত তথ্য বা নথি ডাক বিভাগের সামনে তুলে ধরা হয়নি। ফলে ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে ফের তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি ডাক বিভাগের।

এই পরিস্থিতিতে চলতি বছর নতুন করে আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি শুরু করে ডাক বিভাগ। আইনমন্ত্রকের দার্জিলিং জেলার স্ট্যান্ডিং গভর্নমেন্ট কাউন্সেল তথা আইনজীবী উদয় ভট্টাচার্যের কাছে বিষয়টি পর্যালোচনা করে রিভিউ পিটিশন দাখিলের আবেদন জানানো হয়। সেইমতো মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতের এসিজেএম কোর্টে ডাক বিভাগের হয়ে নতুন করে পিটিশন দাখিল করেন উদয়।

এদিন উদয় বলেন, 'যেভাবে ভুয়ো নথি দেখিয়ে ১৬ জন চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা কীভাবে চাকরি পেলেন এবং তাঁদের চাকরি দেওয়ার পিছনে কারা ছিলেন, সেই বিষয়টি নতুন করে তদন্তের মাধ্যমে সামনে আসুক—এটাই ডাক বিভাগের দাবি। সেই কারণেই নতুন করে তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা ১৫ জন আলিপুরদুয়ার এবং একজন কোচবিহারের বাসিন্দা। বর্তমানে তাঁরা প্রত্যেকেই সাসপেন্ডে রয়েছেন বলে ডাক বিভাগ সূত্রে খবর। এখন আদালত নতুন করে তদন্তের আবেদনে কী নির্দেশ দেয়, এছাড়াও সত্যিই জাল নথির মাধ্যমে ওই নিয়োগ হয়ে থাকলে তার পিছনে কারা ছিলেন এবং কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সেই নথি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেদিকেই তাকিয়ে ডাক বিভাগ।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুলে 'লিটল দুর্গা ইন দ্য সিটি'। মঙ্গলবার।

খুদেদের নিয়ে উদযাপন

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : খুদে দুর্গাদের নিয়ে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুলে আয়োজিত হল 'লিটল দুর্গা ইন দ্য সিটি'। হিমাঞ্চল বিহারের স্কুল ক্যাম্পাসে আয়োজিত 'মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা'র এই অনুষ্ঠানে তিন থেকে আট বছর বয়সি বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা নাচ ও গান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেরণা এডুকেশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা রীতা সেনগুপ্ত এবং সমাজকর্মী দুর্বা মৈত্র চট্টোপাধ্যায়। স্কুলের ছাত্রীদের তৈরি অলংকারের প্রদর্শনীও ছিল আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র।

স্কুলের প্রিন্সিপাল নিবেদিতা চক্রবর্তী বলেন, 'প্রাক-প্রাথমিক ও মন্টেসরির পড়ুয়ারা আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। দেবী দুর্গা শক্তি, সাহস, সহনশীলতার প্রতীক। ছোটদের এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।' প্রথমবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ১১টি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহ সভাপতি ভাস্কর রায়, প্রধান শিক্ষিকা অনুশ্রী রায় প্রমুখ।

বাড়িভাসা আন্ডারপাস সংস্কারের সিদ্ধান্ত রেলের

অর্থবরাদ্দ করবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : আন্ডারপাসের সর্বত্রই খানাখন্দ। ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থাও মুখ থুবড়ে পড়েছে। যে কারণে খানাখন্দে ভরা আন্ডারপাসে বছরভরই জল জমে থাকে। ফলে ওই পথ ধরে চলাচল করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গাড়িচালক থেকে সাধারণ নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় প্রত্যেককেই। যা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই ক্ষোভ বাড়ছে। এবার বাড়িভাসা আন্ডারপাসের এই বেহাল পরিস্থিতির পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল রেল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রেলের তরফে ওই আন্ডারপাস নতুন করে সংস্কার করা হবে। তবে পুজোর আগে খানাখন্দ ভরাটের কাজ করবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। এসজেডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিক আলোচনায় ওই আন্ডারপাসটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। সেই কাজের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর অর্থ বরাদ্দ করবে।'

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সরাসরি ইস্টার্ন বাইপাসের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করতে বাম জমানায় বাড়িভাসা এলাকায় আন্ডারপাস গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে তার সংস্কার না হওয়ায় খানাখন্দ ক্রমেই বেড়েছে। শুখা মরশুমে আন্ডারপাস দিয়ে কিছুটা চলাচল সম্ভব হলেও, ভরা বর্ষায় আন্ডারপাস জলমগ্ন হয়ে থাকায় চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়। যানবাহন ছাড়া আন্ডারপাস দিয়ে চলাচল কার্যত অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, তাও যথেষ্ট ঝক্কির। স্থানীয়দের বক্তব্য, মাঝেমধ্যেই টোটো উলটে পড়ছে। দুর্ঘটনায় পড়ে জখম হচ্ছেন যাত্রীরা। পরিস্থিতির পরিবর্তনে আন্ডারপাসটি সংস্কারের দাবি উঠছে অনেক দিন ধরেই। পথ অবরোধও করেছেন স্থানীয়রা। তৃণমূল জমানায় একাধিকবার আশ্বাস মিললেও, তা বাস্তবের মুখ দেখেনি।

বাড়িভাসা সংলগ্ন আন্ডারপাসটি সংস্কার হবে পুজোর পরে।

তবে রাজ্যে পালাবদলের পর এবার আশার আলো দেখা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে সোমবার ম্যারাথন বৈঠক সেরেছেন। পুরনিগমে চলা ওই বৈঠকে এসজেডিএ-র কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই নতুন করে আন্ডারপাসটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য টাকা দিলেও আন্ডারপাসটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রেলেরই। কিন্তু রেলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমন্বয় না থাকায় সংস্কার সংক্রান্ত কোনও কাজ হয়নি এতদিন। এবার পাকাপাকিভাবে বাড়িভাসা আন্ডারপাসের সংস্কারের দায়িত্ব রেলের কাঁধেই তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুজো মিটলে আন্ডারপাসটি পুরোদমে সংস্কার করবে রেল। খরচ করা হবে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। তবে সংস্কারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকা পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর বরাদ্দ করবে। এসজেডিএ মারফত সেই টাকা রেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আধিকারিকদের একাংশের দাবি, বছর শেষের আগেই ওই আন্ডারপাসটি পুরোপুরিভাবে সংস্কার করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, পুজোর মরশুমে ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসের খানাখন্দও এসজেডিএ-র উদ্যোগে ভরাট করা হবে। যানজট এড়াতে দিনের পরিবর্তে মধ্যরাতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উল্কা

নামিবিয়ার এক কৃষিজমিতে হোবা নামের এক বিশালাকার উল্কাপিণ্ড পড়ে রয়েছে, যা পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা একক বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড। প্রায় আশি হাজার বছর আগে এটি মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছিল। ষাট টনেরও বেশি ওজনের এই উল্কাপিণ্ডটি চুরাশি শতাংশ লোহা দিয়ে তৈরি। আশ্চর্যের বিষয় হল, মাটিতে পড়ার সময় এটি কোনও বিশাল গর্ত তৈরি করেনি। অতিরিক্ত ওজনের কারণে এটিকে কোনও মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তাই খোলা আকাশের নীচেই এটি সংরক্ষিত রয়েছে।

আকাশে আলোর খাড়া স্তম্ভ

কনকনে শীতের রাতে বরফপ্রধান দেশে অনেক সময় আকাশজুড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মাটি থেকে সোজা মহাকাশের দিকে রঙিন আলোর খাড়া স্তম্ভ উঠে গিয়েছে বলে মনে হয়। এদের লাইট পিলার বলা হয়। প্রচণ্ড ঠান্ডায় যখন বাতাসে ভাসমান কোটি কোটি ছোট ছোট বরফের স্ফটিক একদম সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নামতে থাকে, তখন শহরের রাস্তার বাতি বা গাড়ির হেডলাইটের আলো সেই বরফের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সোজা ওপরের দিকে এমন লম্বা পিলারের মতো মায়াবী রূপ নেয়।

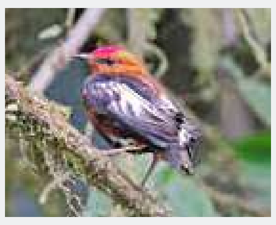

ডানার ঘর্ষণে বেহালার সুর

পাখিরা গান গাওয়ার জন্য সাধারণত গলার স্বরনালি ব্যবহার করে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে থাকা ক্লাব-উইংড ম্যানাকিন নামের এক ছোট পাখি সুর তোলে সম্পূর্ণ নিজের ডানা দিয়ে। এদের ডানার পালকগুলো বিশেষ ধরনের খাঁজকাটা এবং শক্ত হয়। মিলনের সময় পুরুষ পাখিটি সেকেন্ডে একশোরও বেশি বার ডানা দুটোকে পিঠের ওপর এমনভাবে ঘষে যেন কোনও শিল্পী বেহালার তারে ছড় টানছেন। এই ডানার নিখুঁত ঘর্ষণে জঙ্গলের মাঝে অত্যন্ত মিষ্টি এক ঝিঁঝি সুর তৈরি হয়।

প্রাচীন মিশরের ডিমের টুথপেস্ট

আজকাল দাঁত মাজার জন্য আমরা হরেক রঙের পেস্ট ব্যবহার করি, কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরের মানুষও দাঁতের যত্ন নিতে জানত। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে তারা বিশ্বের প্রথম টুথপেস্ট তৈরি করেছিল। তাদের পেস্ট তৈরির উপকরণ শুনলে অবাক হতে হয়। তারা গোরুর পোড়া খুর, ভস্মীভূত ডিমের খোসা, ছাই এবং সুগন্ধি খনিজ পাথর গুঁড়ো করে এক বিশেষ মাজন তৈরি করত। এই খসখসে পেস্ট নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষে তারা নিজেদের দাঁত পরিষ্কার ও সাদা রাখত।

জরিমানা আদায়ের পথেও হাঁটছে স্বাস্থ্য দপ্তর

অভীককে বহিষ্কারের নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : বিতর্কিত চিকিৎসক অভীক দে'র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্য দপ্তর। অবিলম্বে তাঁকে জেনারেল সার্জারির এমএস পাঠক্রম থেকে বহিষ্কারের জন্য এসএসকেএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের নির্দেশও দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন।

ফলে উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম নেতা অভীক শুধু চাকরি রক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, ভুয়ো নথি পেশ করে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইনিভাবেও আরও বিপাকে পড়লেন।

মঙ্গলবার রাত ১০টা ২১ মিনিটে পরপর দু'বার অভীকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারাও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে থ্রেট কালচার নিয়ে সরব হন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সেই সময় মেডিকেল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারের ঘটনায় অভীকের নাম উঠে আসে।

পরীক্ষায় পাশ করানো এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত সংগঠন করার জন্য নিয়মিত চাপ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আরজি করের ঘটনার পরদিন সকালে সেমিনার হলে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়। তা নিয়ে তোলপাড় হয়।

পরে রাজ্যজুড়ে চাপের মুখে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল অভীককে সাসপেন্ড করে।

এরপর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিও

ডায়াগনোসিস বিভাগের রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সার্ভিস কোটায় হঠাৎ এসএসকেএমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে সুযোগ পান অভীক। তা নিয়েও বিতর্ক হলে তৎকালীন স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি আমলে নেয়নি।

উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম নেতা তথা আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক নেতা অভীকের বিরুদ্ধে তখন থেকেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে। কিন্তু পূর্বতন সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ভবন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বাকি অভিযুক্তদের মতো অভীকও দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

রাজ্যে পালা বদলের পরে অভীকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করে স্বাস্থ্য ভবন। তাঁকে প্রাথমিকভাবে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। গত মাসে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দেয়।

সেখানে বলা হয়, ভুয়ো সার্ভিস কোটায় অভীককে এসএসকেএমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত কমিটি অবিলম্বে তাঁকে কোর্স থেকে বহিষ্কার, বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ভুল তথ্যের শংসাপত্র দেওয়া স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় অভীকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় এসেছে বলে রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলেছে। স্বাস্থ্য ভবনের এই সিদ্ধান্তে অভীকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের গুরুত্ব নতুন করে সামনে এসেছে।

একইসঙ্গে ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

গোদরেজের নতুন মডুলার ফার্নিচার সলিউশন

মুম্বই, ৬ অক্টোবর : কর্পোরেটে দুনিয়ায় কাজের ধরন বদলাতেই অফিসের অন্দরসজ্জা ও পরিকাঠামোয় নতুনত্ব আনতে এবার মডুলার ফার্নিচার সম্ভার 'ওয়ার্কস্পেস' বাজারে আনল গোদরেজ এন্টারপ্রাইজেস গোষ্ঠীর অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'ইন্টিরিও বাই গোদরেজ'। মঙ্গলবার এই নতুন ক্যাটিগোরির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, হাইব্রিড মিটিং, সম্মেলন বা যৌথ আলোচনার মতো বিভিন্ন ধরনের কাজের সুবিধার্থে এই বিশেষ ফার্নিচার তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সহজে সরানো যায় এমন টেবিল, আরামদায়ক বসার আসন, গোপনীয়তা বজায় রাখার পার্টিশন ও পাওয়ার সলিউশনের মতো একাধিক আধুনিক উপাদান। অফিসের মূল পরিকাঠামোয় কোনও ভাঙচুর না চালিয়েই স্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই আসবাবপত্রগুলো অনায়াসে অদলবদল করা সম্ভব।

পাহাড়ে পুরভোটের প্রস্তুতি পদ্মের

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পুরসভা নির্বাচন সামনে রেখে পাহাড়ে সংগঠন সাজাতে শুরু করল বিজেপি। মঙ্গলবার কালিম্পংয়ে পুরভোটের জন্য নির্বাচন কমিটি গঠন করেছে দল। পুরভোট সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই কমিটিই নেবে বলে খবর। ২০১৭ সালে কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিক পুরসভায় শেষবার নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিন পুরসভায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়েই বিজেপি প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির পার্বত্য শাখার সহ সভাপতি শুভ প্রধান ও কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভরত ছেত্রী নির্বাচন কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটিতে পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং স্থানীয় বিধায়ককে প্রথম সারিতে রাখা হয়েছে। জিটিএর একাধিক সভাসদ এবং কালিম্পংয়ের স্থানীয় নেতা-নেত্রীরাও কমিটিতে রয়েছেন। কার্সিয়াং ও মিরিকের জন্যও একইভাবে কমিটি গঠন করা হবে বলে খবর। অন্যদিকে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাও চলতি সপ্তাহে পুরভোটের জন্য কমিটি গঠন করে প্রচারে নামবে বলে জানা যাচ্ছে।

ধুন্ধুমার দিল্লিতে

প্রথম পাতার পর

যোগ দিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টি সভাপতি অখিলেশ যাদব, জয়া বচ্চন, আরজেডি-র মনোজ ঝা, এনসিপি-র (শারদ) সুপ্রিয়া সুলে, সিপিএমের জন ব্রিটাস প্রমুখ। জ্ঞানেশের পদত্যাগ ছাড়া এসআইআর নিয়ে অভিযোগের তদন্ত এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার জবাবদিহির দাবি তোলেন তাঁরা। আরএসএসের পোশাকে জ্ঞানেশের কাটআউট দেখা যায় মিছিলে।

পুলিশ আটকালে ব্যারিকেডের ওপরে উঠে জাতীয় পতাকা নাড়তে থাকেন রাহুল। সমাজবাদী পার্টির কয়েকজন সমর্থকও ব্যারিকেডে উঠে পড়েন। মমতা শিবিরের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তিত ফর্ম ৬ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'বিরোধীরা যে প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে তুলছিল, আদালতের পর্যবেক্ষণে সেটাই সামনে এসেছে।'

তাঁর কথায়, 'আদালত ফর্ম ৬ নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়, নিলে এসআইআর-এর বৈধতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হবে।' গোড়ার দিকে পুলিশ সংযম দেখালেও আকাশবাণী ভবনের কাছাকাছি পৌঁছাতেই মাইকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। বাধার মুখে রাস্তায় বসে পড়েন বিরোধী সাংসদরা। 'তানাশাহি নেহি চলেগি' স্লোগান দিয়ে অখিলেশ অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির কোনও পার্থক্য নেই।অভিষেক, ডেরেক, কল্যাণ, মহুয়া সহ একাধিক সাংসদকে বাসে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অখিলেশকেও আটক করা হয়। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রিয়াংকাকেও বাসে তোলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আচমকা বাসে না উঠে আকাশবাণী ভবনের দিকে এগিয়ে যান। রাহুলের সাফ কথা, 'মোদি, শা, জ্ঞানেশ কুমারকে সরতেই হবে। একদিন না একদিন তাঁদের শাস্তি হবে।' যদিও কমিশন সূত্রে খবর, ইন্ডিয়া জোটের তরফে তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানানো হয়নি। পরে জানা গিয়েছে, বুধবার বিরোধীদের সঙ্গে দেখা করবে কমিশন।

প্রশ্ন দুই উপনির্বাচনে

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'এটা শুধু উপনির্বাচন বলা হয়েছিল। কিন্তু ভোটের মর্যাদা কি কখনও নির্বাচনের আকারের উপর নির্ভর করে? পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে ভোট চুরি হয়- এই ভিডিও তার জ্বলন্ত উদাহরণ।' মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য দাবি, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর- দুই আসনেই শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট হয়েছে। বিরোধীদের লোক নেই বলে মুখরক্ষায় ভোট লুটের অভিযোগ করছে।

তাঁর এই বক্তব্য নস্যাৎ করে একসুরে বিরোধীদের দাবি, উপনির্বাচনে প্রথা ভেঙে ভোটের হারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ভোট লুটের প্রমাণ। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে তাই পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছে কংগ্রেস। বাম আমল তো বটেই, তৃণমূল সরকারের শাসনের শেষ দশ বছরে ভোট লুট, ছাপ্পা, রিগিং, বুথ জ্যামিং, পুলিশি জুলুম কার্যত নির্বাচনের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। '২৬-এর নির্বাচনে বিজেপির অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল হরণ করা ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ৫ মাসের মধ্যে বাংলায় প্রথম উপনির্বাচনে সেই অধিকারই ফের হরণ করা হল বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা। বিরোধী থাকাকালীন মমতা সরকারের পুলিশকে দলদাস বলে আইনের শাসন কায়েম করার কথা বলতেন শুভেন্দু ও তাঁর দল। সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই বৃহস্পতিবারের ভোটে পক্ষপাত, এমনকি বিজেপির হয়ে ছাপ্পা মারার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ করায় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের দিকে রে-রে করে তেড়ে যান বিজেপি কর্মীরা। মিলন বলেন, পুলিশ তাঁকেও মারতে গিয়েছিল। দুপুরে নন্দীগ্রামের নন্দননায়েকবাড়ের বুথে টোটোয় গিয়ে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ধারণা, শেষপর্যন্ত ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ ভোট পড়বে। রেকর্ড ভোটে জয়ী হবে বিজেপি।'

তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে ২০১৬-তে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর ভোটের সর্বোচ্চ ফারাক ছিল ৮২ হাজার। ২৬-এর ভোটে এই বিজেপির প্রার্থী হিসাবে শুভেন্দুর সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের ব্যবধান ছিল প্রায় ১০ হাজার। সেই আসনে এবার রেকর্ড ভোটে জিতবেন বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

মুখে সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন বলে মুসলিমদের মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিলেও মুসলিম ভোট বিজেপি পাবে না ধরে নিয়ে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের মুসলিম প্রধান এলাকার ভোটারদের কার্যত গৃহবন্দি করে রেখে অথবা ভয় দেখিয়ে নির্বিচারে ছাপ্পা চলেছে বলে অভিযোগ। এই কাজে পুলিশ সাহায্য করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সঙ্গে হুমায়ুনের বচসা ও ধাক্কাধাক্কি হয়।

শুভেন্দু পুলিশি তৎপরতার সাফাই দিয়ে বলেন, 'আইন সকলের জন্য সমান। আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও অন্য বুথে গিয়ে নিয়ম ভাঙলে আমাকে আটক করতে পারে। হুমায়ুন আইনের ঊর্ধ্বে নন।' বিরোধীদের অভিযোগ নিয়ে নিয়মমাফিক প্রশাসনের রিপোর্ট তলব করা ছাড়া বিশেষ কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি কমিশনকে। কমিশন অবশ্য জানিয়েছে, প্রতিটি অভিযোগ যাচাই করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

নেতৃত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত

প্রথম পাতার পর

তাঁর নেতৃত্বে ভারত পরপর দুইবার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছে। গত বছর প্রথমবার ওডিআই বিশ্বকাপে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়। যার জন্য প্রচুর ত্যাগ ও পরিশ্রম যে তাঁকে করতে হয়েছে, সেই কথাও জানিয়েছেন। ভারতীয় মহিলা দলের হ্যারিদি লিখেছেন, 'আমার রক্ত, ঘাম, সময় ও বহুবার ব্যক্তিগত পারফরমেন্স এবং স্বপ্নকেও ত্যাগ করেছি। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন আমাকে নিজের উন্নতি এবং নিজের চাওয়া-পাওয়াকে পাশে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। কারণ, আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি যে দলের স্বার্থই সবার আগে।' নেতৃত্ব ছাড়ার পরই হরমনপ্রীতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বোর্ড সচিব মিঠুন মানহাস। বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে হরমনপ্রীত কাউরের অবদান ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে বিশেষ জায়গা পাবে।'

প্রশংসায় ভরিয়েছেন যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান, শেফালি ভার্মারাও। যুবরাজের কথায়, 'নেতৃত্বে থাকার সময় হরমন তুমি দেশকে গর্বিত হওয়ার মতো অনেক কিছু উপহার দিয়েছ।' শিখর বলেছেন, 'নেতৃত্ব মানে শুধু কতগুলি ট্রফি জিতেছ, তাই নয়। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার প্রভাব অপরিসীম। দেশকে গর্বিত হওয়ার মতো অনেক কিছু উপহার দিয়েছ।' হরমনপ্রীতের কাছে শেফালি কৃতজ্ঞ সবসময় তাঁর পাশে থাকার জন্য। তিনি বলেছেন, 'অভিষেকের সময় থেকে সবসময় তোমাকে পাশে পেয়েছি। মাঠে ও মাঠের বাইরে যে কোনও প্রয়োজনে জানতাম আমি তুমি পাশে আছ। হরমনদি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে তোমার অবদান সবসময় মনে রাখা হবে।'

রাস্তাজুড়ে জঞ্জাল

প্রথম পাতার পর

পুরনিগম সূত্রে খবর, গাড়ির সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার সমাধানে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষ নতুন করে ১২টি গাড়ি পথে নামাতে চলেছে। সেই তালিকায় ৯ টনের দুটি ও ১৯ টনের ছ'টি ডাম্পার এবং চারটি আর্থমুভার রয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, বুধবার সকালে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের উপস্থিতিতে ওই গাড়িগুলির উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনের পর থেকেই গাড়িগুলি পথে নামবে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, বর্তমানে যেসব গাড়ি খারাপ হয়ে গ্যারাজে পড়ে থাকছে, সেই গাড়ির চালকরা নতুন গাড়ি চালাবেন। সেইসঙ্গে নতুন করে আরও একাধিক চালক নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। তবে প্রশ্ন উঠছে, পথে নতুন গাড়ি নামার পাশাপাশি চালক নিয়োগ হলেও বাস্তবে শহর কি জঞ্জালমুক্ত করা সম্ভব হবে?

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার দুলাল দত্তের বক্তব্য, 'আমাদের বোর্ডের আমলে যে পরিষেবা ছিল, এখন তার বিন্দুমাত্র নেই। ওয়ার্ডের রাস্তায় রাস্তায় দিনভর জঞ্জাল পড়ে থাকছে। দুর্গন্ধ এবং রাস্তাজুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে থাকায় মানুষের সমস্যা হচ্ছে।' ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো অবশ্য দাবি করেছেন, 'ওয়ার্ড থেকে নিয়মিত জঞ্জাল নিয়ে যাচ্ছে। পরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।'

সম্পত্তি ক্রোক

প্রথম পাতার পর

তিনি বরাবরই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর তিনি অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি। তবে তাঁকে বিভিন্ন সময় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে।

তাঁর গ্রেপ্তারের দাবি এবং তদন্তকারীদের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে 'আত্মদীপ' নামে একটি সংগঠনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় ওই সংগঠনের আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার অভিযোগ করেন, ফেরার থাকলেও সরকারের কাছ থেকে বেতন পাচ্ছেন প্রশান্ত। তখন আদালত প্রশ্ন করে, 'কীভাবে বেতন দেওয়া হচ্ছে? তাঁর সম্পত্তি কেন বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না? কতদিন পালিয়ে আছেন তিনি?'

জবাবে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, আট-নয় মাস ধরে পলাতক প্রশান্ত। সুপ্রিম কোর্টের একটি পুরোনো রায়ের উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি জানান, এই ধরনের অভিযুক্ত ফেরার থাকলে আদালত তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিতে পারে। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট তাঁর সম্পত্তির তালিকা করে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিধাননগর আদালতে গিয়ে বৃহস্পতিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রশান্তকে। ১৪ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে সিআইডি-কে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। পুলিশের খাতায় ফেরার থাকাকালীন মদ্যপান করে গাড়ি চালিয়ে পথ সুরক্ষা বিধি ভাঙার অভিযোগে বিতর্কিত ওই প্রাক্তন বিডিও গ্রেপ্তার হলেও ১ হাজার টাকার বন্ডে জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন।

শমীক-সফরেও কাঁটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলাতেও রদবদল করে কোন্দল মেটানোর চেষ্টা হবে কি না, সেই নিয়ে জোর চর্চা নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তবে সভাপতি বদলালেই সমস্যা পুরোপুরি মিটবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে যথেষ্ট। কারণ, পুরনিগমের নির্বাচনের আগে প্রার্থীপদের দাবিদারদের তৎপরতা শুরু হয়েছে। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দাবিদারদের সংখ্যা। একাধিক সংগঠনের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। দলের নেতারা জানাচ্ছেন, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে পুরভোটের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। সেখানে মোর্চার প্রধান, মন্ত্রীদেরও থাকার কথা।

জেলা বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর এক নেতার বক্তব্য, 'আমরা আমাদের বক্তব্য একাধিক নেতার সামনে রেখেছি। রাজ্য সভাপতির কাছেও রাখব। জেলার বৈঠকে ডাকা হয়নি। কেন ডাকা হয়নি, নেতারাই বলতে পারবেন। পুরোনোরা গুরুত্ব না পেলে আগামীদিনে অন্য ভাবনা ভাবতে পারে।' শহরেরই এক পুরোনো নেতার আক্ষেপ, 'এটাই বোধহয় ক্ষমতার নিয়ম। দুঃসময়ে হাল ধরার পর সুখের সময় ছুড়ে ফেলে দেয়।' যদিও পদ্ম শিবিরের শিলিগুড়ি বিভাগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু সাহার বক্তব্য, 'সাংগঠনিক বৈঠক হবে। সবাই ডাক পাওয়ার কথা নয়। কেউ আলাদাভাবে দেখা করতেই পারে। কোন্দলের প্রশ্ন নেই।' এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে হুমায়ুনের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চিনে গিয়েছেন তিনি (পড়ুন হুমায়ুন) বিভাজনের রাজনীতি করছেন। কোনও সরকার অশান্তি চায় না। সরকারের দায়িত্ব, পুলিশের দায়িত্ব শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা।'

'ইন্ডি' জোট প্রসঙ্গে শমীকের কটাক্ষ, 'ইন্ডি জোট বলে কিছু নেই। কোনওদিন ওই জোটের অস্তিত্ব ছিল না। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে রাহুল গান্ধির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম ঘোষণা করে বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান। মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব করছেন।' অন্যদিকে, সিপিএমকে নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এতদিন কোথায় ছিল ওরা। প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে পাট্টা কেড়ে নিচ্ছিল। কৃষকসভা কোথায় ছিল যখন কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছিলেন না।'

যাত্রা বাতিল

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর আগে প্রযুক্তিগত কারণের জন্য কার্সিয়াং থেকে মহানদী যাওয়ার টয়ট্রেনের যাত্রা বাতিল করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। ৬ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ওই রুটে টয়ট্রেন সফর বাতিল রাখা হয়েছে। টয়ট্রেন নম্বর ০২৫৪২ এবং ০২৫৪৩ বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। যে সব যাত্রীরা এই ট্রেন সফরের টিকিট কেটেছিলেন, তাঁদের রেলের তরফে টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

নিদান সুকান্তর

বাগডোগরা, ৬ অক্টোবর : 'মাটিগাড়া এলাকায় বাংলাদেশি ধরা পড়েছে। খুঁজলে এমন আরও অনেক পাওয়া যাবে। আগের সরকার কিছুই করত না। এদের ধরে সাইজ করা উচিত।' মঙ্গলবার রাতে বালুরঘাট যাওয়ার সময় বাগডোগরা বিমানবন্দরে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। হুমায়ুন প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'খবরের শিরোনামে আসার জন্য বিভিন্ন স্থানে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে সে।'

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'বিরোধীরা আমাদের বদনাম করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন ইস্যু তুলছে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন নেহরু থেকে মনমোহন সিং পর্যন্ত কীভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ হত, তা তারা ভুলে গিয়েছে।' বিরোধীদের উদ্দেশ্য অশান্তি সৃষ্টি করে যেনতেনপ্রকারে ক্ষমতা দখল করা বলে দাবি করেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। আমরা অনেক ভোট পাব।'

চিতাবাঘের ভয়

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার সকাল থেকে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারি এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ায়। এলাকায় একটি কালভার্টের নীচে একটি চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। পরে সেই চিতাবাঘটি কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে পাশের একটি চা বাগানে প্রবেশ করে বলে স্থানীয়রা জানান। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হাতে লাঠি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন স্থানীয়রা। আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকায় আসেন। তবে তাঁরা চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ফেরাতে পারেননি। স্থানীয় বাসিন্দা বিষ্ণু রায় বলেন, 'এলাকায় সবাই আতঙ্কে রয়েছে। এর আগে পাশের এলাকায় হাতি এসেছিল।'

ধস

কিশনগঞ্জ, ৬ অক্টোবর : নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন কাদোগাঁও রেল হল্ট স্টেশনের পাশে রেললাইনের নীচের মাটি ধসে গিয়েছে। এর জেরে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। উত্তর-পূব সীমান্ত রেলের আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইনে ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের সুখানি থানা এলাকার ঘটনাস্থলে রেলকর্মীরা বস্তায় মাটি ভরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেললাইনটি প্রায় ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং কাটিহার রেল ডিভিশনের আওতাধীন। এই লাইনে মালগাড়ি ও এক জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন চলে।

কাটিহারের এসডিআরএম ডি বর্মা বলেন, 'রেলের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মেরামতির কাজ চলছে।'

হোমে ঠাঁই

বাগডোগরা, ৬ অক্টোবর : ১৬ বছরের এক নাবালিকা ৬ মাসের গর্ভবতী হওয়ার ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুলিশ সোমবার রাতে দুজনকে হেপাজতে নেয়। মঙ্গলবার নাবালককে কোরক হোমে এবং নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-তে পাঠানো হয়।

সরকারে তৃণমূল ২.০ মডেল কেন

প্রথম পাতার পর

তাঁরা বেগম আখতারের গান শুনতে পারেন এখন, 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার, তোর ওই কুহুতান ভালো লাগে না আর।' কোয়েলের পদ্মবনে পা ফেলা তাই নিছক এক অভিনেত্রীর দলবদল নয়। তিনি এবং তাঁর বাবা রঞ্জিত মল্লিক এতদিন সমাজে প্রায় নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি নিয়ে ঘুরেছেন। শেষদিকে সব ছবিতে রঞ্জিত সততার প্রতিমূর্তি, নীতিনিষ্ঠ ভূমিকায় অভিনয় করতেন। রাজনীতির অবিশ্বাস্য ডিগবাজি বাবা-মেয়েকে মিমের খোরাক করে দিয়েছে আজ। শত্রু ছবির পুলিশ অফিসার শুভঙ্কর সান্যালের ইমেজ সমাহিত গল্ফ গার্ডেনের পুরোনো কবরস্থানে। আবার মিমে স্বয়ংসিদ্ধা ছবির অর্ধউন্মাদ নায়কের মতো আধো আধো গলায় গাইছেন-কী ছুন্দর! কী ছুন্দর! কিচিমিচি কিচিমিচি!

বিজেপি তৃণের তিন ধিক্কৃত রাজ্যসভা সাংসদকে নিয়ে কিচিমিচি কিচিমিচি করেছিল সংসদে বিল পাশের কথা ভেবে। এবার পুরোনো নেতাদের ভুলে আনকোরা তৃণমূল সাংসদকে রাজ্যসভায় ফেরানোয় এমন হাঁসফাঁস কেন? উত্তরটা বিজেপির বহু বড় নেতাও জানেন না। আড়ালে দিল্লিতে ঠিক কে কলকাঠি নাড়ছেন, সেটাও অনুমান ও তর্কের বিষয়।

আর এখানেই মমতা মডেলের সঙ্গে মিলটা সবচেয়ে চোখা। মমতা দীর্ঘদিন রাজনীতিতে তারকা, শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, খেলোয়াড়কে সামনে এনে জনপ্রিয়তাকে রাজনৈতিক পুঁজিতে ভাঙিয়েছেন। একার সিদ্ধান্তে। বিজেপি এতদিন সেই রাজনীতিকে টিটকিরি দিয়েছে। ক্ষমতায় এসে সেই একই চোরাগলিতে যদি তারাও হাঁটে, তা হলে মতাদর্শের লড়াইটা কোথায় গেল? কোথায় আরএসএসের বিখ্যাত অনুশাসন! শুধু মানুষ নয়, রংয়ের রাজনীতিতেও একই ছোঁয়াচ। এক সময় নীল-সাদা নিয়ে বিরোধীদের কত টিপ্পনী ছিল। এখন রেড রোডের ধারের রেলিংয়ে গেরুয়া, যুবভারতীর অনুশীলন মাঠের দেওয়ালে গেরুয়া, রাস্তার বাসেও গেরুয়ার আনাগোনা। নীল-সাদার বদলে গেরুয়া বসেছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলেছে। নাকি শুধু রঙের কৌটো হাতবদল হয়েছে?

ক্ষমতা বদলের সবচেয়ে সূক্ষ্ম চিহ্ন সম্ভবত রং নয়, সম্বোধন।

সম্বোধনেও সেই পুরোনো রোগ! আগের জমানায় চারদিকে ছিল 'মাননীয়া'। এখন ক্রমশ শুধু কানে আসছে 'মাননীয়'। বাংলায় এক সময় 'শ্রদ্ধেয়' শব্দটির চল ছিল ঢের বেশি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে 'মাননীয়' শব্দের অর্থ মান্য, পূজ্য। আর 'শ্রদ্ধেয়' মানে শ্রদ্ধার্হ, আদরণীয়, বিশ্বাসনীয়, প্রত্যয়ার্হ। দুটো শব্দ এমনিতে পিঠোপিঠি, অথচ বাংলায় আজকের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের ব্যবধান যোজনখানেক। মাননীয়া শব্দটি অনেকের কাছে প্রাণের, অনেকের কাছে মশকরার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনাম মাননীয়র যুদ্ধে ব্যাপৃত এই বাংলায় আজকের মাননীয়রা নিজেরাই ভেবে দেখতে পারেন, কোন সম্বোধনে মানুষের হৃদয়ের ভাগটা বেশি।

প্রকল্প দেখুন। সেসব বদলায়নি, শুধু সাইনবোর্ড পালটেছে। সবুজ সাথী হল সারথি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হল অন্নপূর্ণা। দুর্গাপুজোর কমিটিকে অনুদানরীতি চালু রাখা। তৃণমূল নেতাদের দুর্গাপুজো দখল করে পদ্ম নেতাদের মাথা করে দেওয়া। প্রচুর প্যান্ডেলে বিজেপি নেতাদের ছবি সহ প্রচার। খেলাকে সরকারের প্রচার মঞ্চ করে দেওয়া। এই যে মমতার আমলের কার্নিভালকে গালাগাল দিয়ে তুলে দেওয়া হল, তার বদলে আকাশছোঁয়া বাজেটে ইডেনে মহালয়ার অনুষ্ঠান করা। সেদিন জেলাতেও এমন অনুষ্ঠান করতে বলা। এ তো কার্নিভালেরই উলটো পিঠ। একটা ছিল পুজোর পরে, একটা হবে আগে। তৃণমূলিয়ানা যে রয়েই গেল! এ তো তৃণমূল ২.০ মডেল! তাহলে বাকি রইল কী! পরিবর্তনের পরিবর্তনে আমরা আমজনতা কী পেলাম! সংখ্যালঘু রাজনীতিতেও রাতারাতি আজব ভোল বদল দেখছে বাংলা। বিরোধী থাকার সময় যে শুভেন্দু ক্রমাগত মুসলিমদের আক্রমণ করেছেন, তিনি হঠাৎ উপনির্বাচনের সময় গাইছেন শুভমিতার গান- - যদি বন্ধু হও তবে বাড়াও হাত। এও তো মমতারই কথা। যে কারণে শুভেন্দুরা তাঁকে মমতা বেগম বলে টিপ্পনী কাটতেন। আর এখন শুভেন্দুর ফেজটুপি পরা নমাজের পুরোনো ছবি পোস্ট করে নেটিজেন পোস্ট করছেন লতা মঙ্গেশকরের গান-- ভালো করে তুমি চেয়ে দ্যাখো, দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না। এসব যাত্রাপালায় সবচেয়ে ফাঁপরে সম্ভবত শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর নেতৃত্বের সময়েই বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকার জন্ম নিল। অথচ তাঁকে উপেক্ষা করে দিকে দিকে তৃণমূল ঢুকছে। শমীকের ভোটে জেতার পরের বহু ঘোষণা এখন কমিকের মতো শোনাচ্ছে। কোয়েলের হাতে নেতাজির ছবিও তুলে দিতে হচ্ছে তাঁকে। কী কাণ্ড, সেই শমীক এখনও বলে যাচ্ছেন, 'বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না! যাঁরা আসবেন, তারাই বিজেপির সংস্কৃতি দ্বারা চালিত হবেন!' আসলে শমীকের অবস্থা অনেকটা বিআর চোপড়ার মহাভারত সিরিয়ালের দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্রের মতো। অভিনেতা গিরিজাশঙ্কর যখন সবকিছু শুনে দু'হাত ছড়িয়ে বিখ্যাত অসহায় অভিব্যক্তি করতেন। শুধু বলতেন, 'ইয়ে ক্যায়া হো রহা হ্যায়?'

ক্যায়া হো রহা হ্যায় মানে, পদ্মপুকুর মে ঘাস ফুল হোতা হ্যায়! তলে তলে যদি ঘাসফুলের ঝাড়ে পুকুর ছেয়ে যায়, পুরোনো কর্মীরা প্রমাদ গুনবেনই। বিশেষত যাঁরা আরএসএস মন্ত্রে আদর্শবান, তৃণমূলকে সরাতে বিস্তর অত্যাচার সহ্য করেছেন। এই মন্ত্রীসভার অনেকেই তখন আবার মমতার খুব কাছের ছিলেন। সেই কর্মীদের অবশ্যই প্রশ্ন করার হক আছে। বাংলা কি প্রথম বিজেপি সরকার পেল, না দ্বিতীয় তৃণমূল মন্ত্রীসভা?

উত্তরটা অনেকেই খুঁজছেন। তবে সেই ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক না বুঝেই একটা মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন, ভিনিসিয়াসদের ছবির পাশে ওই নেতার ছবি এত পেল্লাই কেন? বাংলার প্রশ্নটা আরও অনেক গভীর। সরকার বদলেছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মডেলটা বদলেছে কি?

দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : জল্পনার অবসান। সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। আজ দুপুরের দিকে আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে সরকারিভাবে আগামী মরশুমের জন্য কোচ হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করে দেওয়া হল। জানিয়ে দেওয়া হল, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ২০২৭ সালের আইপিএলের আসরে দিল্লির হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।

স্বার্থ সংঘাতের মামলা

দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে সরকারি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার লাইফ মেম্বার সঞ্জীব গুপ্তা সিএবি সভাপতির বিরুদ্ধে স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগে মামলাও করে দিলেন। ফলে নতুনভাবে অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। যদিও সিএবি সভাপতির ঘনিষ্ঠমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, সবদিক বিবেচনা করেই দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্ব নিয়েছেন মহারাজ। শুধু তাই নয়, দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে বিসিসিআইয়ের ওম্বাডসম্যানের থেকে ছাড়পত্রও নিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সৌরভের ঘনিষ্ঠমহল থেকে এমন দাবিও আজ করা হয়েছে। যদিও রাতের দিকের খবর, সৌরভের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের মামলা হয়ে যাওয়ার পর ছবিটা বদলেছে।

সূত্রের খবর, দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ নিজে অবশ্য স্বার্থের সংঘাতের সম্ভাবনাকে পাত্তা দিচ্ছেন না একেবারেই। ঘনিষ্ঠ বন্ধু পার্থ জিন্দালের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক বহুদিনের। অতীতে ডিরেক্টর, পরামর্শদাতা থেকে শুরু করে নানা পদে তিনি ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে দিল্লির দায়িত্বও সামলেছেন অতীতে। কিন্তু এবারের ছবিটা আলাদা। দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচের দায়িত্বে সৌরভ। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হয়েছিলেন মহারাজ। যদিও দেশের মাটিতে এই প্রথমবার পূর্ণ সময়ের কোচের দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে। নয়া দায়িত্ব প্রসঙ্গে সৌরভ বলেছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালস এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি, যা আমার হৃদয়ের খুব কাছে। এই দলের সঙ্গে অতীতে নানা ভূমিকায় ছিলাম আমি। এবার প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছি। নয়া দায়িত্বে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

দেশের মাটিতে কোচ মহারাজের অভিষেক হওয়ার আগেই স্বার্থ সংঘাতের প্রত্যাশিত মামলা আগামীদিনে কোন পথে যায়, সেটাই দেখার।

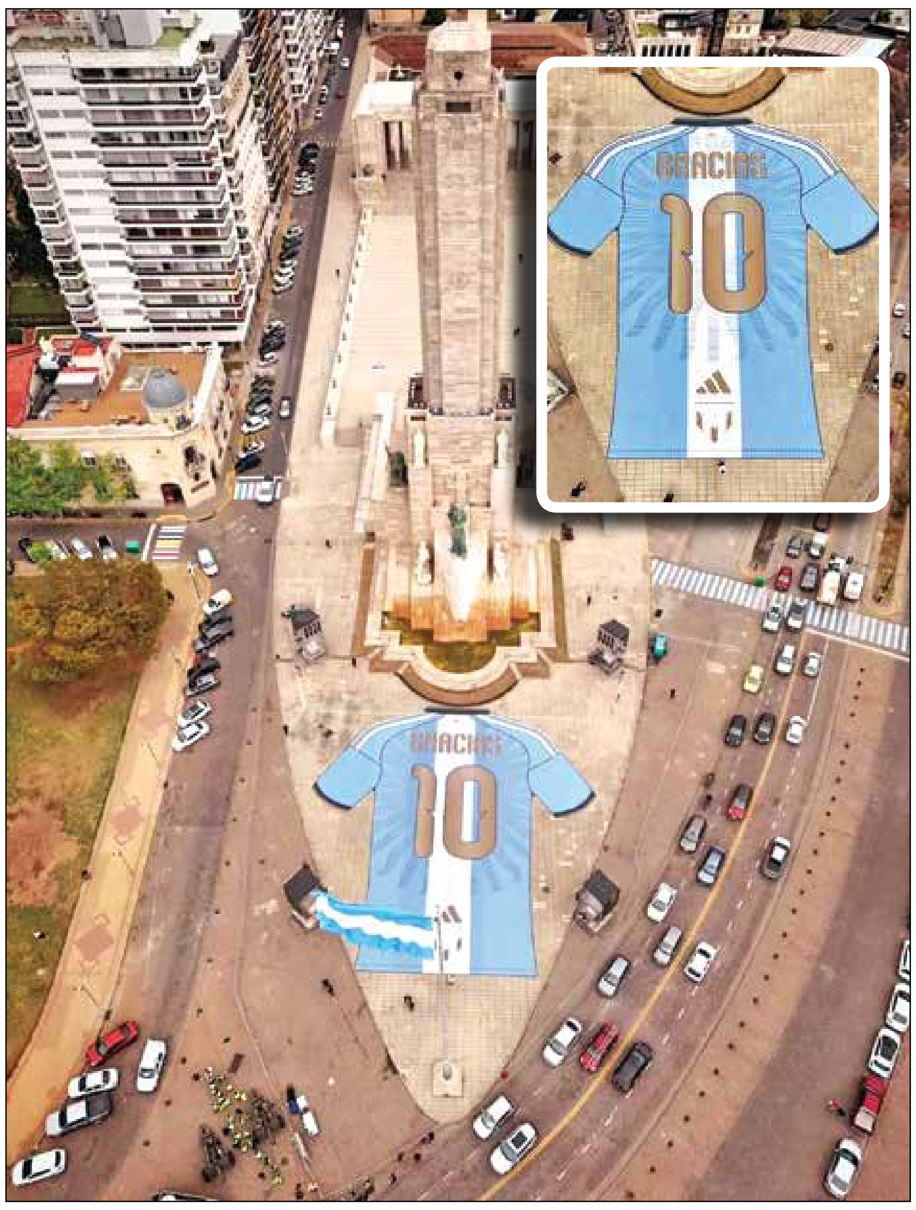

ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন লিওনেল মেসি। তার আগে মেসিকে শ্রদ্ধা জানাতে ফেয়ারওয়েল ম্যাচের বিশেষ জার্সিতে (ইনসেটে) সেজে উঠল রোজারিওর রাস্তা।

বোলিংয়ে দাপট অক্ষর-নমনদের

লখনউয়ের বাইশ গজে 'নবাব' শ্রেয়স

লখনউ, ৬ অক্টোবর : টসের সময় মুখে ক্লান্তির কথা।

জাপান থেকে ফিরে বিশ্রাম না নিয়েই নতুন সিরিজ খেলতে নামা। যদিও বাইশ গজে ব্যাট হাতে ক্লান্তির ছিঁটেফোটা পাওয়া যায়নি ভারতীয় ক্রিকেটের 'সরপঞ্চ' শ্রেয়স আইয়ারের মধ্যে। দেশে ফিরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খেলতে নেমে নবাবের শহর লখনউতে একেবারে নবাবি চালে ব্যাট ঘোরালেন। যার সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের।

টি২০ কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি। ৪৩ বলে অপরাজিত ১০২। ১০টি চার ও ছয় ছক্কায় উত্তেজক ম্যাচের সম্ভাবনা ফুৎকারে উড়িয়ে সহজ জয়ের স্ক্রিপ্ট লিখলেন শ্রেয়স। যখন ক্রিজে নামেন ৩৫ রানে দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন (১১), অভিষেক শর্মাকে (২১) খুইয়ে কিছুটা আশঙ্কায় ভারতীয় শিবির। যদিও ক্রিজে নেমে চাপটা বুঝতেই দিলেন না। প্রথম বল থেকেই যেন সেট!

ক্যারিবিয়ান বোলারদের কাছে শ্রেয়সের ব্যাট থেকে ওঠা যে ঝড় থামানোর রসদ ছিল না। হাফ সেঞ্চুরির পর কার্যত তাণ্ডব চালান। ৫০ থেকে ১০০-য় পৌঁছোতে নেন মাত্র ১৫ বল! শ্রেয়সের পাশে দোসরের ভূমিকায় ঈশান কিষান (অপরাজিত ৩৭)। নিটফল, অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় উইকেটে ১৩৭ রানের যুগলবন্দিতে কম পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৭১ রানের চ্যালেঞ্জ। শেষপর্যন্ত ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়া।

টসের সময় শ্রেয়স বলেছিলেন, অত্যন্ত ব্যস্ত সূচি। গত রাতেই ফিরে আজ নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য তাঁরা প্রস্তুত। টসে জেতার 'অভ্যাস' বজায় রেখে ফিল্ডিং নেওয়ার পর বোলিং-ব্যাটিংয়ে তারই প্রতিফলন। জয়ের মঞ্চটা তৈরি করেন স্পিনাররা। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রেয়সের তাণ্ডব, ঈশানের পরিণত ব্যাটিং।

এর আগে ক্যারিবিয়ান ইনিংসের শুরুতেই অর্শদীপ সিং ও অক্ষর প্যাটেলের পেস-স্পিনের জাঁতাকল। পাওয়ার প্লে-তে ৩৮/০ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৪/৩! ৯ বলের ব্যবধানে কামিল পুরানের (১২) সঙ্গে ডাগআউটে দুই বিগহিটার শিমরন হেটমেয়ার (৫) ও রোভমান পাওয়েল (০)। অভিষেক মঞ্চকে রঙিন করে রাখার পুরানের স্বপ্ন ভাঙে অর্শদীপের ইয়র্কারে। ব্যাটের ভিতরের কানায় লেগে উইকেট ভেঙে যায়।

হেটমেয়ার আউট শাই হোপের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে। সোজা খেলেছিলেন হোপ। বোলার অক্ষরের হাতে লেগে তা চলে যায় শ্রেয়সের কাছে। এরপর শ্রেয়সের থ্রো এবং হেটমেয়ার পৌঁছোনোর আগেই বাকি কাজ সেরে দেন উইকেটকিপার সঞ্জু। একই ওভারে অক্ষরের ফ্লাইট মিস করে বোল্ড পাওয়েল।

পরের পাঁচেই সেই হোপের হাত ধরে ম্যাচে ফেরার প্রয়াস। শেষ ওডিআইয়ে অবিশ্বাস্য সেঞ্চুরিতে ভারতের মুখের গ্রাস কেড়েছিলেন। আজ নামের পাশে ৩৬ বলে ৫২। শেরফানে রাদারফোর্ডকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৩২ বলে ৫৬ রানের পার্টনারশিপে একশো পার করে দেন। জুটি ভাঙেন প্রথম টি২০ ম্যাচ খেলতে নামা নমন ধীর।

আগের বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি হোপের। ফের ছক্কা মারতে গিয়ে অক্ষরের নিরাপদ হাতে বল জমা পড়ে। রোস্টন চেজকে (৫) থিতু হওয়ার সুযোগ দেননি কুলদীপ যাদব (৩৩/২)। ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে মিস করে লেগবিফোর। কুলদীপের স্পিনের শিকার হয়ে চেজ যখন ডাগআউটের পথে, তখন কমেন্ট্রি বক্সে বসে 'কুলচা' জুটির অন্যতম যুযবেন্দ্র চাহাল!

রোমারিও শেফার্ডও (৭) নমনের (৩১/৩) ঝোলায়। আগের বলে ছক্কা খেয়েও দমে যাননি। বলটাকে আরও ধীরে রাখেন। তাতেই উইকেট। নমন অভিষেকে সাফল্য পেলেও প্রত্যাবর্তন ম্যাচে স্পিডস্টার মায়াঙ্ক যাদব (৪০/১) কিছুটা হতাশ করেন। অবশ্য বাকিদের মুনশিয়ানায় যা ঢাকা পড়ে যায়।

লখনউর ঘরের ছেলে

টি২০ আন্তর্জাতিকে প্রথম শতরান করে শ্রেয়স আইয়ার।

টি২০ আন্তর্জাতিকে অভিষেকেই তিন উইকেট নিলেন নমন ধীর।

কুলদীপের পরের ওভারে ঈশানের দুর্দান্ত ক্যাচে আউট ম্যাথু ফোর্ডও (২)। বল থেকে একসময় চোখ সরে গেলেও শেষ মুহূর্তে ভুল শুধরে গ্যালারির দিকে মুখ করে একহাতে ক্যাচ ধরেন। বোলিং-ক্যাচিংয়ের মেলবন্ধনের ফল, ১০৭/৩ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৩৫/৮। শেষপর্যন্ত যে স্কোরকে ১৭১-এ পৌঁছে দেন রাদারফোর্ড (৩৪ বলে ৫৬)।

শ্রেয়সের দাপটে যা ধোপে টেকেনি। ভারতের জয়ে মাঝে খটকা শুধু টিভি আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ঈশানের জীবনদান পাওয়া। একাদশতম ওভারে ঈশানের ক্যাচ ধরেন ফোর্ড। কিন্তু টিভি আম্পায়ার রোহন পণ্ডিতের যুক্তি, ক্যাচ ধরার সময় দুই আঙুলের মধ্যে ফাঁক ছিল, বলের একটা অংশ মাটিতে লাগে। যদিও তা মানতে রাজি ছিলেন না হোপরা। তবে সিদ্ধান্ত উলটো হলেও ম্যাচের ভবিতব্য আদৌ বদলাতো, অতি বড় ক্যারিবিয়ান সমর্থকদের পক্ষে বলা মুশকিল।

আলোচনায় সামি, ফিরতে পারেন ওডিআই-তে

নিউজিল্যান্ডে টি২০ দলে চমক ভুবনেশ্বর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : কেউ বলছেন চমক। কারও মনে হচ্ছে, সুবিচার পেলেন অবশেষে!

ভুবনেশ্বর কুমার একসময় ভারতীয় দলে নিয়মিত ছিলেন। শেষ চার বছরে ছবিটা বদলে গিয়েছিল। চোটআঘাতের পাশাপাশি পারফরমেন্স না থাকা, ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাল ছাড়েননি ভুবি। নিয়মিতভাবে পারফর্ম করে গিয়েছেন।

সেই পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন আজ ৩৬ বছরের ভুবনেশ্বর। চার বছর পর ভারতীয় টি২০ স্কোয়াডে ফিরলেন তিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের দল নির্বাচনি বৈঠক হয়ে গেল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ ও চার জাতীয় নির্বাচক মিলে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতীয় 'এ' ও টি২০ দল ঘোষণা করে দিলেন। আর সেই স্কোয়াডে চমক হিসেবে সুযোগ পেলেন ভুবনেশ্বর। 'এ' ও টি২০ স্কোয়াড ঘোষণার পর বিসিসিআইয়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিউজিল্যান্ড সিরিজে নির্ধারিত থাকা ওডিআই ও টেস্ট দল নির্বাচন পরে হবে।

২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেপিয়ারে শেষ টি২০ ম্যাচ খেলেছিলেন ভুবি। মাঝে অনেকটা সময় পার। চার বছর পর ফের টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে ফেরা ভুবির সঙ্গে রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে রীতিমতো আবেগে ভেসে তিনি বলেছেন, 'কেরিয়ারের স্মরণীয় মুহূর্ত। ফের জাতীয় দলে সুযোগ পাব, ভাবিনি। আমি সবসময় পারফর্ম করে যেতে চেয়েছি। সেই পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলাম আজ। চেষ্টা করব নিউজিল্যান্ডে সেরাটা উজাড় করে দিতে।' ২২ অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডে টি২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে। ফলে চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য হাতে পর্যাপ্ত সময় পাবেন না ভুবি। কিন্তু তার জন্য মোটেও দুশ্চিন্তায় নেই তিনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে ভুবনেশ্বর বলছিলেন, 'অতীতে নিউজিল্যান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। জানি ওখানকার পরিবেশ কেমন। প্রথম একাদশে সুযোগ এলে চেষ্টা করব সেরাটা দিতে।'

আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণার পাশে আজ ভারতীয় 'এ' দলও ঘোষণা হয়েছে। ধ্রুব জুরেলকে 'এ' দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। স্কোয়াডে রয়েছেন ইরানি কাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করা বাংলার দুই জোরে বোলার আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারও। এছাড়াও যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাড়িক্কাল, ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দরদের মতো তারকারাও রয়েছেন। ১৯ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে তিনটি 'মাল্টি ডে' ম্যাচ খেলবে ভারতীয় 'এ' দল। এদিকে, আজকের দল নির্বাচনি বৈঠকে ভুবির টি২০ স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়া যদি চমক হয়ে থাকে। তাহলে আরও একটি তাৎপর্যের দিকও রয়েছে। রাত ৯টায় দল ঘোষণার পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'মহম্মদ সামিকে নিয়ে আজকের দল নির্বাচনি বৈঠকে দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে। সামি একদিনের স্কোয়াডে ফিরতে পারে। যদিও এখনও চূড়ান্তভাবে কিছু বলার সময় আসেনি।'

অজিত আগরকার জমানা শেষে ভুবির পাশে সামিও যদি টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন ঘটান, নিশ্চিতভাবেই বড় ব্যাপার হবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য।

ঘোষিত টি২০ স্কোয়াড

শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষান, তিলক ভার্মা (সহ অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবে, নীতীশ কুমার রেড্ডি, নমন ধীর, প্রিন্স যাদব, মায়াঙ্ক যাদব, অর্শদীপ সিং, ভুবনেশ্বর কুমার, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব।

ঘোষিত 'এ' স্কোয়াড

যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাড়িক্কাল, রবিচন্দ্রন স্মরণ, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল (অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, আকিব নবি দার, আকাশ দীপ, অংশুল কম্বোজ, মানব সুথার, মুকেশ চৌধুরী, বি সাই সুদর্শন, যশ রাঠোর ও মুকেশ কুমার।

৩৬ বছর বয়সে জাতীয় দলে ফিরলেন ভুবনেশ্বর কুমার।

সিওই-তে বোলিং শুরু হর্ষিতের

বেঙ্গালুরু, ৬ অক্টোবর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই মিশন নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্যে সেদেশে উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে আজ গুয়াহাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া দল নির্বাচনি বৈঠকে বসেছিলেন জাতীয় নির্বাচকদের নিয়ে।

দল নির্বাচনি বৈঠকের দিনই বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বোলিং শুরু করে দিলেন হর্ষিত রানা। তিনি ঠিক কতটা ফিট, ম্যাচ খেলার মতো অবস্থায় রয়েছেন কি না, স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার মধ্যেই আজ হর্ষিতের অনুশীলনে নেমে পড়া নিশ্চিতভাবেই জাতীয় নির্বাচকদের প্রভাবিত করতে পারে। যদিও চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের মূল স্রোতের বাইরে থাকা হর্ষিতের পক্ষে নিউজিল্যান্ডের বিমানে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া জোরে বোলার প্রসিধ কৃষ্ণা অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট থেকে ছিটকে গিয়েছেন বলে খবর। ফলে প্রসিধের পক্ষে ফিট হয়ে নিউজিল্যান্ড সিরিজে যাওয়ার সম্ভাবনাও কার্যত শেষ।

জয় ফ্রান্স, ইতালির

প্যারিস ও বোলোগনা, ৬ অক্টোবর : ১৪ মিনিটের ফরাসি ঝড়। তাতে এল ৪টি গোল। নিটফল জিনেদিন জিদানের ছেলেরা পিছিয়ে পড়েও ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল বেলজিয়ামকে। অন্যদিকে, রবার্তো মানচিনির কোচিংয়ে যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে ইতালি। অগোছালো ফুটবল খেলেও তারা ৩-১ গোলে জিতেছে তুরস্কের বিরুদ্ধে। প্যারিসে সোমবার রাতে ফ্রান্সের প্রথম একাদশে ১০টি বদল করেছিলেন জিদান। শুরুতে দলে ছিলেন একমাত্র ওসমানে ডেম্বেলে। সেই সুযোগ নিয়ে ডোডি লুকেবাকিওর গোলে ৩৫ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল বেলজিয়াম। তবে ৭৭ মিনিটে দেজিরে দুয়ে সমতা ফেরানোর পর আর রোখা যায়নি ফরাসিদের। রায়ান চেরকি ৮১ মিনিটে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন। এরপর ৮৮ ও ৯১ মিনিটে জোড়া গোল মাইকেল ওলিসের। এদিকে, ঘরের মাঠে জিয়ানলুকা স্কামাক্কা ২৬ মিনিটে এগিয়ে দিয়েছিলেন ইতালিকে। তুরস্কের অরাল সিমসির ৬১ মিনিটে সমতা ফেরান। তবে ৬৪ মিনিটে রিকার্ডো ক্যালাফিওরি এবং ৮৭ মিনিটে ফ্রান্সেসকো পিও এস্পোসিতোর গোলে জয় নিশ্চিত করে ইতালি।

সামিকে রেখেই আজ দল ঘোষণা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : দরজায় কড়া নাড়ছে রনজি ট্রফি। ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ বাংলার। খেলা হবে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে। বুধবারই সেখানে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হচ্ছে বাংলার। তার আগে বুধবার রনজিতে বাংলার প্রথম দুই ম্যাচের দল ঘোষণা।

রনজি ট্রফি

জানা গিয়েছে, মহম্মদ সামি দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলবেন। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে সামি খেলবেন কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। এমন অবস্থায় সামি ছাড়াও বাংলার দল নির্বাচনি বৈঠকে রনজি অধিনায়ক বাছাই নিয়েও ঝড় উঠতে পারে। সুদীপ চট্টোপাধ্যায় নাকি সুদীপকুমার ঘরামি, কার হাতে শেষ পর্যন্ত বাংলা রনজি দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়, সেটাই দেখার। ওপেনার সুদীপ দলের সিনিয়ার ক্রিকেটার। আবার একইসঙ্গে ঘরামি সম্প্রতি দলীপ ও ইরানি কাপ খেলেছেন। জাতীয় নির্বাচকদের নজরে রয়েছেন ঘরামি। এহেন ঘরামিকেই রনজি অধিনায়ক করে আগামীর লক্ষ্যে সামনে তাকাতে চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট, রাতের দিকে এমনই খবর জানা গিয়েছে। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন থেকে শুরু করে বাংলার নির্বাচকদের কেউই এখনই এই ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছেন না। বাস্তব যাই হোক না কেন, দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে সামিকে পাওয়া ও বাংলা রনজি দলের নতুন অধিনায়ক নির্বাচন একরকম নিশ্চিত।

চুক্তি শেষ ইস্টবেঙ্গলের, নতুন ক্লাবের খোঁজে রাখি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ইস্টবেঙ্গলের কন্যাশ্রী কাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন সন্ন্যাসীথান চা বাগানের ৯ নম্বর লাইনের রাখি মুন্ডা। কিন্তু অগাস্ট মাসেই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে তাঁর। এদিকে, ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওমেন ফুটবল লিগ। তার আগে নতুন চুক্তির খোঁজে এই মিডফিল্ডার।

সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে রাখি মুন্ডাকে।

রাখি বলেছেন, 'চুক্তি শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফিরে এসেছি। স্থানীয় ক্যাম্পের মাঠে অনুশীলন করে ফিটনেস ধরে রেখেছি। ইতিমধ্যে ২-৩টি ক্লাব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি সুখবর পাব।' স্থানীয় চিকিৎসক দীপক ভট্টাচার্যকে নিয়ে সোমবার রাখির বাড়িতে গিয়ে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম ও প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটির তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করে এসেছেন অমিত সরকার। পরে অমিত বলেছেন, 'খুব দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেও মেয়েটি স্বপ্ন দেখছে ভারতীয় দলের জার্সি পরার। ওর বাবা-মা দুইজনেই চা বাগানের কর্মী। সেই লক্ষ্যেই উৎসাহিত করতে ওর হাতে মিষ্টি, ফুলের তোড়া ও চারাগাছ তুলে দিয়েছি।'

'সবার একটাই লক্ষ্য ছিল সোনা জয়'

খেলোয়াড়দের অধিনায়ক শ্রেয়স, বলছেন লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : এশিয়ান গেমসে প্রথমবার জুটি বেঁধেই সাফল্য।

গতবারের খেতাব ধরে রেখে টানা দ্বিতীয়বার পুরুষদের ইভেন্টে সোনা জয়। সফল মিশন এশিয়ান গেমসে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে দেখে অভিভূত ভিভিএস লক্ষ্মণ। সাময়িক দায়িত্বে এশিয়ান গেমসে দলের হেড কোচের ভূমিকা পালন করা লক্ষ্মণের মতে, শ্রেয়স আদ্যপান্ত টিমম্যান। যথার্থ অর্থেই খেলোয়াড়দের অধিনায়ক।

বিসিসিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে সবে শুরু করেছে শ্রেয়স। আমি নিশ্চিত, আরও অনেক সাফল্য ওর জন্য অপেক্ষা করছে। আরও সাফল্য পাবে। শ্রেয়স একান্তভাবেই 'খেলোয়াড়দের অধিনায়ক'। প্রতিটি ক্রিকেটারের সঙ্গে ও সমান স্বাচ্ছন্দ্য। সবার সামনে উদাহরণ তৈরি করে।'

শ্রেয়সের ক্রিকেট মস্তিষ্কেরও ভূয়সী প্রশংসা লক্ষ্মণের গলায়। এশিয়ান গেমস জয়ী কোচের দাবি, প্রতিপক্ষের দুর্বলতা, শক্তির পাশাপাশি নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে সবার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন শ্রেয়স। প্রস্তুতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে কড়া নজরদারি। ছোটখাট বিষয়ও এড়িয়ে যায় না। বাড়তি জোর ফিটনেসে। লক্ষ্মণের বিশ্বাস, এই গুণাবলি শ্রেয়সের অধিনায়ক কেরিয়ারকে যেমন লম্বা করবে, তেমনই সাফল্যে ভরিয়েও দেবে।

নিজে ক্রিকেট কেরিয়ারে ভারতীয় দলের অন্যতম 'ক্রাইসিসম্যান' ছিলেন। ২০১১-এর ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে স্মরণীয় যুগলবন্দি হোক বা টেলএন্ডারদের নিয়ে লড়াইয়ে অবদান রেখেছেন। লক্ষ্মণের কথায় ক্রিকেটার হিসেবে অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছে কোচ হিসেবে দলের থেকে সেরাটা আদায় করে নিতে। তবে কৃতিত্বটা শ্রেয়সের জন্যই তুলে রাখলেন। লক্ষ্মণের কথায়, 'ক্রিকেটারদের অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স অসাধারণ। অত্যন্ত কৌশলী, বুদ্ধিমান। সতীর্থদের কোনটাও শক্তি, কোথায় সমস্যা বোঝে। জানে কীভাবে সবার থেকে সেরা খেলাটা বের করে আনতে হয়।'

লক্ষ্মণের দিকনির্দেশ আর শ্রেয়সের দক্ষ নেতৃত্বের ফল টানা চিনের হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসের পর জাপানেও সোনা জয়। ভিভিএস বলেছেন, 'চিন হোক বা জাপান, প্রত্যেক জায়গায় খেলার নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। ভালো লাগছে, দুই পরিস্থিতি, পরিবেশের সঙ্গে দল দারুণভাবে মানিয়ে নিয়ে সাফল্য পেয়েছে। প্রথম থেকে দলের প্রত্যেকের মূল লক্ষ্য ছিল সোনা জয়। কারণ পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে সোনার পদক পাওয়ার অভিজ্ঞতা ক্রিকেটারদের খুব বেশি হয় না।'

কোয়ার্টার ফাইনালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার জন্য শেষ চারের টিকিট প্রাপ্তি। কিন্তু সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল- জোড়া টক্করে নিজেদের ক্ষমতার প্রদর্শন করেছেন শ্রেয়স ব্রিগেড। লক্ষ্মণের কথায়, আবহাওয়ার কারণে ঠিকমতো অনুশীলন করতে পারেননি জাপানে পা রাখার পর। একাধিক নেট সেশন বাতিল হয়েছে। কিন্তু মানসিকভাবে কেউ দমে যায়নি। সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা ম্যাচে কঠিন পিচের চ্যালেঞ্জেও ইতিবাচক মানসিকতা দেখিয়েছে। ফাইনালে ব্যাট-বলে একেবারে চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব। ফল সবার সামনে।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে লখনউয়ের মন ভরালেন শ্রেয়স আইয়ার।

স্কোরবোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

হোপ ক অক্ষর বো নমন	৫২
কামিল বো অর্শদীপ	১২
হেটমেয়ার রান আউট	৫
রোভমান বো অক্ষর	০
রাদারফোর্ড ক নমন বো মায়াঙ্ক	৫৬
চেজ এলবিডব্লিউ বো কুলদীপ	৫
শেফার্ড ক তিলক বো নমন	৭
ফোর্ড ক ঈশান বো কুলদীপ	২
স্প্রিংগার ক অক্ষর বো নমন	৯
আকিল ক ঈশান বো অক্ষর	১৫
শামার অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৮
মোট (অল আউট, ১৯.১ ওভার)	**১৭১**

উইকেট পতন : ৩৮/১, ৪৪/২, ৪৪/৩, ১০৭/৪, ১১৪/৫, ১২১/৬, ১২৪/৭, ১৩৫/৮, ১৭১/৯, ১৭১/১০।

বোলিং : অর্শদীপ ৪-০-৩৪-১, মায়াঙ্ক ৪-০-৪০-১, অক্ষর ৩.১-১-২৬-২, কুলদীপ ৪-০-৩৩-২, নমন ৪-০-৩১-৩।

ভারত

সঞ্জু ক ও বো আকিল	১১
অভিষেক ক হেটমেয়ার বো চেজ	২১
ঈশান অপরাজিত	৩৭
শ্রেয়স অপরাজিত	১০২
অতিরিক্ত	১
মোট (২ উইকেট, ১৪.৪ ওভার)	**১৭২**

উইকেট পতন : ২৯/১, ৩৫/২।

বোলিং : ফোর্ড ২-০-৩৯-০, আকিল ৪-০-৩৭-১, চেজ ৩.৪-০-৩৭-১, শামার ২-০-২৩-০, শেফার্ড ২-০-২৪-০, স্প্রিংগার ১-০-১২-০।

ম্যাচের সেরা : শ্রেয়স আইয়ার।

এক গোল দিয়ে মালা পরল ভারত

ভারত-১ (অনিরুদ্ধ)
উরুগুয়ে-৬ (নুনেজ-পেনাল্টি, আরাউহো-২, জালাজার, সানাব্রিয়া ও আগুয়েরে)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : ব্রাজিলের মতো আতিথেয়তা পায়নি উরুগুয়ে। ভারতের উপর সেই রাগ মাঠেই মেটাবে, এই ধরনের মজার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ম্যাচের আগের দিন।

নিজেদের মজা যে এভাবে সত্যি হবে, নিশ্চিতভাবেই ভাবেননি তাঁরা। পানামা ম্যাচে করা গোল, কী ব্রাজিলের বিপক্ষে লড়াই যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় তার প্রমাণ এদিন যখন সবে দিতে শুরু করেছে খালিদ জামিলের ভারত তখনই হঠাৎই প্রবল বজ্রপাত ও বৃষ্টিতে খেলা প্রায় ৩৫ মিনিট বন্ধ থাকে। সেই সময় ১-১ ছিল খেলার ফল। আর যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল ভারত। সেই ছন্দটাই কেটে গেল ফের খেলা শুরু হলে। আর বলতেই হয় গুরপ্রীত সিং সান্ধুর কথা। তাঁর দোষেই হল চার এবং পাঁচ নম্বর গোল। এদিন প্রথম একাদশে ছয় এবং বেঞ্চে পাঁচজন বিশ্বকাপারকে রেখে দল নামান দিয়েগো ফোরলান। গোলও পেলেন চার বিশ্বকাপার। মাত্র ১০ মিনিটে পেনাল্টি পায় উরুগুয়ে। এদিন খালিদ ডিফেন্সে বিজয় ভার্গিসের জায়গায় পরমবীরকে শুরু থেকে খেলান। পাঞ্জাব এফসি-র এই তরুণ এখনও আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে সড়োগড়ো হননি বলেই হয়তো আগের দিনের মতোই এদিনও ভুলটা করলেন। বল প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। তবু তিনি ফ্রেডরিকো ভিনাসকে বক্সের মধ্যে ট্যাকল করলে স্বাভাবিকভাবেই রেফারি রুস্তম লুতফুলিম পেনাল্টি দেন। ১১ মিনিটে উরুগুয়ের হয়ে পেনাল্টি থেকে গোল বিশ্বকাপার ডারউইন নুনেজের। এত দ্রুত গোল করার পর আশঙ্কা ছিল যে ফোরলানের দল বোধহয় ছিঁড়ে খাবে ভারতকে। কিন্তু হল ঠিক উলটো। হঠাৎই এডমুন্ড লালরিনডিকা, মনবীর সিংরা উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। যার ফসল ২৩ মিনিটে ভারতের গোলশোধ। রায়ান উইলিয়ামসের শট গোলরক্ষক থিয়াগো কার্ডোজো চাপড়ে বার করলে ফিরতি শটে গোল অনিরুদ্ধ থাপার। ১৯৮২ সালে উরুগুয়ের জালে বল জড়ান মানস ভট্টাচার্য। মোহনবাগানিরা গর্ব করতে পারেন, এবারও ফোরলানদের দেশের বিপক্ষে গোল তাঁদেরই ক্লাবের এক ফুটবলারের। সেবার ভারত হারে ১-৩ গোলে। এরপর ভারত একটা পেনাল্টি পেতে পারত। ২৫ মিনিটে এডমুন্ডকে শট নেওয়ার সময়ে ট্যাকল করলেও রেফারি খেলা চালিয়ে যান। ফিরতি বল থেকে অভিষেক সিং টেকচামের শট ভালো বাঁচান উরুগুয়ে গোলরক্ষক। মাত্র ৯ মিনিটে এডমুন্ডের কাছে সুযোগ ছিল দলকে এগিয়ে দেওয়ার। রায়ান উইলিয়ামের মাপা পাস তিনি গোলরক্ষকের হাতে তুলে দেন।

প্রায় ২৭ মিনিট বন্ধ হওয়া খেলা প্রায় ৩৫ মিনিট বন্ধ থাকার পর ফের শুরু হয় ৮টা ৩৫ মিনিটে। এসেই গোল করেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো। ডানদিক থেকে নাহিতান নান্দেজের মাইনাস বুঝতেই পারেননি আনোয়ার আলি। ৩৬ মিনিটে মনবীর সিংয়ের একটা শট জটলার মধ্যে বার করে দেওয়া ছাড়া এই পর্বে ভারতের আর কোনও সুযোগ নেই। ফিরতি বল ধরে নুনেজ একা টেনে নিয়ে গিয়েও গুরপ্রীতের মাথায় মারায় গোলসংখ্যা বাড়েনি উরুগুয়ের। এদিন ছয় বিশ্বকাপারকে প্রথম একাদশে রেখে দল নামায় উরুগুয়ে। বেঞ্চে ছিলেন আরও পাঁচজন। এই রকম একটা দলের বিপক্ষে গোটা একটা অর্ধ লড়াই করা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোলটা খেয়ে অবশ্য খানিক হতোদ্যম হয়ে পড়ে ভারত। ৫৩ মিনিটে জালাজারের গোলের বল হেড করে নামিয়ে দেন নুনেজ। আর ৫৯ মিনিটে ফের আরাউহোর গোল। এবার বল বাড়ান জালাজার। চতুর্থ গোলের সময়ে ফের একবার গুরপ্রীত দর্শক। তাঁকে যে আর কতদিন টানবেন এদেশের কোচেরা, কে জানে! ৬৮ মিনিটে আপুইয়ার একটা দূরপাল্লার শট বারের উপর দিয়ে তুলে দুর্দান্ত বাঁচান থিয়াগো। একইভাবে পরিবর্ত মহম্মদ সানানের শটও। তিনি যখন জানপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করলেন নিজেদের গোল তখন ৭১ মিনিটে হুয়ান সানাব্রিয়ার গোলটার সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন গুরপ্রীত। এরপর তাঁকে তুলে নেওয়ার সাহস দেখালেন খালিদ। পরে নামা অ্যালবিনো গোমসও গোল খেলেন ৮৭ মিনিটে। রডরিগো আগুয়েরে ৬ নম্বর গোলটা করেন।

দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪ গোল দিয়ে এখানে এসেছে উরুগুয়ে। নিজেদের নতুন করে তৈরি করার দায়িত্ব নিয়ে ফোরলান এদিন বোঝালেন, তিনি শুরুটা করে দিয়েছেন।

ভারত ঃ গুরপ্রীত (আলবিনো), অভিষেক (ভালপুইয়া), পরমবীর (বিজয়), আনোয়ার, আকাশ, মনবীর (রহিম), অনিরুদ্ধ, আপুইয়া, আশিক (সানান), রায়ান ও এডমুন্ড (সাহাল)।

ফের বিশ্রী গোল হজম গুরপ্রীতের

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর। ছবি : ডি মণ্ডল

উরুগুয়ের জালে বল পাঠিয়ে উচ্ছ্বাস অনিরুদ্ধ থাপার। ছবি : ডি মণ্ডল

অনিরুদ্ধর গোলে খুশি মানস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : ৪৪ বছর আগের স্মৃতি ফিরল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

১৯৮২ সালে নেহরু কাপে প্রথমবার ভারত খেলতে নেমেছিল দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। সেবার ভারতের হয়ে গোল করেছিলেন মানস ভট্টাচার্য। ৪৪ বছর পর মঙ্গলবার উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে গোল করলেন অনিরুদ্ধ থাপা। ঘটনাচক্রে দুজনেই মোহনবাগানের ফুটবলার।

অনিরুদ্ধর গোল দেখে উচ্ছ্বসিত খোদ মানস নিজেই। তিনি বলছিলেন, 'সেদিন আমি গোল করেছিলাম। এবার অনিরুদ্ধ করল। দুজনেই মোহনবাগানের। এটাই আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'রায়ান (উইলিয়ামস) দুর্দান্ত শট নিয়েছে। অনিরুদ্ধও খুব ভালো বলটা ফলো করেছে। এটাই একজন মিডফিল্ডারের ভালো দিক।'

তবে ভারতের পারফরমেন্স দেখে হতাশ মানস। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'উরুগুয়ের ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার ধারেকাছেও আমাদের ছেলেরা নেই। এদিন ওরা অনেক রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলেছে। কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।' ১৯৮২ সালের উরুগুয়ে এবং আজকের উরুগুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে বলে জানান মানস। তাঁর কথায়, 'আমরা এনজো ফ্রান্সিসকোলি, র‍্যামোস সমৃদ্ধ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিলাম। ওই দলটা দুই বছর পর কোপা আমেরিকা জিতেছিল। এখনকার উরুগুয়ে দলের সঙ্গে ফ্রান্সিসকোলিদের দলের কোনও তুলনাই হয় না।'

ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচেও ভরল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের দর্শকাসন। ছবি : ডি মণ্ডল

টিকিট বিলিয়েও ভরল না গ্যালারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : ভারত-উরুগুয়ে প্রীতি ম্যাচে টিকিটের দাম নামিয়ে আনা হয়েছিল ১৯৯ টাকায়। তবে দশ হাজারও টিকিট বিক্রি হয়নি। মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতা ময়দানে ক্লাব তাঁবুগুলো থেকে দেদার ফ্রি টিকিট বিলোনো হল। এতকিছুর পরও ভরল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি। অথচ দুইদিন পর আইএফএ শিল্ড ফাইনাল। মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এফসি-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ওই ম্যাচের টিকিট নিয়ে ঠিকই চাহিদা রয়েছে।

ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ শুরু হতে তখন ঘণ্টা দেড়েক বাকি। কার্যত খাঁ খাঁ করছে যুবভারতী চত্বর। ছবিটা দেখার পর বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ফুটবলের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে, এমন মন্তব্য করলে ভুল হবে। এদিন যেমন স্টেডিয়াম চত্বরে পা রাখতেই দুই কলেজ পড়ুয়ার থেকে প্রশ্ন ধেয়ে এল, 'শিল্ড ফাইনালের টিকিট কোথায় পাব?' ম্যাচের আগে এবং পড়ে ওই একই প্রশ্ন শুনতে হল আরও বেশ কয়েকবার। বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে শিল্ড ফাইনাল। মঙ্গলবার রাতের দিক থেকেই অনলাইনে মহারণের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। ১০০ থেকে ১২৫০ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট থাকছে শিল্ড ফাইনালে। চাহিদাও বেশ ভালো। এখন প্রশ্ন, উরুগুয়ের সঙ্গে ভারতের খেলা দেখার বিষয় সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে এমন আগ্রহ তৈরি হল না কেন? উত্তরটা খুব সহজ, আয়োজকদের তরফে ব্রাজিল ম্যাচকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই তুলনায় অবহেলিত ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ।

শিল্ড ফাইনাল ঘিরে চড়ছে পারদ

আলাদা করে এই ম্যাচ নিয়ে সেভাবে প্রচার করা হয়নি। এদিন ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচেও যেমন চোখে পড়ল ব্রাজিল ম্যাচেরই পোস্টার। তবে ব্যতিক্রমও আছে। কিছু মানুষ ঠিকই মাঠে এসেছিলেন খেলা দেখতে। উত্তর কলকাতার টালা থেকে এসেছিলেন রতন চক্রবর্তী। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। জানালেন, বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবেই ওই পোশাক বেছে নেওয়া। একসময় নিজে ফুটবল খেলতেন। বাংলার বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন। ডাক পেয়েছিলেন বয়সভিত্তিক জাতীয় দলেও। এদিন উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজের নাম লেখা পোস্টার নিয়ে মাঠে এসেছিলেন তিনি। জানালেন, ইস্টবেঙ্গলের আদ্যপ্রান্ত সমর্থক রতন। পছন্দের ফুটবলার সুয়ারেজ। ব্রাজিল ম্যাচেও গ্যালারিতে ছিলেন তিনি। ওই দিন পেলেকে নিয়ে পোস্টার বানিয়ে এসেছিলেন। তাঁর মুখেও ঘুরেফিরে সেই শিল্ড ফাইনালের কথা। জানিয়ে রাখলেন, বৃহস্পতিবারও মাঠে আসবেন, প্রিয় দল ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন জানাতে।

ভারত দুর্দান্ত খেলেছে, বললেন ফোরলান

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : গভীর রাতে বিমানে উরুগুয়ে রওনা দেওয়ার কথা। তাই ম্যাচের পর বেশ তাড়াহুড়ো করেই সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন দিয়েগো ফোরলান। স্বল্প সময়ের মধ্যে যেমন ভারতের খেলার প্রশংসা করলেন, তেমন নিজের দলের পারফরমেন্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

শুরুতে গোল করে এগিয়ে গিয়েও লিড ধরে রাখতে পারেনি উরুগুয়ে। অনিরুদ্ধ থাপার গোলে সমতায় ফেরে ভারত। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির জন্য খেলা সাময়িক বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত রায়ান উইলিয়ামসদের পারফরমেন্স ফোরলানের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে উরুগুয়ে তারকা বলে গেলেন, 'ভারত সত্যি দুর্দান্ত খেলেছে। ম্যাচের প্রথমদিকটা আমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। শুরুতে আমরা একটু স্লো ছিলাম। ভারত সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে প্রেস করেছে। তবে শেষপর্যন্ত আমরা ম্যাচটা নিজেদের দখলে নিতে পেরেছিলাম।'

এশিয়া সফরে প্রথমে জাপানের কাছে হার। তারপর দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। ডারউইন নুনেজদের পারফরমেন্সে খুশি ফোরলান। বলেছেন, 'ছেলেদের খেলায় আমি খুশি। জাপান ম্যাচের আগে একদিন অনুশীলন করেছিলাম। হালকা অনুশীলন প্রাপ্য ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে অসাধারণ খেলেছি। এদিনের ম্যাচ কিছুটা কঠিন ছিল। ভারত শুরুর দিকে বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল। ওই সময় ওরা আরও একটা গোল করলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যেত। শেষপর্যন্ত, সেটা হতে দিইনি।'

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়ার সময় একদম বিন্দাস মেজাজে রোনাল্ড আরাউহো, ডারউইন নুনেজরা। ড্রেসিংরুম থেকে গানের তালে নাচতে নাচতে বার হলেন তাঁরা। স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে ম্যাক্সিমিলিয়ানো বলে গেলেন, 'এশিয়া সফরটা ভালোভাবে শেষ হয়েছে। ভারতের পরিবেশ দেখে আমরা মুগ্ধ।' আপাতত ৬-১ গোলের দাপটে জয়ের তৃপ্তি নিয়ে কলকাতা ছাড়ছে দুইবারের বিশ্বজয়ীরা।

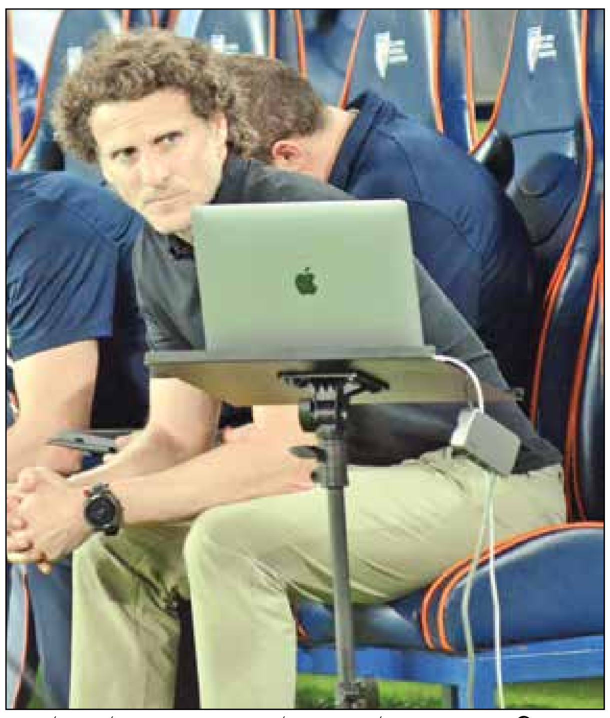

সাইড লাইনে বসে দলের দাপট দেখলেন উরুগুয়ের কোচ দিয়েগো ফোরলান। মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মনঃসংযোগের অভাবকেই দায়ী করলেন খালিদ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ অক্টোবর: ৪৪ বছর আগে উরুগুয়ের কাছে হারের পরও মাথা উঁচু করে মাঠ ছেড়েছিল ভারত। তবে এবার আর সেই সুযোগ হল না। মঙ্গলবার ছয় গোলের লজ্জা মাথায় নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়ল খালিদ জামিলের ভারত। তবে শুরুতে অনিরুদ্ধ থাপার গোলশোধ স্বপ্ন দেখিয়েছিল দেশকে। তবে বজ্রপাতে মাঝপথে থমকে যায় ম্যাচ। তারপরই যেন খেলা থেকে হারিয়ে গেলেন মনবীর সিং, আপুইয়ারা। আর দ্বিতীয়ার্ধে অসহায় আত্মসমর্পণ।

মাঝের বিরতিটাই কি ভারতীয় শিবিরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলল! কোচ খালিদের এক কথায় উত্তর, 'না'। কারও ব্যক্তিগত ভুলকেও কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ তিনি। বরং আরও একবার ফুটবলারদের মনোসংযোগের অভাবকেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করলেন খালিদ। তিনি বলেছেন, 'শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা ভুলই বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।' পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচের এই অভিজ্ঞতাকেই বড় অর্জন হিসেবে দেখতে চাইছেন তিনি। খালিদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এই একই ভুল আর করবে না তাঁর দলে। তবে ব্রাজিল ম্যাচের পরও কার্যত একই কথা বলেছিলেন তিনি। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? খালিদ বললেন, 'আমি ফুটবলারদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। হয়তো আমার পরিকল্পনাতেও ঘাটতি ছিল। এই ব্যর্থতার যাবতীয় দায় আমারও।'

এমিলিয়ানো মার্টিনেজদের গতি সামলাতে নাকানিচোবানি খেলেন রায়ান উইলিয়ামসও। ছবি : ডি মণ্ডল

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা অরুণা রবীন্দ্র দেশাই - কে 23.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75C 70233 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির দেওয়া এই বিশাল পুরস্কারের মাধ্যমে আমি আমার জীবনে একটি নতুন সূচনা করতে পেরেছি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই এক কোটি টাকা জয় আমার আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল, যাতে তারা আরও অনেক কোটিপতি তৈরি করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সোনা সিন্ড্রেলার, ব্রোঞ্জ রাজর্ষির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে আয়োজিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের এশিয়া প্যাসিফিক মাল্টি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিল টেনিসে মহিলাদের ডাবলসে সোনা পেয়েছেন সিন্ড্রেলা মল্লিক-অশ্বীন কাউর। পুরুষদের ডাবলস থেকে ব্রোঞ্জ এনেছেন রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত-জিৎ হার্দিক পান্ড্যেয়া। সিন্ড্রেলা ও রাজর্ষি দুইজনেই শিলিগুড়ির ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের শিক্ষার্থী।

ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের দল।

চ্যাম্পিয়ন টেকনো ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : গুজরাটের ভদোদরার শেরখিতে আয়োজিত সিবিএসই স্কুলগুলির জাতীয় টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। দলের সদস্য ছিল- মৈত্রী দে, প্রতীতি পাল ও প্রাচী ঘোষ। এছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রতীতি। দলের সঙ্গে ছিলেন কোচ কুণাল বসু ও ম্যানেজার জয়দীপ মোদক। প্রতীতি শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী।